۱۸/۴۰ ۶۲۵

بسم الله الرحمن الرحیم

অমিয় বাণী

উপদেশ ও দিকনির্দেশনা

ইমাম খোমেনী (রহঃ)

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

অমিয় বাণী
ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর উপদেশ ও দিকনির্দেশনা

প্রকাশক ঃ
ইমাম খোমেনীর রচনাবলী সংকলন ও প্রকাশনা ইনস্টিটিউট, আন্তর্জাতিক বিভাগ

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৩ খৃঃ, ১৪০০ বাঃ, ১৩৭২ ফাঃ, ১৪১৫ হিঃ
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৯৬ খৃঃ, ১৪০৩ বাঃ, ১৩৭৫ ফাঃ, ১৪১৭ হিঃ
[ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত]

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
চৌকস, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা। ফোন ঃ ৪১৪৩৯৩, ৪১১৫৪৯

মূল্য ঃ ৬০টাকা

Sayings of Imam Khomeini (R.)
(Advices and wisdoms)
Translated in Bengali, 1993

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
ভূমিকা	১১

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায় ঃ

আল্লাহতত্ত্ব ও ইবাদত	১৩
আল্লাহর নবীগণ	১৬
দীন ইসলাম	১৭
ইসলামের হেফাজত	২১
ইসলাম প্রচার	২২
ইসলামের প্রতি অনুরাগ	২৩
ইসলাম ও আমাদের আমল	২৪
কুরআন	২৭
শিয়া	২৮
মাসুম ইমামগণ (আঃ)	২৯
পুনরুত্থান ও কিয়ামত	৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

দায়িত্ব পালন	৩১
নামায	৩১
দোয়া ও মুনাজাত	৩২
মসজিদ	৩২
হজ্জ	৩৩
মুহররম ও আশুরা	৩৪
শাহাদাত ও শহীদ	৩৬

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

আত্মসংশোধন ও নাফসের সাথে সংগ্রাম	৩৯
ঈমান ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তাকওয়া	৪১
ইখলাছ	৪২
পছন্দীয় আখলাক	৪২
আত্মপ্রত্যয়	৪২
স্বল্পে তুষ্টি ও সাদাসিধে জীবন	৪৩
ছবর	৪৩
তাওবা	৪৩
চতুর্থ অধ্যায় :	
আত্মপ্রীতি ও প্রবৃত্তির পূজা	৪৪
দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও ক্ষমতার লালসা	৪৪
আমিত্ব ও স্বার্থপরতা	৪৬
দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ	৪৭
অমনোযোগিতা	৪৭
হতাশা ও নৈরাশ্য	৪৭
সামাজিক অনাচার ও বিপথগামিতা	৪৮
ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ	৪৮
নেফাক ও মুনাফেক	৪৮
দ্বিতীয় ভাগ	
প্রথম অধ্যায়	
আল্লাহর জন্য উত্থান	৫০
আন্দোলনের আহবান	৫১
মজলুম মুস্তাযয়াফরা জেগে উঠুন	৫২
জুলুম ও জুলুম মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম	৫২
দ্বিতীয় অধ্যায় :	
ইসলামী বিপ্লব	৫৪
বিজয় ও বিজয় লাভের কারণ	৫৫
আল্লাহর দিবস	৫৭
একতা ও ভ্রাতৃত্ব	৫৯
মতভেদ ও অনৈক্য	৬২
আজাদী	৬৩
স্বনির্ভরতা : পরনির্ভরতা প্রত্যাখান	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	
ইসলামী হুকুমত	৬৭
বেলায়েতে ফকীহ্‌	৬৭
জনগণের মর্যাদা ও ভূমিকা	৬৮
ময়দানে জনতার উপস্থিতি	৬৯
মহান জাতি	৭০
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আন্দোলন অব্যাহত রাখা	৭১
জাতীয়তাবাদ	৭২
দল ও দলীয় কোন্দল	৭২
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	
আইন-শৃঙ্খলা	৭৪
অভিভাবক পরিষদ	৭৫
নির্বাচন ও মজলিস	৭৫
বিচার বিভাগ ও বিচারকমণ্ডলী	৭৮
সরকার ও কর্মকর্তাবৃন্দ	৭৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	
পররাষ্ট্রনীতি	৮২
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসসমূহ	৮৩
মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো	৮৩
আল কুদস ও ফিলিস্তিন	৮৪
কুদ্‌স্‌ দখলদার সরকার (ইসরাইল)	৮৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৮৬
দাম্ভিক মুস্তাকবির ও পরাশক্তিবর্গ	৮৬
মার্কিন সরকারের চরিত্র	৮৮
আমেরিকার সাথে সংগ্রাম	৮৮
আমেরিকার সাথে সম্পর্ক	৮৯
পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য পূজা	৯০
প্রাচ্যজগত	৯০
কম্যুনিজম	৯০
আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও মানবাধিকার	৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর

ষষ্ঠ অধ্যায় :

যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা	৯২
ইরানের উপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ	৯৩
সশস্ত্র বাহিনী	৯৩
বিধিনিষেধ ও নিয়ম-শৃংখলা	৯৩
গণবাহিনী	৯৪
সেপাহেপাসদারান	৯৫
সামরিক বাহিনী	৯৬
জিহাদ সাজান্দেগী	৯৭

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায় :

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান	৯৮
সভ্যতা-সংস্কৃতি	৯৯
ইতিহাস	১০০
প্রচার (তাবলিগাত)	১০০
গণমাধ্যম	১০১
কলমের ভূমিকা	১০২
শিল্পকলা	১০২
ব্যায়াম	১০৩

দ্বিতীয় অধ্যায় :

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	১০৪
জ্ঞান ও জ্ঞানী	১০৫
ওলামা ও দীনি শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা	১০৬
পীর মাশায়েখ ও আলেম সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য	১০৯
সনাতন ফেকাহ ও জাওয়াহেরী ইজতেহাদ	১১২
কূপমণ্ডুক ও নামধারী আলেম	১১২
বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষিত সমাজ	১১৩
বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সম্পর্ক	১১৫
শিক্ষক	১১৫
সাক্ষরতা	১১৬
ইসলামী সমিতিবর্গ	১১৬

বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর

তৃতীয় অধ্যায় ঃ
সমাজে নারীর ভূমিকা ১১৮
নারীর অধিকার ১১৯
নারী দিবস ১২০
মায়ের মর্যাদা ১২০
বিপ্লবের পরমবন্ধুরা (শহীদ, পঙ্গু ও যুদ্ধবন্দী পরিবার) ১২১
কিশোর ও যুবা শ্রেণী ১২৩

চতুর্থ অধ্যায় ঃ
সামাজিক ন্যায়-ইনসাফ ১২৫
মজলুম মুস্তাযয়াফ ও বঞ্চিতদের প্রতি সমর্থন ১২৫
বস্তিবাসী ও প্রাসাদবাসী ১২৬
শ্রম ও শ্রমিক ১২৭
কৃষি ১২৭
বাজার ও পুঁজি ১২৭
বিশেষজ্ঞদের দেশে প্রত্যাবর্তন ১২৭

চতুর্থ ভাগ
ইমাম খোমেনী সালামুল্লাহি আলাইহে ১২৮

পরিশিষ্ট ও টীকা ১৩৯

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

"হাউজে কাউসারের তীরে থেকে-ও, হে বন্ধু,
তৃষিত ওষ্ঠ আমার,
আমার পাশেই রয়েছো তবুও
তোমার বিরহে অস্থিরচিত্ত আমার।"

বর্তমান পুস্তকখানি কালের প্রজ্ঞাবান পথ নির্দেশক হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর বক্তৃতা ও রচনাবলী নামক চির প্রবাহিত ঝর্ণাধারা কাউসারের একটি পেয়ালা মাত্র যা দীনের পথের অভিযাত্রীদের পিপাসার্ত মুখে অমিয় সুধা এবং আশেকদের জন্যে প্রাণ সঞ্জীবনী আর খোদায়ী বিপ্লবের পথের পথিকদের জন্যে আলোকবর্তিকা।

"অমিয় বাণী-উপদেশ ও দিক্‌নির্দেশনা" এমন এক মহাপুরুষের বক্তৃতা ও রচনাবলীর অংশবিশেষ যিনি অন্যদের আগেই স্বীয় আদর্শের সত্যতার সাক্ষ্য কার্যক্ষেত্রে দান করে গেছেন। এই খোদা-প্রেমিক পুরুষের আন্দোলনের শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্যায় যারা সাক্ষী ছিলেন তাদের সকলের সাক্ষ্য মুতাবিক এবং যারা তার আলোকময় অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের সবারই সত্যায়ন অনুসারে, এ মহাপুরুষের পবিত্র অন্তর ও মুখে কখনো এমন কোন কথা আসেনি যার ওপর তিনি কঠোরভাবে আমল করেননি ও বিশ্বাস পোষণ করেননি।

ইমাম খোমেনী তাঁর যৌবন বয়সেই দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল বিষয়াদি, ইরফান ও আধ্যাত্মিক সাধনার গভীর রহস্য এবং ফিকাহ, উছুল ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদি অতি উচ্চপর্যায়ে আত্মস্থ ও এসবে বাস্তব পদচারণা করেছেন। এ গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞার আলোক-প্রভাই তাঁর বিরচিত অমূল্য গ্রন্থ মেছবাহুল হেদায়া, সেররুছ্ছালাত, আদাবুছ্ছালাত, শারহে আরবাঈন হাদিসসহ ফিকাহ, উছুল ও চরিত্র বিষয়ক বহু ডজন বইয়ে বিরাজমান।[১] অথচ তিনি জনগণ ও জাতির সামনে ভাষণ দানকালে কুরআন ও সুন্নাহমাফিক কাজ করেছেন। তাঁর ভাষণ ছিল গণমানুষের ভাষায়, সরলতায় পরিপূর্ণ ও সততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। প্রকৃত অর্থে ইমামের বাণী ও ভাষণের বিস্ময়কর প্রভাবের কারণও এটা। তার ইঙ্গিতে জনগণ জেগে উঠতো এবং যাবতীয় বিপদাপদকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়ার জন্যে জনসমুদ্র সংঘবদ্ধ হতো।

আল্লাহর শত শত প্রশংসা করছি এজন্যে যে, এ মহাপুরুষের ইন্তেকালের চার বছর[২] অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, তার সুউচ্চ মতাদর্শ সমগ্র ইসলামী জাহানে সংগ্রামের উৎসে ও ইসলামী কর্মীদের তৎপরতার চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের তরঙ্গমালা আজ বিশ্বব্যাপী এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা হিসাবে দেখা দিয়েছে, যে বাস্তবতা কুফরী বিশ্বের নেতাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আর এ কথা এরা নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করেই স্বীকার করছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ মুজাহিদদের ইমাম এবং আরেফ অলীদের নেতার চতুর্থ ওফাত বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিচারণ হিসাবে তাঁরই পথ অনুসরণকারীদের সামনে এ পুস্তকটি উৎসর্গ করছি যাতে তাঁরা ইমামের চিন্তাদর্শন ও দিকনির্দেশনাগুলোতে পুনরায় পরিক্রমা চালিয়ে তাঁর বিরহের ব্যথা ও শোকসন্তাপে উপশম লাভ, তাঁর স্বচ্ছ জ্ঞান-প্রজ্ঞা থেকে পাথেয় সংগ্রহ এবং এ মহানের দীক্ষা অনুসারে বিপ্লবের অব্যাহত সুষ্ঠু যাত্রাকে নিশ্চিত করতে পারেন-ইনশাআল্লাহ। জীবদ্দশায় ইমামের হস্ত মুবারকই বেলায়েতের সত্যতা ও ইমামতের কোমলতার নিদর্শন হিসাবে আমাদের আবেগ উচ্ছ্বাসের জবাব দান করতো। এছাড়া তার আকর্ষণীয় ও পবিত্র বাক্যাবলী দিয়ে তিনি সংকটগুলো সহজ, দুঃখ-বেদনার অবসান ও অন্তরগুলোকে নিশ্চিত করতেন এবং আল্লাহর রাস্তায় পথপরিক্রমায় আমাদের অটল অবিচলভাবে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানাতেন।

চার ভাগে প্রকাশিত এ পুস্তকের আকিদাগত, শিক্ষামূলক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পথনির্দেশগুলো ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর বক্তৃতা, বিবৃতি ও রচনাবলী থেকে চয়ন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিভাগ
ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর রচনাবলী সংকলন ও প্রকাশনা ইনস্টিটিউট
তেহরান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ্ তত্ত্ব ও ইবাদাত

❑ আল্লাহতায়ালা ছাড়া কোন আলো নেই, সবই অন্ধকার।

❑ আমরা সবাই আল্লাহ থেকে আগত। সমগ্র বিশ্বজগতই আল্লাহর কাছ থেকে আগত, সবই আল্লাহর ইচ্ছার প্রকাশ (তাজাল্লী) আর সমগ্র বিশ্বচরাচরই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

❑ এককথায় আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মারেফাতুল্লাহ (আল্লাহর জ্ঞান-পরিচয় দান)।

❑ অহীর মূল আদর্শই ছিলো মানুষের জন্যে মারেফাত (জ্ঞানপ্রজ্ঞা) সৃষ্টি।

❑ আউলিয়ায়ে কেরামের বেশীর ভাগ ফরিয়াদই হলো প্রিয়তম (আল্লাহ) ও তাঁর অনুগ্রহ থেকে দূরে ও বিচ্ছিন্ন থাকার বিরহ বেদনা।

❑ আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের অর্জিত যাবতীয় কামালতের (পূর্ণতা ও উন্নতি) পেছনে রয়েছে গায়রুল্লাহ থেকে মন উঠিয়ে নেয়া ও একমাত্র আল্লাহর প্রতিই মনোযোগী হওয়া।

❑ আল্লাহর জিয়াফতখানায় যে বিষয়টি মানুষকে পথ খুলে দেয় তা হলো গায়রুল্লাহকে পরিত্যাগ করা, আর এ বিষয়টি সবার পক্ষে অর্জন সম্ভব নয়।

❑ নিজেদেরকে খোদার দাসত্বের দরিয়া, নবুয়্যতের দরিয়া ও কুরআনুল করিমের দরিয়ার সাথে সংযুক্ত করুন।

❑ জেনে রাখুন ইবাদাত ও বন্দেগীর অত্যাবশ্যক দিকগুলোর একটি হচ্ছে আল্লাহতায়ালার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতগুলোর জন্যে কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন। প্রত্যেকের উচিত নিজ সাধ্যানুযায়ী এ শোকরিয়া জ্ঞাপনে তৎপর হওয়া। যদিও আল্লাহতায়ালার প্রাপ্য শোকরগুজারী করার ক্ষমতা সৃষ্টির কারোইনেই।

❑ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহতায়ালার গুণগান, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও শোকরগুজারীর জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত হচ্ছে হকতায়ালার পবিত্র মকাম (মর্যাদা) তাঁর এবং তাঁর মহাপরাক্রমশালী (জালাল) ও সুন্দরতম মহানুভব গুণাবলী (ছেফাত) সম্পর্কে জ্ঞান ও মারেফাত লাভ করা।

❑ খোদার দাসত্বের রীতি হলো এই যে, আল্লাহর শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তিকে গ্রাহ্য না করা এবং আল্লাহর প্রশংসা যা আউলিয়ায়ে কেরাম থেকে এসেছে তাছাড়া অন্য কারো প্রশংসা না করা।

❑ মূলতঃ প্রশংসা ও গুণগান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ পায় না। আপনি যদি এমন কি একটি গোলাপেরও প্রশংসা করেন এটা মূলতঃ আল্লাহরই প্রশংসা।

❑ নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনাদের কার্যকলাপ যদি দাসত্ব ভিত্তিক না হয় এবং ইসলামী একতা বহির্ভূত হয় তাহলে আপনারা অসন্তুষ্ট ও লজ্জিত হবেন।

❑ আপনাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে তাহলে এর পশ্চাতে বৈষয়িক কল্যাণও নিহিত রয়েছে। তবে এমতাবস্থায় এ বৈষয়িক কিছু দীনী রূপ পরিগ্রহ করে নেয়।

❑ শয়তানী বিষয়াদি থেকে দীনি মূলনীতিকে পার্থক্য করার উপায় হলো এই যে, নিজের একান্তে প্রত্যাবর্তনের পর ব্যক্তি তার বিবেকের মাঝেই অনুভব করতে পারবে যে, সে যা চায় তা প্রকৃতপক্ষে কাজটির সম্পন্ন হওয়া, যদিও এ কাজ অন্য কেউ সম্পাদন করেছে বা করছে।

❑ আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ এবং সব সেরা হিজরত তথা নিজের নাফস থেকে আল্লাহর দিকে হিজরত ও দুনিয়া থেকে পরলোকের প্রতি মনোনিবেশই আপনাদের বলীয়ান করেছে।

❑ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরই নিজের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখবেন। কেননা, এ ক্ষমতা ও তাঁর (আল্লাহ) কাছ থেকেই প্রাপ্ত।

❑ আপনাদের বলছি, আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় পাবেন না এবং কারো উপরই ভরসা করবেন না। একমাত্র আল্লাহতায়ালা ব্যতীত।

❑ গাইরুল্লার প্রতি মনোযোগ মানুষকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় পর্দাগুলোর মাঝে অবগুণ্ঠন করে রাখে।

❑ আল্লাহতায়ালার প্রতি অমনোযোগিতা অন্তরের ময়লাকে বাড়িয়ে দেয়, নাফস ও শয়তানকে মানুষের ওপর প্রাধান্য দান করে এবং অপরাধ-অনাচারকে দিন দিন বৃদ্ধি করে। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ ও যিকির অন্তরকে স্বচ্ছ করে, কলবকে শুভ্র চকচকে ও প্রিয়তমের (আল্লাহর) তাজাল্লীগাহে পরিণত করে। এছাড়া তা রুহকে বিশুদ্ধ ও খালেছ করে তুলে ও নাফসের বন্দীত্ব থেকে মানুষকে দূরে রাখে।

❑ জেনে রাখুন, আল্লাহর গজবের আগুনের চেয়ে কোন আগুনই কষ্টদায়ক নয়।

❑ যেমনি করে নিজেদের প্রতিরক্ষা করা ও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা দায়িত্বশীল তেমনি অন্যদের প্রতি এ বিষয়ে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীল।

❑ আমরা অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাবো, তবে তা যেনো নিজেদের প্রতি না হয়, দুনিয়ার প্রতি আহ্বান না হয় বরং তা যেনো আল্লাহর প্রতিই হয়।

❑ আল্লাহর জন্যেই অধ্যয়ন করুন।

❑ মানুষ যদি নাফসানী লালসার জন্যে তৎপরতা চালায় এবং এ তৎপরতা খোদার জন্যে না হয় তাহলে তার এ কাজ কোন ফলই দেবে না। বরং শেষতক তার কাজ অর্থহীনতায় পরিণত হবে। যা আল্লাহর জন্যে হবে না তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

❑ আল্লাহ আছেন। তাঁর প্রতি অমনোযোগী হবেন না। আল্লাহ উপস্থিত রয়েছেন। আমরা সবাই তার কড়া নজরে আছি।

❑ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে দীনী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করুন। আল্লাহর পথে পা বাড়ান।

❑ সমস্ত জগতই আল্লাহর এজলাস। যা কিছু ঘটছে সবই তার সামনে ঘটছে।

❑ সব সময় মনে রাখবেন ঃ আপনাদের কাজকর্ম আল্লাহর সামনে সম্পন্ন হচ্ছে। যাবতীয় কাজ এমন কি চোখের পলক পর্যন্ত আল্লাহর দৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মুখগুলো যে কথা বলছে তাও আল্লাহর সামনে উপস্থিত, হাতগুলো যে কাজ করছে তাও আল্লাহর সামনে রয়েছে। আগামী দিন আমাদের সবাইকে জবাব দিতেহবে।

❑ আমরা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত রয়েছি এবং আমাদের সবাইকে মরতে হবে।

❑ আপনাদের অন্তরে এ কথাটা অবশ্যই পৌছাতে হবে যে, যে কাজই করুন না কেনো তা আল্লাহর সামনেই করছেন।

❑ নিজেদের অবগুণ্ঠিত ও অধঃপতিত অন্তরে এ উপলব্ধি জাগ্রত করুন যে, এ বিশ্বচরাচর সর্বোচ্চ স্তর আলা ইল্লিয়ীন থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন স্তর তথা আসফালাস্ সা-ফিলিন পর্যন্ত সবকিছুই মহাপরাক্রমশালী ও সর্বোচ্চ আল্লাহতায়ালারই তাজাল্লী মাত্র এবং সবই তার ক্ষমতার কবজায় ন্যস্ত।

❑ আল্লাহর দেয়া নেয়ামতগুলো আল্লাহর বান্দাদের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ।

❑ যে বিষয়টি মানুষকে নড়বড়ে ও কম্পমান অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় তা হলো আল্লাহর যিকির (স্মরণ)।

❑ আল্লাহর দিকে মনোযোগী হও, তাহলেই অন্তরসমূহ তোমার দিকে ঝুঁকে পড়বে।

❑ কাজের পরিমাণ ও বাহ্যিকতাই মাপকাঠি নয়, বরং যা মাপকাঠি তা হলো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

❑ জগতে এমন কোন দায়িত্ববান মানুষ নেই যে আল্লাহর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অধীন নয়।

❑ যে কেউ যে কোন পদে এবং যে কোন দায়িত্বেই থাকুক না কেনো তার জন্যে সে পদ ও সে দায়িত্বই হচ্ছে পরীক্ষা।

❑ ইসলামে মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর রেযামন্দী (সন্তুষ্টি), ব্যক্তিত্বগণ নয়। আমরা ব্যক্তিত্বদের ন্যায়-ইনসাফ তথা খোদার মাপকাঠিতে মেপে থাকি, ন্যায়কে ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে নয়। মাপকাঠি কেবল ন্যায় ও সত্য।

❑ আমাদের উচিত মাপকাঠিগুলোকে খোদায়ী মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা।

❑ জাতি সজাগ হোন! সজাগ হোন সরকার! সবাই সজাগ হোন! আপনারা সবাই আল্লাহর সামনে উপস্থিত রয়েছেন। কাল সবাইকেই হিসাব দিতে হবে। আমাদের শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে অসতর্ক হয়ে চলবেন না। পদ-পদবীর জন্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ করবেন না।

❑ বিশ্বটা আল্লাহর দরবার। আল্লাহর দরবারে গুনাহ ও অপরাধ করবেন না। আল্লাহর দরবারে বাতিল ও বিলীয়মান বিষয়ে পরস্পর ঝগড়া করবেন না। আল্লাহর জন্যে কাজ করুন এবং আল্লাহর জন্যেই সামনের দিকে এগিয়ে যান।

❑ বর্তমানে আমরা সবাই পরীক্ষাক্ষেত্রে উপনীত হয়েছি।

❑ মানুষ হয়তো বা তার কোন কিছুকে সবার চোখ থেকেই লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু আমাদের সবকিছুই আল্লাহর চোখে সংরক্ষিত হচ্ছে এবং আমাদের আমলগুলোকে আমাদের কাছে ফেরত দেয়া হবে (ফল হিসাবে)।

❑ আল্লাহকে দলীল হিসাবে ভরসা করুন আর আল্লাহর দলীলের ওপর এ ভরসাই ইনশাআল্লাহ সকল সমস্যা-সংকটের অবসান ঘটাবে।

❑ যাবতীয় খোদায়ী দায়িত্ব-কর্তব্যই হচ্ছে খোদায়ী অনুকম্পা ও করুণা। অবশ্য আমরা ধারণা করি তা সাধারণ দায়িত্ব কর্তব্য।

❑ আমাদের অবশ্যই বান্দা (দাস) হতে হবে এবং সবকিছুকেই আল্লাহর কাছ থেক আগত বলে মনে করতে হবে।

❏ আল্লাহতায়ালা সব নেয়ামতই আমাদের দান করেছেন। তাই–যা কিছু আমাদের দান করেছেন সবই তার পথে আমাদের ব্যয় করতে হবে।

❏ আমরা সবাই আল্লাহর। তাই তার পথেই নিয়োজিত থাকতে হবে।

❏ যে বিষয়টি মুছিবতগুলোকে সহজ করে দেয় তা হচ্ছে এই যে, সকল মানুষই চলে যাবে। আমরা সবাই চলে যাবো। আর তা কতোই না উত্তম হবে যে, আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গীকৃত হবো।

❏ আমরা, আপনারা এবং সকলেই যা কিছুর অধিকারী সবই আল্লাহ থেকে পাওয়া। তাই সর্বশক্তি আল্লাহর জন্যেই ব্যয় করা উচিত।

আল্লাহর নবীগণ

❏ নবীগণ এসেছেন এ জন্যে যে সুপ্ত প্রতিভাগুলো কার্যকর শক্তিতে পরিণত হবে; প্রতিভার অধিকারী মানুষ সক্রিয় মানুষে আত্মপ্রকাশ করবে।

❏ প্রথম থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকলের প্রচেষ্টাই এই ছিল যে, এই সৃষ্টিকে (মানুষ) সিরাতে মুস্তাকিমে (সোজা ও সরল পথে) দাওয়াত করা এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

❏ নবুয়্যত এ উদ্দেশ্যেই যে, জনগণের চরিত্র, জনগণের মন, জনগণের আত্মা ও তাদের দেহ প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দান করবে, অন্ধকারকে সম্পূর্ণতঃ দূরীভূত করবে আর সে স্থলে আলো প্রতিষ্ঠিত করবে।

❏ নবীগণ এ জন্যে এসেছেন যে, জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আহ্বান জানাবেন।

❏ নবুয়্যতের ঘটনা বিশ্বে এক শিক্ষাগত ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধন করেছে। শুষ্ক গ্রীক দর্শনগুলো যা গ্রীসে উদ্ভব হয়েছিল এবং মর্যাদারও অধিকারী ছিল আর এখনো আছে, সেগুলোকে নবুয়্যত (আখেরী নবীর) দিব্য জ্ঞানীদের কাছে এক দিব্য আধ্যাত্মিকতা এবং এক বাস্তব প্রত্যক্ষকরণে (শুহুদ) পরিণত করে দেয়।

❏ নবীগণ যা চেয়েছেন তা হলো সকল বিষয়কে খোদায়ী রূপে রূপায়ন করা। জগতের সকল দিককে এবং জগতেরই নির্যাস ও সার সংক্ষেপ স্বরূপ যে মানুষ তার সকল দিককে খোদায়ী রূপদান করার জন্যেই নবীদের আগমন।

❏ রাসূলে আকরামের অস্তিত্বের যে বরকত তা এমনি এক বরকত যা সমগ্র বিশ্ব চরাচরে বিস্তৃত। সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বরকতময় (কল্যাণপূর্ণ) সৃষ্টি আর আসেনি এবং আসবেও না।

❏ মহামহিম পয়গাম্বরই আল্লাহর ছায়া (জিল্লুল্লাহ)। তার নিজস্ব আলাদা কিছু নেই। যা আছে সবই অহী (আল্লাহর প্রত্যাদেশ)।

❏ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত ঈসা বিন মরিয়মের ওপর, যিনি রুহুল্লাহ ও আযিমুশশান পয়গাম্বর, যিনি মৃতদের জীবিত ও ঘুমন্তদের জাগ্রত করেছেন। মহান আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মহামহিমান্বিতা জননী মরিয়ম আযরা ও সিদ্দিকায়ে হোরার ওপর যিনি খোদায়ী ফুঁৎকার লাভ করে এমন মহান সন্তানের জন্ম দিয়েছেন যে সন্তান আসমানী রহমতের পিপাসার্তদের পিপাসা নিবারণ করেছেন।

❏ (পাদ্রীদের লক্ষ্য করেঃ) আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এবং হযরত ঈসা মসিহের পদাঙ্ক অনুসরণের প্রতীক হিসাবে একবারের জন্যে হলেও ইরানের মজলুম জনতার পক্ষে আর জালিম

অত্যাচারীদের নিন্দায় আপনাদের গীর্জাসমূহের ঘন্টা বাজান।

❑ আম্বিয়ায়ে কেরামের কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্যই ছিলো যতদূর সম্ভব মানুষের নাফসানী খায়েশকে দমন করা ও নাফসকে নিয়ন্ত্রণে আনা।

❑ আমরা সমাজের কল্যাণ চাই। আমরা এমন সব পয়গাম্বরের অনুসারী যারা সমাজের কল্যাণ ও সংস্কারের জন্যে এসেছিলেন। তাঁরা সমাজকে সৌভাগ্যে পৌছাতে এসেছিলেন।

❑ যদি সকল নবী এক স্থানে সমবেত হতেন তবু কক্ষণো তারা বিবাদ করতেন না।

❑ যদি সকল নবী (আলাইহিমুসসালাম) একই যুগে সমবেত হতেন তবু কোন মতবিরোধই করতেন না।

❑ আম্বিয়ায়ে কেরামের মূলনীতিই এ ছিল যে, তাঁরা তলোয়ারে হাত দেবেন না তবে ওসব লোকের বিরুদ্ধে ছাড়া যাদের তলোয়ার বৈ অন্য কোন ওষুধ নেই। কেননা ওরা সমাজে অনাচার ও ফ্যাসাদ করতো।

❑ নবীদের মূলনীতি এই ছিল যে, তাঁরা কাফেরদের ও মানবতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর হবেন আর নিজেদের (অনুসারীদের) ভেতর দয়াশীল। তবে ওই কঠোরতাও প্রকৃতপক্ষে রহমতস্বরূপ।

❑ আম্বিয়ায়ে কেরাম কাফেরদের জন্যে আক্ষেপ ও পরিতাপ করতেন, মুনাফেকদের জন্যে আক্ষেপ করতেন এ জন্যে যে, কেনো ওরা ওরকম হলো।

❑ নবীগণ নবুয়্যত লাভ করে প্রথমেই সমাজের ওপর তলার লোকদের মুকাবিলায় দাঁড়ান। হযরত মূসা ফেরাউনের মুকাবিলা করেন। উপরতলার লোকদেরই পয়লা মুকাবিলা করা আবশ্যক এবং ওদেরই প্রথম হেদায়েত করা উচিত।

দীন ইসলাম

❑ ইসলাম সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। বিশ্বের সকল মতাদর্শের চেয়ে পবিত্রতম হচ্ছে ইসলাম।

❑ ইসলাম মানব জাতির জন্যে এসেছে, শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, ইরানের জন্যেই শুধু নয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম সকল মানুষের জন্যেই নবুয়্যত পেয়েছেন। ইসলামের পয়গাম্বরও সকল মানুষের জন্যে এসেছেন।

❑ ইসলাম মানুষকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে এসেছে।

❑ ইসলাম মানুষ গড়ার জীবনাদর্শ।

❑ ইসলাম মানুষকে শিক্ষিত–সুসভ্য করার জন্যে এসেছে। ইসলামের পরিকল্পনার লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষ ও তার শিক্ষা–প্রশিক্ষা।

❑ যা কিছু মানুষকে বাতুলতা ও আত্মসম্বিতহীনতার দিকে নিয়ে যায় তার সাথেই ইসলাম সংগ্রাম করে।

❑ ইসলাম এমন এক জীবনাদর্শ যা মানুষকে গড়ে তোলার জন্যেই এসেছে।

❑ মানুষ গড়ার আদর্শই ইসলাম।

❑ ইসলাম সেই মানুষেরই আদর্শ যে মানুষ হচ্ছে সব কিছু; আসমান জমীন থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক জগত ও আসমানী জগতে যার রয়েছে উঁচু মর্যাদা। ইসলামের তত্ত্ব আছে, ইসলামের পরিকল্পনা আছে।

❑ ইরানের জনগণের যেখানে ইসলামের মতো প্রগতিশীল জীবনাদর্শ রয়েছে সেখানে নিজেদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে পাশ্চাত্য বা কম্যুনিস্ট দেশগুলোর কোন আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

❑ সব কিছুই যদি ইসলামী হয়ে যায় তাহলে অনাচারমুক্ত এক সমাজ সৃষ্টি হবে।

❑ ইসলাম সমাজের সংস্কারের জন্যে এসেছে।

❑ ইসলামের আইন হচ্ছে প্রগতিশীল, পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন।

❑ যে ইসলাম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-কর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং যাবতীয় কুসংস্কার আর প্রতিক্রিয়াশীল ও মানবতাবিরোধী শক্তিবর্গের দাসত্ব থেকে মানুষকে বিরত রাখে সে ইসলাম কি করে মানুষেরই অভিজ্ঞতালব্ধ সভ্যতা, অগ্রগতি ও আবিষ্কারের সাথে অসাযুজ্যপূর্ণ হতে পারে?

❑ ইসলাম সভ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত। ইসলামের জ্ঞান-গরিমায় উন্নত পীর-মাশায়েখ সভ্যতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত।

❑ ইসলামে সকল অভিনবত্ব ও সভ্যতার নিদর্শনই অনুমোদিত; তবে যা চারিত্রিক অনাচার আমদানী করে তা নয়। যে সমস্ত বিষয় জনগণের স্বার্থবিরোধী সে সবকে ইসলাম নিষেধ করে; কিন্তু যে সমস্ত বিষয় জনগণ ও জাতির স্বার্থের অনুকূলে সে সবকে প্রতিষ্ঠিত করে।

❑ ইসলামে একটিমাত্র আইন রয়েছে, আর তা হলো আসমানী আইন বা বিধান।

❑ ইসলাম ওসব বিষয়কেই বাধা দেয় যে সব বিষয় আমাদের যুবকদের অধঃপতনের দিকে টেনে নেয়।

❑ আমরা এ মতবিশ্বাস পোষণ করি যে, একমাত্র যে জীবনাদর্শ সমাজকে পরিচালিত ও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাহলো ইসলাম। আজ বিশ্ব যে হাজার হাজার সমস্যার সম্মুখীন তা থেকে যদি সে নাজাত পেতে চায় এবং মানুষ যদি মানুষের মত জীবন যাপন করতে চায় তাহলে অবশ্যই ইসলামের দিকে মুখ ফিরাতে হবে।

❑ ইসলাম মানবতার মুক্তির জন্যে এসেছে।

❑ ইসলাম গড়ার জন্যে এসেছে এবং ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে গড়া।

❑ ইসলামী বিধি-বিধানের সর্বাঙ্গীনতা ও সার্বিকতা এমনই যে, যদি কেউ একে জেনে থাকে তাহলে স্বীকার করবে যে, তা মানব চিন্তা-ভাবনার বহু উর্ধ্বের বিষয় এবং তা মানবজ্ঞান ও চিন্তাপ্রসূত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই রাখে না।

❑ ইসলাম কোন বিশেষ জাতির নয়। এতে তুর্কী, ফার্সী, আরব-আজমের কোন প্রভেদ নেই। ইসলাম সবারই সম্পদ। এ জীবন বিধানে জাতি, বর্ণ, গোত্র ও ভাষার কোন মূল্যই নেই।

❑ ইসলামে মূলতঃ বর্ণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আরব ও আজম কিংবা অন্যান্য গোত্রের কোন প্রাধান্যই নেই। ইসলাম মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে এসেছে। ইসলামের পরিকল্পনায় মূল বিষয়ই হচ্ছে মানুষ ও মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা।

❑ ইসলাম এসেছে বিশ্বের সকল জাতি, আরব, আজম, তুর্ক, ইরানী ইত্যাদি সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং উম্মতে ইসলাম নামে বিশ্বে এক বিশাল জাতি প্রতিষ্ঠা করতে। যাতে করে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ও কেন্দ্রসমূহে যারা আধিপত্য বিস্তার করতে প্রয়াসী তারা তা করতে না পারে। আর এটি কেবল মুসলমানদের সকল গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব।

❑ ইসলামের ক্ষমতাই বিভিন্ন জাতি-গোত্রকে এক স্থানে (এক নামে) সংঘবদ্ধ করেছে।

❑ আমি বারবার ঘোষণা করেছি যে, ইসলামে বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও আঞ্চলিকতার প্রশ্ন ওঠে না।

❑ ইসলামের আইনে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোন প্রভেদ নেই।

❑ ইসলাম এমনসব মুজাহিদের জীবনাদর্শ যারা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকামী; তাদেরই জীবনাদর্শ যারা মুক্তি ও স্বাধীনতা চায় এবং এ জীবনাদর্শ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামীদের ও জনগণের জীবনাদর্শ।

❑ আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যাতে মূর্খতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং নির্ভেজাল খাঁটি মুহাম্মদী ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়।

❑ শয়তানরা ইসলামকে পরাজিত করার তালে রয়েছে।

❑ আজ ইসলাম সকল কুফরী জোটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

❑ ইসলামের বিরুদ্ধে কোন শক্তিই টিকতে পারবে না।

❑ ইসলামের পেছনে সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং ইসলামের সামনে সবাই মাথা নত করুন।

❑ আমাদের ধারণার চেয়েও ইসলাম প্রিয়তম।

❑ ইসলামী জীবনাদর্শ পূত পবিত্রতার জীবনাদর্শ।

❑ ইসলাম বস্তুবাদিতাকে এমনি বদলে দেয় যে তা আসমানী রূপ পরিগ্রহ করে।

❑ ইসলাম সব কিছুই বলে দিয়েছে। তবে দোষত্রুটি মুসলমানদেরই হয়ে থাকে (ইসলামের নয়)।

❑ মুসলমানদের প্রধান সমস্যা হলো ইসলাম ও কুরআন থেকে তাদের দূরত্বে অবস্থান।

❑ যদি জাতিগুলো ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় তাহলে বুঝতে পারবে যে, তারা যা কিছুই চায় তার সবই ইসলামে রয়েছে।

❑ এদেশ যত আঘাত খেয়েছে সবই ওসব লোকের কাছ থেকে যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল।

❑ যারা ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে বুঝতেই পারেননি।

❑ আমি আপনাদের নসিহত করছি যে, আপনারা নিজেদের পথকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। নিজেদের পথকে আলেম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। সমাজ হচ্ছে আসমানী শক্তি, এ আসমানী শক্তিকে হস্তচ্যুত করবেন না।

❑ ইসলাম হচ্ছে বিশাল দুর্গ, আলেম সমাজ হচ্ছে শক্তিশালী দুর্গ। আর উভয়ই বিদেশী বেগানাদের ঘৃণার বিষয়।

❑ ইসলাম সরকারগুলোকে খেদমত করতে দায়িত্ববান করেছে।

❑ ইসলাম মজলুম মুস্তাযয়াফদের সেবায় নিয়োজিত।

❑ ইসলাম আজাদী ও স্বাধীনতার জীবনাদর্শ।

❑ ইসলাম বৈষয়িকতাকে আধ্যাত্মিকতার আলোকেই গ্রহণ করে থাকে।

❑ ইসলাম আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষাও দান করে আবার পার্থিব কল্যাণও সংরক্ষণ করে থাকে।

❑ ইসলামী আইন-কানুন মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। এ আইন-কানুন অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট।

❑ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামের চরিত্র–বৈশিষ্ট্য হেফাজত করা।

❑ যেদিন আমরা এ সম্ভাবনা দেখবো যে, ইসলাম বিপদে পড়েছে সেদিন আমাদের সবারই আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

❑ ইসলামের শক্তি–সামর্থ্য মানেই সকল মুসলমানের শক্তি–সামর্থ্য।

❑ যে যেখানেই খেদমতে নিয়োজিত আছেন প্রত্যেকের জানা উচিত, সব খেদমতের সেরা খেদমত হচ্ছে ইসলামী বিধি–বিধান ও নীতিমালাগুলো হেফাজত করা।

❑ আমরা যে যুগে অবস্থান করছি সে যুগে ইসলাম সমগ্র কুফরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে; আমি ও আপনি কুফরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নেই; বরং আমার–আপনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

❑ যখন মানুষ আল্লাহর দীনকে বিপদাপন্ন দেখতে পায় তখন তার উচিত আল্লাহর জন্যেই ময়দানে দাঁড়ানো। যখন ইসলামের বিধি–বিধানকে বিপদে দেখতে পায় তখন তার উচিত রুখে দাঁড়ানো। যদি সাধ্যে কুলায় সে তার কাজের মাধ্যমে বিজয়লাভ করবে। আর যদি বিজয়লাভ নাও করে তথাপি দায়িত্ব তো পালিত হলো।

❑ যদি বিশ্ব লুটেরারা আমাদের দীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায় তাহলে আমরা ওদের সকলের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবো।

ইসলাম প্রচার

❑ ইসলামের নূরানী চেহারাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা উচিত। এ চেহারা তথা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাপক ও সার্বিকভাবে যে সুন্দর নয়নাভিরাম চেহারার প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যদি তা ইসলাম বিরোধীদের চাপিয়ে দেয়া পর্দা ও অজ্ঞ বন্ধুদের বিকৃত ধারণার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তাহলে ইসলাম গোটা বিশ্বটাকেই জয় করতে সক্ষম হবে।

❑ ইসলামের জ্ঞান ও পরিচিতিকে জনগণের সামনে তুলে ধরুন ও শক্তিশালী করুন। কেননা, ইসলামের জ্ঞান–পরিচিতি হচ্ছে সবার উর্ধ্বে। যদি এ জ্ঞান পরিচয় সুষ্ঠু হয় তাহলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

❑ ইসলাম সত্যিকার অর্থে যেমন ঠিক তেমন করে যদি একে দুনিয়াতে পরিচিত করানো যায় এবং যেমনটি আছে তদ্রূপ বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে নেতৃত্ব আপনাদেরই হবে এবং সম্মান আপনারাই পাবেন।

❑ আমাদের দীনী দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে সঠিক সরল পথে আহ্বান জানানো। এ পথই আল্লাহর পথ বা সিরাতুল মুস্তাকিম। আল্লাহ্‌র পথই সিরাতুল মুস্তাকিম।

❑ মুসলমানগণ, বিশেষতঃ ইসলামের আলেম সমাজের দায়িত্ব হলো ইসলাম ও এর আহকামকে ছড়িয়ে দেয়া এবং বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা।

❑ যদি আমাদের কারো (আলেম) পক্ষ থেকে ইসলামী আইন বিরোধী, ইসলামী আহকাম বিরোধী কোন কাজ ঘটে যায় তাহলেই ইসলাম পরাজয়ের দিকে এগুবে।

❑ কতো বড় এ মুছিবত ও দুঃখ যে, মুসলমানদের হাতে এমন এক মানিক (ইসলাম) রয়েছে যা জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নজীরবিহীন। অথচ এ মহামূল্য মানিককে পরিচিত করাতে পারেনি যদিও স্বভাবগতভাবেই যে কোন মানুষ এর জন্যে লালায়িত। এমনকি মুসলমানরা নিজেরাও এ সম্পর্কে অজ্ঞ ও ভ্রুক্ষেপহীন এবং কখনো বা তা থেকে পালিয়ে বেড়ায়!

ইসলামের প্রতি অনুরাগ

❑ বর্তমানে ইসলাম একটি প্রগতিশীল জীবনাদর্শ হিসাবে বিশ্বের সকল মুসলমান, বিশেষতঃ ইরানের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ জীবনাদর্শ মানবজাতির সকল প্রয়োজন মেটাতে ও যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

❑ আপনারা ইসলামের জন্যে আন্দোলন করেছেন। আপনাদের পৃষ্ঠপোষক ইসলামই। আর যার পৃষ্ঠপোষক হলো কুরআন ও ইসলাম সে অবশ্যই বিজয়ী।

❑ ইরানের জনগণ নিজেদের জান ও খুন দিয়ে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

❑ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এদেশের যেখানেই যাই না কেনো, ইসলামকে যেনো দেখতে পাই।

❑ আমাদের যাবতীয় লক্ষ্যই হচ্ছে ইসলাম।

❑ ইরানের জনগণ ও আমাদের লক্ষ্য এটা ছিল না বা নেই যে, শুধু মুহাম্মদ রেজার (শাহ)[৪] উচ্ছেদ হবে, রাজতন্ত্রের পতন ঘটবে এবং বিদেশীদের শক্তি খাটো হবে। এসব ছিলো ভূমিকা মাত্র। আমাদের লক্ষ্য ছিল ইসলাম।

❑ ইসলামের ছায়াতলেই আমরা আমাদের দেশকে হেফাজত করতে পারবো।

❑ আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করেছি এ জন্যে যে, এখানে ইসলামকে জিন্দা করবো এবং ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য স্থানেও একে রফতানী করবো।

❑ দেশ তখনই ইসলামী দেশ বলে গণ্য হবে যখন এতে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা থাকবে।

❑ আমরা হলাম মুসলমান। আর মুসলমান ইসলাম থেকে সরে পরতে পারে না।

❑ এ দেশ ইসলামী দেশ। এখানে অবশ্যই ইসলামী নীতি-আদর্শ বাস্তবায়িত হতে হবে।

❑ তাগুতকে (খোদাদ্রোহী শক্তি) এখান থেকে বিতাড়িত করেছেন। এখন এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও খোদায়ী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। তাগুতের বিপরীতে হচ্ছে আল্লাহ্। তাগুতের (শাহ ও রাজতন্ত্র) অবসানে এ দেশকে আল্লাহ্'র দেশে পরিণত হতে হবে। [৫]

❑ আজ এমন দিন যে, ইসলামকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।

❑ আমরা এ জন্যে বিপ্লব করেছি যে, ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান এবং কুরআন ও কুরআনী বিধি-বিধান আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন হবে।

❑ যদি বিদেশীদের করায়ত্তের বিপদাপদ থেকে বেরিয়ে আসতে চান তাহলে ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন।

আসল বিষয় হলো এই যে, আমরা আমাদের অন্তরে অনুধাবন করবো যে, আমরা চাই আমাদের প্রজাতন্ত্র হবে ইসলামী।

❑ যেমনি করে মুখেও বলে থাকি তদ্রুপ অন্তরেও এ বিশ্বাস পোষণ করবো যে, আমরা ইসলাম চাই।

❑ আমরা নিজেরা কিছুই নই। যা কিছু আছে তা কেবল ইসলাম।

❑ আমরা চাই এদেশে ইসলাম আধিপত্য বিস্তার করুক এবং এদেশে ইসলামী বিধি-বিধান চালু হোক।

❑ আমরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়তে চাই, আমরা পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা চাই না।

❑ আমরা ইসলামের মহানবীর সুন্নত ও কুরআনে করীমকে জিন্দা করার জন্যেই বেঁচে আছি। সুতরাং ইসলামের প্রতি আমাদের ঋণকে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।

❑ ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম চালু না হওয়া পর্যন্ত আমরা পথ পরিক্রমায়ই থাকবো।

❑ আমরা এদেশে ইসলামী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

❑ ইসলামের শুরুতে পয়গাম্বর আকরাম (সাঃ) যেমন ইসলামের জন্যে আন্দোলন করেছেন আমরাও সেই ইসলামের জন্যেই আন্দোলন করেছি। তবে তিনি যত মেহনত ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন আমাদের তা করতে হয়নি।

❑ আপনাদের সবার পৃষ্ঠপোষকই হলো ইসলাম ও কুরআনুল করীম।

❑ এ আন্দোলনসমূহের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান চালু করা।

❑ আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্র চাই যেখানে ইসলামের বিধান বাস্তবায়িত হবে।

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে কাঠামোগত দিক থেকে একটি প্রজাতন্ত্র হওয়া এবং আইন-কানুনের দিক থেকে ইসলামী হওয়া।

❑ এ প্রজাতন্ত্র হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র। সুতরাং আমাদের সব কিছুকেই ইসলামী হতে হবে।

❑ আজ এ দেশ ইসলামী দেশ, তাই এর সারবত্তাকেও ইসলামী হতে হবে।

❑ এ আন্দোলন ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলনের সারবত্তাকেও ইসলামী হতে হবে।

❑ আমরা এ জন্যেই লেগে আছি যে, ইসলাম বাস্তবায়িত হবে, আমরা নামের পেছনে নই যে এখন যেহেতু (নাম) ইসলামী প্রজাতন্ত্র হয়ে গেছে সেহেতু আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছে।

❑ খোমেনী কখনো ইসলামের সোজা পথ তথা অত্যাচারী শক্তিগুলোর সাথে সংগ্রামের পথ থেকে বিপথগামী হবে না এবং ইসলামের লক্ষ্যসমূহকে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত বিরত হবে না।

❑ আমাদের জনগণ আল্লাহর জন্যে শাহাদত বরণ করতে আগ্রহী।

❑ আল্লাহতায়ালা পরাশক্তিবর্গের আগ্রাসনের মুকাবিলায় ইসলামপন্থী জাতিসমূহের হেফাজতকারী।

❑ আমাদের জাতি যে রাস্তায় রাস্তায় নেমে পড়েছিলো, ছাদে উঠে আওয়াজ তুলেছিল, রাতদিন কষ্ট ভোগ করেছিল এবং যুবকদের কোরবানী দিয়েছিল ও তাদের খুন ঢেলেছিল সবই ইসলামের জন্যে। যদি ইসলাম না হতো তাহলে তারা এমন সব কাজ করতো না।

❑ ইরানের সংগ্রামী ও সম্মানিত জনগণ আল্লাহর জন্যে সব কিছু কোরবান করতে নিজেদের প্রস্তুত করেছে।

❑ যে জাতি নিজেদের ও নিজেদের সর্বস্ব কেবল ইসলামের জন্যেই বিলিয়ে দিতে চায় তারা নিশ্চয়ই বিজয়ী।

❑ মূল লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশ একটি ইসলামী দেশে পরিণত হবে ; আমাদের দেশ কুরআনের নেতৃত্বে, পয়গাম্বর আকরামের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য মহান আউলিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

❑ সত্য ও ন্যায় যেখানেই থাকুক না কেনো তার পিছু ছুটে যাওয়া আবশ্যক এবং একে উন্মুক্ত বুকে আঁকড়ে ধরা উচিত।

ইসলাম ও আমাদের আমল

❑ বর্তমানে ইসলাম আপনাদের আমল-আখলাকের ওপর নির্ভর করছে।

❑ ইসলামকে নিজেদের আচার-আচরণের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করুন।

❑ আমরা ইসলামী এ কথা বললেই তা আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না যদি না আমাদের কার্যকলাপও ইসলামী হয়।

❑ এখন ইসলাম আমাদের হাতে আমানত এবং আমরা এর পাহাড়াদার। যদি এর কোন ক্ষতি হয় তাহলে আমরা সবাই দায়ী হবো, আল্লাহর দরবারে সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে।

❑ আমি আশা করি যে, মুসলমানগণ, বিশেষ করে মুসলিম নেতারা স্রেফ ইসলামী শ্লোগান থেকে বিরত হবেন, কেননা তা ইসলামের বিধি-বিধান পালন করা থেকে দূরে থাকার পর্দাস্বরূপ। তাদের উচিত ইসলাম যেমন করে বলে তেমন চিন্তা-ভাবনা ও আমল করা।

❑ আপনাদের এ চিন্তা করা উচিত যে, আপনারা নিজেদের নন বরং ইসলামের পাহাড়াদার।

❑ আমাদের সবারই উচিত এ সমস্ত শয়তানী পোশাকের গন্ডী ছিঁড়ে রহমানী (আল্লাহর) পোশাকের আশ্রয় নেয়া। আর তা এভাবে হতে পারে যে, আমরা ইসলামের ব্যবস্থা অনুসারে আমল করবো।

❑ আপনারা নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা মহান ইসলাম ও আল্লাহতায়ালার প্রতি নিজেদের দায়শোধ করেছেন এবং নিষ্ঠা ও ত্যাগের পথ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

❑ আল্লাহর মহান অলিগণ থেকে দীক্ষা নিন, কেননা তারা সব সময় দীনের পথে ছিলেন, নফসের পথে নয়।

❑ যে বিষয়টি সমস্যা-সংকটকে সহজ করে দেয় তা হলো এই যে, আমরা ইসলামের জন্যে কষ্ট সহ্য করছি।

❑ আপনারা ইসলামের কারণেই এ বিজয়লাভ করেছেন। তাই ইসলামের জন্যেই এ বিজয়কে এগিয়ে নিয়ে যান।

❑ ইসলাম ও ঈমানের শক্তিই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং এ ঐক্য ও ঈমানের শক্তিই জনগণকে বিজয়ী করেছে।

❑ যদি কোন মানুষ ইসলামের জন্যে খেদমত করতে চায় তাহলে তার এ প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে, সকলেই তাকে গ্রহণ করে নেবে।

❑ যে কোন মানুষের মাপকাঠি হচ্ছে তার বর্তমান অবস্থা।

❑ ইসলাম জ্বালেমও নয় আবার জুলুমও চায় না। আমাদেরও উচিত, এরূপ হওয়া যে জুলুমও করবো না আবার জুলুমের কাছে আত্মসমর্পণও করবো না।

❑ ইসলামের মহান শিক্ষা-দীক্ষা ও চূড়ান্ত উৎসের (আল্লাহ) প্রতি আমাদের ভরসার কারণেই খালি হাতে আমরা শয়তানী শক্তির ওপর বিজয় অর্জন করেছি।

❑ যদি এ দেশ মুসলিম হয় এবং শিক্ষা-দীক্ষা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা হয় তাহলে কোন শক্তিই এর মুকাবিলা করতে পারবে না।

❑ যদি এদেশে ইসলাম ও ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়িত হয় তাহলে সকল বৈষয়িক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রয়োজনাদি মিটে যাবে।

❑ আজ আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর যে সমস্ত বিপদাপদ নেমে আসছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে কোন ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে প্রস্তুত হওয়া। এতেই আমরা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকদের হাত কেটে দিতে এবং ওদের সকল লোভ-লালসা ঠেকাতে সক্ষম হবো।

❑ ইসলামের জন্যে আমাদের নিজেদের কোরবান করতে হবে, ইসলামের জন্যে আমাদের সকল

ব্যক্তিগত লক্ষ্য–উদ্দেশ্য ও আশা–আকাংখাকে বলী দিতে হবে।

❑ আজ বিশ্বে সবচেয়ে অপরিচিত বিষয়টি হচ্ছে এই ইসলাম। একে বাঁচাতে হলে কোরবানী প্রয়োজন। দোয়া করুন আমিও যেনো ঐ সকল আত্মত্যাগীদের একজন হতে পারি।

❑ হে প্রিয়জনেরা আমার! আল্লাহ, ইসলাম ও ইসলামী জাতির পথে ত্যাগ স্বীকার ও জানমাল কোরবানী করায় ভীত হবেন না। কেননা, এ পথ মহান পয়গাম্বর ও মহান অলিদের এবং তাদের প্রতিনিধিদেরই পথ ছিল। আমাদের রক্ত কারবালার শহীদানের রক্তের চেয়ে রঙিন নয়। তাঁরা ঐ অত্যাচারী রাজার বিরোধিতায় খুন ঢেলেছেন যে ইসলাম গ্রহণের ভনিতা এবং নিজেকে ইসলামের খলিফা বলে জাহির করেছিল। আপনারা যে ইসলামের জন্যে মাঠে নেমেছেন এবং জানমাল কোরবান করছেন আপনারাতো কারবালার শহীদানে[৬] সারিতেই অবস্থান করছেন। কেননা, আপনারা তাদের দীন ও জীবনাদর্শেরইঅনুসারী।

❑ ইসলামের সত্যিকার যে রূপ এবং আল্লাহতায়ালা যেভাবে ইসলামকে পাঠিয়েছেন যদি সে রূপ একে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের কবর সুনিশ্চিত।

❑ ইসলামের মহানবী তার সব কিছুকেই ইসলামের জন্যে কোরবান করেছেন। যার ফলে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন হতে পেরেছে। আমরাও সে মহামানবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সর্বস্ব উৎসর্গ করবো। তবেই কেবল তাওহীদের পতাকা প্রতিষ্ঠিত হবে।

❑ আমাদের সবারই উচিত ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হওয়া, তবে স্রেফ শ্লোগান হিসাবে নয় বরং সত্যিকার ও বাস্তব অর্থেই।

❑ যদি কোন জাতির মাঝে আল্লাহর বিধি–বিধান বাস্তবায়িত হয় তাহলে সে জাতি থেকে অসত্য ও বাতিল দূর হয়ে যাবে।

❑ আমরা তখনই কেবল বৃহৎ শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হবো ও নিরাপদ থাকবো যখন ইসলাম ও ইসলামী বিধি–বিধানের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পারবো।

❑ চেষ্টা করুন যাতে ইসলামের বিধান অনুসারে নিজেরা চলতে পারেন এবং অন্যদেরও তদ্রুপ চলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

❑ খোদা না খাস্তা আজ যদি ইসলাম ক্ষতির শিকার হয় তাহলে এর গুনাহ আমাদের সবার ঘাড়ে বর্তাবে।

❑ কেবল "আমি" "আমি" বলবেন না, বরং বলুন "আমার দীন–ধর্ম"।

❑ কক্ষণো যেনো বিদেশীদের কথায় ভয় না পাই এবং আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অবহেলা না দেখাই।

❑ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে, হোক না তা ইসলামী, নৈতিকতা ও সংস্কৃতি বিরোধী পন্থা অবলম্বন অবাঞ্ছিত কাজ এবং ইসলামী আদর্শ পরিপন্থী।

❑ আমার আশঙ্কা এখানেই যে, আমরা অলসতা দেখাবো এবং ইসলাম বাস্তবায়নে যথাযথ মনোযোগ দেবোনা।

❑ আজ দুনিয়াতে ইসলাম এমন এক অবস্থায় উপনীত যে, খোদা না খাস্তা যদি পরাজিত হয় তাহলে বহু বছরেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তা এ কারণে যে, পরাশক্তিবর্গ ইসলামের শক্তি টের পেয়ে গেছে।

❑ খোদা না খাস্তা আপনারা (ওলামা) যদি মিম্বারে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলেন যা নিজেরা আমল করেন না এবং মসজিদে এমন ওয়াজ করেন নিজেরা যার বিরোধিতা করে থাকেন তাহলে আপনাদের ব্যাপারে জনগণের অন্তর বিপরীত হয়ে যাবে।

❑ আমাদের চক্ষু-কর্ণকে খোলা রাখতে হবে যাতে নিজ হাতে ইসলামকে ধ্বংস না করি।

❑ আপনাদের এ প্রচেষ্টা চালাতে হবে যেনো ইসলাম ও ইসলামী দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে কোরবান না করেন।

❑ এখন আমাদের অবস্থা এমন যে, খোদা না খাস্তা যদি এক কদম বিপথে যাই তাহলে একে ইসলামের দোষ-ত্রুটি বলেই দেখাবে।

❑ ইসলাম আমাদের হাতে আমানত হিসাবে গচ্ছিত আছে। এ আমানত রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

❑ আজ ইসলাম যেহেতু আপনাদের হাতে অর্পিত হয়েছে সেহেতু এমন কাজ করুন যাতে সুন্দরভাবে একে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারেন। এমন বিকৃত চেহারায় একে পাল্টে দেবেন না যাতে দাবী করতে পারে ইসলাম এরকমই (বিকৃত)। না, ইসলাম খুবই জ্যোতির্ময়।

❑ আজ প্রিয়তম ইসলাম আমাদের হাতে সোপর্দ হয়েছে। আপনাদের কর্তব্য এ ইসলামকে সংরক্ষণ করা এবং ভবিষ্যত বংশধরের হাতে সোপর্দ করা।

❑ ইনশাআল্লাহ যারা আল্লাহর রেজামন্দীর জন্যে দায়িত্ব পালনে মশগুল রয়েছেন তাদের এ প্রত্যাশা করা উচিত নয় যে, সবাই তাদের গ্রহণ করে নেবে। কোন কিছুই সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ যে সত্য ও ন্যায় পথে এগোয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে তার এ চিন্তা করাই উচিত নয় যে, তাকে কে কি বললো বা বলছে।

❑ যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করে এবং আল্লাহর জন্যে আন্দোলনে নেমেছে তার উচিত নয় কোন কিছুকে ভয় পাওয়া।

কুরআন

❑ যদি কুরআন না থাকতো তাহলে চিরকালের জন্যেই আল্লাহকে জানার পথ বন্ধ থাকতো।

❑ কুরআনই আমাদেরকে সেই সুমহান লক্ষ্যপানে পরিচালিত করে-যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমাদের অন্তরের গভীরে নিহিত রয়েছে যদিও আমরা সে সম্পর্কে অবহিত নই।

❑ কুরআনে করীম হলো খোদায়ী সহিফা ও হেদায়াতের কিতাব। এর প্রতি ভালোবাসায় অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা কালপরিক্রমায় মুসলমানদের যা কিছু আছে ও হাতে আসবে সবই এই পবিত্র কিতাবের পরিপূর্ণ বরকতে।

❑ কুরআনের যে কোন বিষয় শিক্ষাদানকে নিজের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ও সর্বোচ্চ লক্ষ্যে পরিণত করুন।

❑ কুরআনের যতটুকুনই আমল করলেন ততটুকুই এর পতাকাতলে আশ্রয় নিলেন। কুরআনের পতাকা মানে অন্যসব পতাকার মতো কিছু নয়। বরং কুরআনের পতাকা হলো কুরআন অনুযায়ী আমল করা।

❑ কক্ষণো পবিত্র কুরআন ও মুক্তিদায়ক ইসলামী আদর্শকে মানব চিন্তাপ্রসূত ভুল ও বিভ্রান্ত

মতাদর্শ বলে মনে করে বিপথগামিতার শিকার হবেন না।

❑ কোন জীবনাদর্শই কুরআনের উপরে নয়।

❑ যে বিষয়টি গুরুত্বের অধিকারী তা হলো মুসলমানদের উচিত ইসলাম ও কুরআন অনুসারে আমল করা। দুনিয়া ও আখেরাতে মানব জীবনের সাথে জড়িত সকল বিষয় এবং মানুষের উন্নতি, শিক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় ইসলামে নিহিত রয়েছে।

❑ আমাদের জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে কুরআনের উপস্থিতি থাকা অত্যাবশ্যক।

❑ এ গ্রন্থ তথা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত বিছানো এ দস্তরখানা অহীর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এমন এক গ্রন্থ ও দস্তরখানা যা থেকে সকল মানবজাতি, হোক না সে সাধারণ, আলেম, দার্শনিক, আরেফ, ফকীহ সবাই ফায়দা পাচ্ছে ও পাবে।

❑ কুরআন মানুষ গড়ার কিতাব, মানুষকে তৎপর করার কিতাব, মানুষের জন্যে অবতীর্ণ কিতাব। এটি এমন এক কিতাব যা মানুষকে তার বর্তমান থেকে আখেরাত ও সেখান থেকে সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত দিশা দিয়ে থাকে।

❑ আমার আশা–ভরসার নয়নমণি হে প্রিয়তম যুবকরা। এক হাতে কুরআন ও অন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিন আর এমনভাবে নিজেদের মান–সম্মানের প্রতিরক্ষা করুন যাতে আপনাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালানোর চিন্তা–ক্ষমতাও তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

❑ কুরআনে করীম আমাদের সবার ওপর এবং সকল মানব জাতির ওপর এমন অধিকার রাখে যে এর পথে আমাদের কোরবান হওয়াই যথাযথ।

❑ মুসলমানদের বড় সমস্যাই হলো এই যে, তারা কুরআনুল করীমকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং অন্যদের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

❑ আল্লাহর রাস্তায় ও কুরআনের পথে যত বেশী কোরবান করবো ততই আমাদের গৌরবের বিষয়। কেননা তা যে হক পথ।

❑ কুরআনে করীম আমাদের সবারই আশ্রয়স্থল।

শিয়া

❑ আমরা গৌরবান্বিত যে, আমাদের মাজহাব হচ্ছে জা'ফরী।(৭) আমাদের ফিকাহ্‌শাস্ত্র কূলকিনারাহীন সমুদ্রের মতো যা তাঁরই (ইমাম জা'ফর ছাদেক) অবদান।

❑ ইসলাম শিয়া মাজহাবের মাধ্যমে জীবিত রয়েছে।

❑ ইসলাম সব সময়ই শিয়াদের বীরত্বের সাথে একাত্ম হয়ে আছে।

❑ ইমামের অর্থ নেতা, যিনি একদল মানুষকে পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। ইমাম শিয়া ও হেজবুল্লাহর নীতি নির্ধারক এবং এ বিশাল সংগঠনের (শিয়া মাজহাব) নেতৃত্ব দানকারী। তিনি বিভিন্ন সময় ও পরিবেশে কুরআন ও ইসলামের পয়গাম্বরের সুন্নতমাফিক তাদের (শিয়া) দায়িত্ব–কর্তব্য কি হবে তা গবেষণা ও নির্ধারণ করেন এবং তাদের কাছে প্রচার করেন।

❑ যারা দাবী করেন যে, আমরা আমীরুল মুমেনীনের (হযরত আলী)(৮) অনুসারী শিয়া ও তাঁর অনুগত–তাদের কথাবার্তা, কার্যকলাপ ও লেখনী তথা সবকিছুই তাঁর নির্দেশমত হওয়া অত্যাবশ্যক।

❑ গাদীর(৯) একথা বুঝাতে এসেছে যে, রাজনীতি সবারই বিষয়।

❑ শিয়া মাজহাব আত্মত্যাগের মাজহাব।

❑ আমরা গৌরবান্বিত যে, কুরআনের পরই নাহাজুল বালাগা[১০] কিতাবটি হচ্ছে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বৃহত্তম নির্দেশনামা, মানব জাতির মুক্তির সর্বোচ্চ কিতাব এবং এর নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলী মুক্তির সর্বোত্তম পথ। আর এহেন কিতাব আমাদেরই মা'সুম ইমামের (হযরত আলী)।

❑ সেই শুরু থেকে এ পর্যন্ত শিয়া মাজহাবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হচ্ছে স্বৈরাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও অভ্যুত্থান করা। শিয়াদের পুরো ইতিহাসে তা পরিলক্ষিত হয়, যদিও এ সংগ্রাম কোন কোন যুগ সন্ধিক্ষণে চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে।

❑ শিয়া মাজহাব যেহেতু বিপ্লবী মতাদর্শ এবং পয়গাম্বরের সত্যিকার ইসলামের অব্যাহত ধারা রক্ষাকারী সেহেতু স্বয়ং শিয়াদের মতই এ মাজহাব সব সময়ই স্বৈরাচারীদের ও উপনিবেশবাদীদের কাপুরুষোচিত আগ্রাসনের শিকার হয়েছে।

❑ গত একশ' বছরে এমন সব ঘটনা ঘটে গেছে যার প্রতিটিই ইরানী জাতির আজকের বিপ্লবে প্রভাব রেখেছে। সাংবিধানিক বিপ্লব[১১] তামাক আন্দোলন[১২] ইত্যাদি প্রভৃত গুরুত্বের অধিকারী।[১৩] অর্ধ-শতাধিক বছর আগে কোম শহরে দীনী শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইরানের অভ্যন্তরে ও বাইরে এ দীনী শিক্ষা কেন্দ্রের প্রভাব, দেশের ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রগুলোতে দীনদার চিন্তাশীলদের তৎপরতা, ইরানের দীনদার আলেমদের নেতৃত্বে ১৯৬২-৬৩ সালের গণঅভ্যুত্থান[১৪] যা এখনো অব্যাহত আছে প্রভৃতি সবই এমন সব বিষয় যা 'শিয়া-ইসলাম'কে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরেছে।

❑ শিয়া মাজহাব সত্যিকার ইসলাম বৈ অন্য কিছু নয়। মূলতঃ ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও মানবিক চিন্তার উৎকর্ষকে তো কখনো ঠেকায়নি বটে বরং নিজেই এসব উৎকর্ষের ক্ষেত্র বেশী করে তৈরী করে দেয়। উপরন্তু এ তৎপরতাকে মানবিক ও খোদায়ী রূপদান করে থাকে। ইসলামের আগমনের পর মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এতই পূর্ণতা ও উন্নতি হয় যে, ইতিহাস গবেষকরা বিস্মিত হয়ে পড়েছেন।

❑ সে দিন যখন আল্লাহ চাহেতো মহা সংস্কারক[১৫] (ইমাম মাহদী) আবির্ভূত হবেন মনে করবেন না যে, সে দিন মুজিজা হয়ে যাবে এবং একদিনে দুনিয়ার সংস্কার হয়ে যাবে। বরং চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমেই অত্যাচারীরা পদদলিত ও কোণঠাসা হবে।

মাসুম ইমামগণ (আঃ)

❑ সকল ন্যায়-ইনসাফের এই মূর্তরূপ (হযরত আলী) এবং বিশ্বের এ বিস্ময়কর সৃষ্টি একমাত্র রাসূলে আকরাম ছাড়া বিশ্বের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবার সেরা ও জুড়িহীন।

❑ মূলতঃ সৈনিকরা যদিও নামীদামী তথাপি এ বিশ্বে এরা গুমনাম (অজ্ঞাত)। ইসলামে সবচেয়ে নামী আত্মত্যাগী সৈনিক হলেন আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী। অথচ তিনিই সবচেয়ে অজ্ঞাত সৈনিক।

❑ হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহার[১৬] ক্ষুদ্র কুটির এবং এ ঘরে লালিত পালিত গুটিকতেক মানুষ যাদের সংখ্যা বাহ্যতঃ চার পাঁচজন হবে তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার সকল ক্ষমতার তাজাল্লী হয়ে ফুটে উঠেছেন। তারা এমন খেদমত করে গেছেন যাতে আমরা সবাই এবং সমস্ত মানবগোষ্ঠী বিস্মিত হয়ে পড়েছি।

❑ সকল মান-ইজ্জত, যার সেরা হলো নারীর মানসম্মান, তা হেফাজতে অদ্বিতীয় নারী হযরত যাহরা (মা ফাতেমা) সালামুল্লাহি আলাইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করা সবার উচিত।

❑ আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, আসমানী গুণাবলী, খোদায়ী তাজাল্লী, উর্ধ্বতম জগতের গুণাবলী, ফেরেশতা জগতের বৈশিষ্ট্য সবই এই সৃষ্টির (হযরত ফাতেমা) ভেতর সন্নিবেশিত হয়েছে।

❑ ইরানের জনগণের বিপ্লব বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবেরই সূচনাস্বরূপ যা হযরত হুজ্জাত ইমাম মাহদীর (তাঁর জন্যে আমাদের আত্মাসমূহ উৎসর্গিত হোক) পতাকাতলে অনুষ্ঠিত হবে।

❑ ইমামে যামান (হযরত মাহদী) সালামুল্লাহি আলাইহে আমাদের কার্যকলাপ দেখছেন, আলেমগণ কি করছেন তা প্রত্যক্ষ করছেন। কেননা আজ ইসলাম তাদের হাতে সোপর্দ হয়েছে এবং আজ আর কোন অজুহাতের অবকাশ নেই।

❑ আমরা যারা তাঁর (ইমাম মাহদী) পদধূলির প্রতীক্ষায় আছি তারা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত যে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে খোদায়ী ন্যায়-ইনসাফকে সকল যুগের অলী হযরত মাহদীয় (আল্লাহ তাঁর আগমন ত্বরান্বিত করুন) এ দেশে কায়েম করবো।

❑ আমীরুল মুমেনীন (হযরত আলী) (আঃ) ও হযরত হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাত[১৭] এবং বাকী ইমামগণের কারাবরণ, নির্যাতন, নির্বাসন ও বিষক্রিয়ায় প্রাণত্যাগ প্রভৃতি সবই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে শিয়াদের রাজনৈতিক সংগ্রামের কারণে হয়েছে। এককথায় সংগ্রাম ও রাজনৈতিক তৎপরতা ধর্মীয় দায়-দায়িত্বেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

❑ যে বিষয়টি দুঃখের কারণ তা এই যে, ইসলাম যে ভাবে চেয়েছিল সে ভাবে হযরত আমীর (হযরত আলী) সালামুল্লাহি আলাইহেকে বিকশিত হতে দেয়নি।

❑ আমীরুল মুমেনীন ও ইসলামের উপর যে দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ নেমে এসেছিল তা সাইয়্যেদুশ শুহাদা (শহীদদের সর্দার হযরত ইমাম হুসাইন) (আঃ)-এর ওপর আপতিত বালা মুছিবতের চেয়েও বড় ছিল।

❑ আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করে যেতে পারেননি। আল্লাহতায়ালা শেষ যমানায় এমন একজনকে (ইমাম মাহদী আঃ) পাঠাবেন যিনি আম্বিয়ায়ে কেরামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবেন।

পুনরুত্থান ও কিয়ামত

এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন যে, আমাদের সামনে রয়েছে একটি দিন যার প্রতি সন্দেহ করবেন না। আমাদের জন্যে রয়েছে হিসাবের দিন যে দিন সব কিছুরই হিসাব নেয়া হবে। সে দিন মানুষ নিজেই নিজের হিসাব -নকাশ নেবে। সে দিন কলমগুলো এসে সাক্ষ্য দেবে, হাতগুলো সাক্ষ্য দেবে, চোখগুলো সাক্ষ্য দেবে। অর্থাৎ মানুষ সে দিন নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করবে। হ্যাঁ, আমাদের সামনে এ রকমের একটি দিন অপেক্ষা করছে।

❑ আমরা এখানে যে কোন কাজই করি না কেনো এর একটি বারযাখী (কবর দেশের) রূপ থাকবে এবং একটি আখেরাতের (কিয়ামত পরবর্তী) রূপ রয়েছে যার সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে।

❑ আমাদের থেকে যে কোন কথা ও যে কোন বাক্যই বের হোক না কেনো ওই জগতে এর প্রতিধ্বনি (প্রতিক্রিয়া) এবং আমাদের কার্যকলাপের পাল্লায় (মিজান) এর উপস্থিতি থাকবেই।

❑ আল্লাহর কাছে আমাদের কার্যকলাপের পাল্লা (মিজান) উপস্থিত রয়েছে এবং ওখানে সবকিছুই লিপিবদ্ধ ও রেজিস্ট্রি হচ্ছে।

❑ এ জগতে (ইহকালে) শাফায়াতকারীদের শাফায়াতের নিদর্শন হচ্ছে তাদের হেদায়েত বা পথ নির্দেশনা। আর ওই জগতে (আখেরাতে) এ হেদায়াতেরই বাতেনী রূপ হলো শাফায়াত (আল্লাহর কাছে সুপারিশ)। যদি আপনি হেদায়েত পালন থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন তাহলে শাফায়াত থেকেও বঞ্চিত হবেন। যতটুকুন হেদায়াত পাবেন ততটুক শাফায়াত পাবেন।

❑ নিজেদের আত্মাকে গড়ে তুলুন (আত্মশুদ্ধি), পবিত্র করুন। এ দুনিয়ার অবসান আছে। আমাদের সবাইকেই পাড়ি দিতে হবে। আমি হয়তো আগে আগে আর আপনারা পিছু পিছু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দায়িত্ব পালন

❑ আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আমরা নিজেদের কর্তব্য-কাজ সমাধা করবো।

❑ কখনো যেনো এ উৎকণ্ঠায় না থাকি যে, পরাজয় বরণ করবো। বরং এ উৎকণ্ঠায় থাকতে হবে যে, কখনো যেনো দায়িত্ব বাকী না থেকে যায়।

❑ দীনী দায়-দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আমানত।

❑ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাবো। আল্লাহতায়ালা আমাদের কাছ থেকে আমাদের সাধ্যের বাইরে কিছু চান না।

❑ আল্লাহতায়ালা আমাদের জন্য যে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা যদি পালন করতে পারি তাহলে পরাজয় বরণেও কোন ভয় নেই।

❑ নিহতও যদি হই তবু দায়িত্ব পালন করে গেলাম আর হত্যাও যদি করি (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে) তবু দায়িত্ব পালন করলাম।

❑ আমরা ইসলামকে হেফাজত করতে চাই। পাশ কাটিয়ে থাকলে তা করা চলে না। এ ধারণা করবেন না যে, পাশ কাটিয়ে বসে থাকলেই আপনার ওপর থেকে দায়-দায়িত্বের বোঝা নেমে গেলো। বরং এতে দায়-দায়িত্ব আরো কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

❑ আমরা সবাই দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের জন্যে নিযুক্ত, ফলাফলের জন্যে নিযুক্ত নই।

নামায

❑ উত্তম নামায যে কোন জাতির মধ্য থেকে অশ্লীলতা ও বিপর্যয়ের অবসান ঘটায়।

❑ নামাযে যোগ দিন। ইসলামের এই রাজনৈতিক প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করুন।

❑ এ কথা বলবেন না যে, আমরা বিপ্লব করেছি বলে এখন থেকে শুধু শ্লোগান দেবো। জ্বী-না, নামায পড়ুন। নামায সকল শ্লোগানের বড় শ্লোগান।

❑ নিজেদের সমাবেশকে, বিশেষ করে জুমার দিনের (জুমা নামাযের সমাবেশ) সমাবেশকে যতবেশী সম্ভব বড় করুন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি গুরুত্বদান করুন।

❑ জুমা নামাযকে যত জাঁকজমকের সাথে সম্ভব পালন করুন। ওয়াক্তিয়া নামাযগুলোকেও তদ্রূপ পালন করুন। কেননা শয়তান নামাযকে ভয় পায়, মসজিদকে ভয় পায়।

❑ জুমা ও জামায়াতের নামায যা নামাযের রাজনৈতিকতার প্রমাণ সে সম্পর্কে অবহেলা করবেন না।

❑ এই জুমা নামায হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতি আল্লাহতায়ালার সবচেয়ে বড় করুণার একটি।

❑ আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন যে, তার যিকিরের (স্মরণ ও ইবাদাত) সময় বান্দা সব কিছু ছেড়ে একান্তভাবে তাঁরই দিকে নিবিষ্ট থাকবে এবং অতি বিনম্র ও আত্মনিবিষ্ট হবে।

দোয়া ও মুনাজাত

❑ দোয়াসমূহ মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আনে। মানুষ যখন অন্ধকার থেকে বের হয় তখনই সে এমন মানুষে পরিণত হয় যে আল্লাহর জন্যেই কেবল সে কাজ করে, সে যাই করে সবই খোদার জন্যে হয়; তলোয়ারও যদি চালায় (সংগ্রাম) তা-ও আল্লাহর জন্যে করে, লড়াই করলেও আল্লাহর জন্যে করে, তার অভ্যুত্থান হয় আল্লাহর জন্যে। না, এমন নয় যে দোয়া-দরূদ মানুষকে কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে।

❑ মোটকথা, পবিত্র দোয়াসমূহে এমন সব কোমলতা (বরকত) রয়েছে যা অভূতপূর্ব। এ সবের দিকে লক্ষ্য দান করুন। এসব দোয়া মানুষকে তৎপর করে তুলতে সক্ষম।

❑ পবিত্র রজব মাসের দোয়াসমূহ, বিশেষতঃ পবিত্র শাবান মাসের দোয়াগুলো হলো পটভূমি ও সাজসজ্জা যা মানুষ তার কলবের জন্যে আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর তা এ জন্যে যে, সে মেহমানীতে যেতে চায়, আল্লাহর মেহমানীতে (রমজান ও রোজা)।

❑ মুনাজাতে শা'বানিয়া[১৮] (শিয়া মাজহাবে প্রচলিত) হলো সর্বোত্তম দোয়ার একটি যা আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠতম পরিচায়ক এবং এমন সর্বোত্তম বিষয় যে, যারা যোগ্যতার অধিকারী তারা তাদের সাধ্যমত এ থেকে ফায়দা হাছিল করে নিতে পারেন।

❑ পবিত্র শা'বান ও পবিত্র রমজান মাসে যে সমস্ত দোয়া প্রচলিত আছে (বিশেষ করে শিয়া মাজহাবে) তা আমাদের পথ নির্দেশক।

❑ শবে কদরে[১৯] মুসলমানগণ সারারাত ইবাদত-বন্দেগী করে জ্বীন ও ইনসান শয়তান নামক গায়রুল্লাদের শিকলের বন্ধন থেকে নিজেদের নাজাত দেয় এবং আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে আবদ্ধ হয়।

❑ যারাই দোয়ার কিতাবপত্রগুলোর সমালোচনা করে তারা এ জন্যেই করে যে, ওসবকে জানে না, সে ব্যাপারে তারা মূর্খ ও হতভাগ্য। ওরা জানে না যে, কিভাবে দোয়ার এ কিতাবগুলো মানুষকে মানুষে পরিণত করে দেয়।

মসজিদ

❑ মসজিদগুলোকে খালি করবেন না, এটা আজ দীনী দায়িত্ব।

❑ মসজিদ রাজনৈতিক সমাবেশের কেন্দ্রস্থল।

❑ মসজিদ প্রচারকার্যের কেন্দ্র।

❑ মেহরাব অর্থ নৈকট্য লাভের (খোদার) স্থান, মেহরাব অর্থ যুদ্ধের জায়গা। এ যুদ্ধ যেমনি শয়তানের সাথে যুদ্ধ তেমনি তাগুতের (খোদাদ্রোহী) সাথে যুদ্ধ।

❑ হে জাতি! নিজেদের মসজিদগুলোর হেফাজত করুন। হে চিন্তাশীলগণ! মসজিদগুলোর সংরক্ষণ করুন। পাশ্চাত্যমুখী বুদ্ধিজীবী হবেন না। হে আইনজীবীরা! মসজিদগুলোর হেফাজত করুন।

❑ আমি আজ নিশ্চয়ই বলবো যে, মুসলমানদের জন্যে মসজিদগুলোর প্রতিরক্ষা করা একটি দীনী দায়িত্ব।

❑ এ প্রচেষ্টা চালাবেন যাতে আমাদের মসজিদগুলো ইসলামের প্রথম যামানার মসজিদের অবস্থা লাভ করে। এ কথা মনে রাখবেন যে ইসলামে বৈরাগ্যের এবং দূরে সরে থাকার স্থান নেই।

❑ এ মসজিদসমূহকে সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, বেশীর ভাগ মসজিদের (ইরানে) অবস্থা এরকমই।

❑ পবিত্র রমজান মাসে মসজিদগুলোতে যেনো সার্বিক অর্থেই শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

❑ আজ মসজিদগুলোর হেফাজত করা এমন বিষয় যার ওপর ইসলাম নির্ভর করছে।

❑ মসজিদ একটি ইসলামী দুর্গ আর মেহরাব যুদ্ধের স্থান।

❑ ইসলামের শক্তিশালী দুর্গস্বরূপ এ মসজিদের মাধ্যমেই আন্দোলনকে জিইয়ে রাখতে হবে এবং ইসলামী শ্লোগান উচ্চারণের মাধ্যমে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে।

হজ্জ

❑ যেদিন থেকে হজ্জের সূচনা হয় সেদিন থেকেই এর রাজনৈতিক দিকের গুরুত্ব ছিল। এ গুরুত্ব ইবাদাতের মূল্যের চেয়ে কম নয়।

❑ হজ্জ তাওহিদী জীবনযাত্রার প্রণেতা, চর্চা ও সংগঠক। হজ্জ মুসলমানদের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও ক্ষমতা প্রদর্শনীর মঞ্চ এবং প্রতিবিম্বের আরশী।

❑ হজ্জ দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি ও ভ্রাতৃত্ব মজবুত করা।

❑ যে ঘর অভ্যুথানের জন্যে সৃষ্ট, তা-ও কিনা জনগণের অভ্যুত্থান ও জনগণের জন্য অভ্যুথান সে ঘরে ওই বিরাট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সমাবেশ করা উচিত।

❑ এই মহান ঘর (কা'বা) জনগণের জন্য নির্মিত হয়েছে এবং জনগণের অভ্যুথানের জন্য।

❑ হজ্জ ও কুরআনে কারীমের পুনরুজ্জীবন এবং এ দু'টিকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সকল মুসলমানের চেষ্টা করা উচিত।

❑ প্রাণহীন, তৎপরতাহীন ও আন্দোলনবিহীন হজ্জ, বারাআত (কাফের ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ) বিহীন হজ্জ, একতাবিহীন হজ্জ এবং যে হজ্জ কুফর ও শিরক নিধন করতে অক্ষম তা হজ্জই নয়।

❑ কা'বা ও হজ্জ যা মানবতার শীর্ষদেশে বিরাট মিম্বরস্বরূপ এবং যেখান থেকে মজলুমদের ফরিয়াদ সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিতও করতে হবে এবং তাওহীদের আহবানকে ছড়াতে হবে আর সেখান থেকে আমেরিকা ও রাশিয়া এবং কুফরী ও শেরেকীর সাথে আপোষের আওয়াজ উঠবে তা ইনশাআল্লাহ আমরা হতে দেবো না।

❑ মক্কা মুকাররমায় মূর্তিগুলোকে বিনাশ করবো এবং শয়তানদের যার সর্দার হলো বড় শয়তান আমেরিকা, মীনায় তাদের মাথায় পাথর নিক্ষেপ করবো ও এদের পরিত্যাগ করবো যাতে করে খলিলুল্লাহ (ইব্রাহিম আঃ), হাবিবুল্লাহ (রাসূলে খোদা সাঃ) এবং ওয়ালী উল্লাহর (ইমাম মাহদী) পছন্দনীয় হজ্জ আমরা পালন করতে পারি।

❑ তাওহীদের পিতা ও মূর্তিসমূহের বিনাশকারী (হযরত ইব্রাহিম) আমাদের ও সকল মানবতাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী করার মাঝে তাওহিদী ও ইবাদাতী দিকের চেয়েও রাজনৈতিক দিক ও সামাজিক মূল্যবোধ অধিক নিহিত রয়েছে।

❑ হে-বক্তারা! হে লেখকরা! আরাফাত[২০], মাশআর[২১], মীনা[২২] মক্কা মুয়াজ্জমা ও মদীনা মুনাওয়ারার বিশাল সমাবেশে নিজ নিজ এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদিকে স্বীয় দীনী ভাইদের কাজে পৌছে দিন ও পরস্পরের সাহায্য কামনা করুন।

❑ মুসলমানরা যদি হজ্জকে জীবিত করতে পারেন এবং ইসলাম হজ্জে যে রাজনীতি ঢুকিয়েছে তা যদি পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন তাহলেই তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিলাভের জন্যে যথেষ্ট হবে।

❑ মুশরিকদের সাথে বারাআতের (সম্পর্কচ্ছেদের) ঘোষণা দান হলো তাওহীদের স্তম্ভ এবং হজ্জের রাজনৈতিক ফরজ কাজ। একে অবশ্যই হজ্জের সময় বিক্ষোভ–সমাবেশ ও মিছিলের মাধ্যমে সর্বাধিক দৃঢ়তা ও জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠান করা উচিত।

❑ মুশরিকদের সাথে বারাআতের ফরিয়াদ কোন নির্দিষ্টকালের জন্যে নয়। বরং এ নির্দেশ সর্বকালের জন্যে।

❑ মীনায় গমন করুন এবং সেখানে সত্যিকার মনোবাঞ্ছা লাভ করুন। আর এ মনোবাঞ্ছা হলো নিজের প্রিয়তম বিষয়কে পরমপ্রিয়তমের (আল্লাহতায়ালা) রাস্তায় কোরবানী করা।

❑ জেনে রাখুন যে প্রিয়তম বিষয়াদির শীর্ষে হলো নাফসানী খায়েশ। দুনিয়ার প্রতি মোহ তো ওই নাফসানী খায়েশেরই অধীন। এ নাফসানী খায়েশ যেনো পরম প্রিয়তমে পৌছার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়।

❑ ছাফা[২৩] ও মারওয়ার[২৪] সাঈ করার সময় সততা ও একাগ্রতার সাথে প্রিয়তমকে (আল্লাহ) পাওয়ার চেষ্টা চালাবেন। কেননা তাকে পেয়ে গেলে দুনিয়ার সব বন্ধনেরই গিঁট খুলে যাবে, সকল সন্দেহ–সংশয়ের অবসান ঘটবে এবং যাবতীয় জৈবিক ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে।

❑ আল্লাহর হারামশরীফ তওয়াফ করা হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন। এ সময় অন্তরকে গাইরুল্লাহ শূন্য করবেন এবং দেহকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের ভয় থেকে মুক্ত করবেন এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা গভীর করার পাশাপাশি ছোটবড় মূর্তিসমূহ (শক্তিগুলো), খোদাদ্রোহীগণ এবং এদের অনুচরদের সাথে বারাআত করুন। কেননা আল্লাহতায়ালা ও তার দোস্তরা ওদের সাথে বারাআত (সম্পর্কচ্ছেদ) করেছেন। ফলে বিশ্বের সত্যিকার মুক্তিকামীরাও ওদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকেন।

❑ আল্লাহর ডাকে যারা লাব্বায়েক বলেন তাদের উচিত সবধরনের ও সর্বস্তরের শেরেকীকে (অংশীদারিত্ব) অস্বীকার করা এবং স্বীয় নাফ্স যা বড় শেরেকীর উৎস তা থেকে মহামহিম ও পরাক্রমশালী মা'বুদের দিকে হিজরত করা।

❑ "লাব্বায়েক"–"লাব্বায়েক" বলার সময় সকল মূর্তিকে (শক্তি) অস্বীকার করুন এবং সকল তাগুত ও তাগুতবাচ্চাদের "লা" (অমান্য ও অস্বীকার) বলুন।

❑ হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)[২৫] স্পর্শ করার সময় আল্লাহর সাথে বাইয়াত করুন এবং আল্লাহ, তার নবীগণ, নেককার বান্দাগণ এবং মুক্তিকামীদের যারা দুশমন ওদের দুশমন হোন এবং ওরা যে কেউ–ই হোক না কেনো ও যেখানেই থাকুক না কেনো ওদের আনুগত্য ও দাসত্ব করবেন না। ওদের ভয়ভীতি অন্তরে ঠাঁই দেবেন না। বরং আল্লাহর দুশমনেরা ও এদের সর্দার বড় শয়তান আমেরিকা ভীতসন্ত্রস্ত। যদিও মানুষ হত্যার উপকরণ, দমন ও অপরাধ যজ্ঞের দিক দিয়ে এরা শ্রেষ্ঠ।

❑ মাশআরুল হারাম ও আরাফাতে চেতনা, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে উপস্থিত হোন এবং প্রতিটি অবস্থানে স্বীয় অন্তরে আল্লাহতায়ালার ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়ন ও মুস্তাযয়াফদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বৃদ্ধি করুন এবং নীরব মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর আয়াত নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করুন।

❑ লক্ষ্য রাখবেন হজ্জ সফর ব্যবসা–বাণিজ্যের সফর নয়, দুনিয়া অর্জনের সফর নয় বরং তা আল্লাহর দিকে গমনের সফর।

মুহররম ও আশুরা

❑ মুহররম এমন এক মাস যখন জুলুমের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচার ও বাতিলের বিরুদ্ধে হক আন্দোলন করেছিল। এ আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, সুদীর্ঘ ইতিহাসের সব সময়ই অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের বিজয় হয়েছে।

❑ মুহররম এমন এক মাস যখন মুজাহিদ ও মজলুমদের সর্দারের (ইমাম হুসাইন) মাধ্যমে ইসলাম জিন্দা হয়েছে এবং দুরাচারীরা ও বনি উমাইয়া সরকার[২৬] যেখানে ইসলামকে ধ্বংসের খাদে নিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল সেখানে তিনি ইসলামকে মুক্তি দান করেন।

❑ সাইয়্যেদুশ শুহাদার (ইমাম হুসাইন) রক্তই ইসলামের সকল জাতির রক্তকে চাঙ্গা করে আসছে।

❑ মুহররম শিয়া মাজহাবের জন্যে এমন এক মাস যে, এতে আত্মত্যাগ ও খুন ঢালার মধ্য দিয়েই বিজয় অর্জিত হয়েছে।

❑ মুহররম সাইয়্যেদুশ শুহাদা ও আল্লাহর অলিগণের নেতার মহান আন্দোলনের মাস। তিনি (ইমাম হুসাইন) তাগুতের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে মানব জাতিকে ধ্বংস ও গড়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন জালিম ও অত্যাচারীদের ধ্বংসের পথ হলো কোরবানী দান ও কোরবান হয়ে যাওয়া। আর এটিই হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতির প্রতি ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ পাঠ।

❑ মুহররম মাস আগমনের সাথে বীরত্ব, সাহস ও আত্মত্যাগের মাস শুরু হয়। এ মাসে তলোয়ারের ওপর রক্তের বিজয় অর্জিত হয়। এ এমন এক মাস যে মাসে আল্লাহ্র শক্তি চিরদিনের জন্যে বাতিলকে নিন্দা করেছে এবং অত্যাচারী ও শয়তানী শক্তিবর্গের সম্মিলিত ফ্রন্টের কপালে "বাতিলের গ্লানি চিহ্ন" এঁকে দিয়েছে। এ মাস দীর্ঘ ইতিহাসের সকল প্রজন্মকে বেয়নেটের বিরুদ্ধে বিজয়ের পথ দেখিয়েছে। এ মাস সত্য ও ন্যায়ের মুকাবিলায় পরাশক্তিবর্গের পরাজয়কে নিশ্চিত করেছে। এ মাসেই মুসলিম উম্মার ইমাম (ইমাম হুসাইন) ইতিহাসব্যাপী অত্যাচারীদের সাথে সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের দান করেছেন।

❑ সাইয়্যেদুশ শুহাদাকে নিহত করেছে। কিন্তু এতে ইসলামের অগ্রযাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ সাইয়্যেদুশ শুহাদা সালামুল্লাহি আলাইহে তাঁর সকল সাথী ও স্বজনসহ কতলে আম (পাইকারী হারে নিহত) হয়েছেন। তবে এতে করে তিনি তাঁর দীনী আদর্শকেই এগিয়ে দিয়েছেন।

❑ হযরত সাইয়্যেদুশ শুহাদার শাহাদাত দীন ইসলামকে জিন্দা করেছে।

❑ আশুরাকে জিইয়ে রাখা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও ইবাদাতী বিষয়।

❑ ইরানের ইসলামী বিপ্লব আশুরা এবং ওই মহা আসমানী বিপ্লবের ঝলকস্বরূপ।

❑ কারবালা খুন দিয়ে জালিম অত্যাচারীদের প্রাসাদকে উৎপাটন করেছে। আর আমাদের কারবালা (ইরানের বিপ্লব) শয়তানী রাজতন্ত্রের ভরাডুবি ঘটিয়েছে।

❑ কারবালাকে জিইয়ে রাখুন এবং হযরত সাইয়্যেদুশ শুহাদার পবিত্র নামকে জিন্দা করে রাখুন। কেননা, তাকে জিন্দা রাখার মাধ্যমে ইসলাম জিন্দা থাকবে।

❑ কারবালার বিষয় হলো যাবতীয় রাজনৈতিক বিষয়াদির শীর্ষস্থানীয়। একে অবশ্যই জীবিত রাখতেহবে।

❑ আমাদের মহান জাতির উচিত আশুরার স্মৃতিকে ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আড়ম্বরের সাথে হেফাজত করা।

❑ এই মুহররমকে জীবিত রাখুন। আমাদের যা কিছু আছে সব এ মুহররম থেকেই।

❑ মুহররম ও সফর মাসই ইসলামকে জিন্দা রেখেছে।

❑ আমাদের যে সার্বিক একতার কারণে বিজয় এসেছে তাতো এ শোকানুষ্ঠান (কারবালার শহীদানের স্মরণে), মাতম অনুষ্ঠান, প্রচারানুষ্ঠান ও ইসলাম প্রচারের কারণে।

❑ মজলুমদের নেতা ও মুক্তিকামীদের সর্দারের (হযরত ইমাম হুসাইন) স্মৃতিতে যে সব অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় তাতো মূর্খতার উপর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, জুলুমের উপর ন্যায়ের ও খেয়ানতের উপর

বিশ্বাসযোগ্যতার, সেনাদের এবং তাগুতের উপর ইসলামী হুকুমতের বিজয়ের কারণ। তাই এ অনুষ্ঠানাদিকে বড় করে ও জমজমাটভাবে পালন করতে হবে এবং আশুরার খুন রাঙা ঝাণ্ডাগুলোকে জালেমের ওপর মজলুমদের প্রতিশোধ গ্রহণের দিন আগমনের চিহ্ন হিসাবে যত বেশী উড়াতে হবে।

❑ মুহররম এমন এক মাস যখন জনগণ সত্য ও ন্যায়ের কথা শুনার জন্য প্রস্তুত থাকে।

❑ ইমাম হুসাইনের শোকে কান্না করা, এ আন্দোলনকে জিন্দা রাখা এবং এক বিরাট সাম্রাজ্য ও সম্রাটের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র দলের অভ্যুত্থানের মহাগুরুত্বকে জিইয়ে রাখা একটি দীনী নির্দেশ।

❑ বুক চাপড়ানোর পেছনে অবশ্যই তাৎপর্য থাকতে হবে।

❑ আশুরা (১০ই মুহররম) হলো মজলুম জাতির সাধারণ শোক দিবস।

শাহাদাত ও শহীদ

❑ শাহাদাত চিরন্তন সম্মান।

❑ শাহাদাত আউলিয়া কেরামের গৌরব এবং আমাদেরও গৌরব।

❑ ভয় তারই যার মতাদর্শে শাহাদাত নেই।

❑ শাহাদাত বিজয়ের চাবিকাঠি।

❑ যে জাতির আকাংখাই শাহাদাত বরণ সে জাতি অবশ্যই বিজয়ী।

❑ আপনারা দুনিয়াতে বিজয়ী হোন বা শাহাদাত বরণ করুন উভয় ক্ষেত্রেই চির বিজয়ী।

❑ ইসলামের পথে শাহাদাত বরণ আমাদের সবারই গৌরবের বিষয়।

❑ শাহাদাত আমাদের জন্যে মহা ফয়েজের (কল্যাণ) বিষয়।

❑ এই শাহাদাতের কামনা ও আত্মত্যাগের অনুভূতিই এ জাতিকে, যার কিছুই ছিল না, তাগুতের ওপর বিজয় এনে দিয়েছে।

❑ যে জাতির নারী ও পুরুষ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত এবং শাহাদাত কামনা করে সে জাতিকে কোন শক্তিই ঠেকাতে পারে না।

❑ আমাদের শহীদদের খুন কারবালার শহীদানের পবিত্র খুনের ধারাতেই প্রবাহিত।

❑ যে জাতির কাছে শাহাদাত সৌভাগ্যের বিষয় সে জাতি নিশ্চিত বিজয়ী।

❑ যে জাতির কামনাই শাহাদাত সে জাতির আর ভয় নেই।

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্র লাভের জন্যে আমাদের জাতি খুন ঢেলেছে।

❑ আমাদের জাতি শাহাদাতের আশেক ছিল। শাহাদাতের প্রতি এশকের মাধ্যমেই এ আন্দোলন এগিয়ে যায়।

❑ আমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছি। সমগ্র বিশ্ব চরাচরই আল্লাহ্‌র। সব কিছুই আল্লাহ্‌র ঝলক। সমগ্র বিশ্ব চরাচর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেই। তাই প্রত্যাবর্তনটা ঐচ্ছিকভাবে ও নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া কতই না উত্তম। কতই না উত্তম হবে যে মানুষ আল্লাহ্‌র রাস্তায় শাহাদাতকে বেছে নেবে, আল্লাহ'র জন্যেই মৃত্যুকে কবুল করে নেবে স্বেচ্ছায় এবং ইসলামের পথে শাহাদাতের শরবত পান করবে।

❑ বিছানায় মৃত্যু সাধারণ মরা মাত্র, এটা কিছুই নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় গমন করা হচ্ছে শাহাদাত, মহা সম্মান এবং মানব জাতির জন্যে শরাফতী অর্জন।

❑ কালো অন্ধকার জীবনের চেয়ে খুনরাঙা মৃত্যু উত্তম।

❑ দুনিয়া পূজারী ও মূর্খরা কতইনা অজ্ঞ যে, শাহাদাতের মূল্যমানকে বাহ্য জগতের পরতে পরতে অন্বেষণ করে, এর ব্যাখ্যা খোঁজে সংগীতে, বীরত্বগাঁথায় ও কবিতায় এবং একে আবিষ্কার করতে চায় কাল্পনিক শিল্পকলায় ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থে। আফসোস। এ ভেদ ভালোবাসা ও ঐশী প্রেম ব্যতীত উদ্‌ঘাটিত হওয়া যে অসম্ভব।

❑ এরা যারা শহীদ হয়েছেন তারাতো নিজেদেরই সেবায়, নিজেদেরই সৌভাগ্যে ও নিজেদের প্রাপ্য পুরস্কারে পৌঁছে গেছেন।

❑ মহান ইসলামী বিপ্লবের শহীদান ইসলামের প্রথম যামানার শহীদানের মতই প্রতিপালকের পবিত্র দরবারে মহাসম্মান, আল্লাহতায়ালার বিশেষ করুণা এবং ইসলামের আউলিয়া কেরামের কাছে বিশেষ ইয্‌যতে ভূষিত হবেন।

❑ আপনারা এ জন্যেই বিজয়ী যে, শাহাদাতকে উন্মুক্ত বক্ষে আলিঙ্গন করেছেন। কিন্তু যারা শাহাদাত ও মরণকে ভয় পায় তারাই পরাজিত।

❑ শাহাদাত কি আমাদের পথ প্রদর্শক নেতাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে আমাদের জাতির কাছে আসেনি? আমাদের নেতারা (ইমামগণ) জীবনকে আকিদা বিশ্বাস ও এ পথে জিহাদ করা বলেই মনে করতেন এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শের পথে নিজেদের ও নিজেদের প্রিয়জনদের খুন ঢেলে দিয়ে এর প্রতিরক্ষা করতেন।

❑ প্রিয় জাতি এবং ইরানের কোটি কোটি জনসাধারণের অবগতির জন্যে আরজ করছি যে, কোন বিপ্লবই শাহাদাতের কামনা, আত্মত্যাগ, কঠিন চাপ এবং সাময়িক উর্ধ্বমূল্য ও বস্তুগত চাপ ছাড়া বাস্তবায়িতহয়নি।

❑ আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত বরণ এমন কিছু নয় যে, মানবিক চিন্তাশক্তি ও বৈষয়িক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাপকাঠি দিয়ে মূল্যায়ন করা যাবে।

❑ আমাদের নেতা হচ্ছে সেই বারো বছরের বালক[২৭] যার ক্ষুদ্র বুকটির মূল্য আমাদের শত শত ভাষা ও কলমের চেয়ে বড়, যে গ্রেনেড নিয়ে দুশমনের ট্যাঙ্কের নীচে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও ওটাকে ধ্বংস করেছে এবং নিজেও শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছে।

❑ সৌভাগ্য তারাই হাত করে নিয়েছেন যারা আল্লাহ্ তাদের যা দিয়েছিলেন তা আল্লাহ্‌র পথেই উৎসর্গ করেছেন। আমরা তো ওদের থেকে পিছিয়ে আছি।

❑ আমাদের দায়িত্ব হলো চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে ওই সকল প্রিয়যোদ্ধার গুণগান করা যারা নিজেদের শাহাদাতের কামনা ও বীরত্বের মাধ্যমে স্বীয় ইসলামী দেশের প্রতিরক্ষা করেছেন এবং নিজেদের পবিত্র খুন দিয়ে সকল শিকলাবদ্ধ জাতির মুক্তিলাভের পথে দিশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

❑ মহান আম্বিয়া, আউলিয়া কেরাম ও ইসলামের প্রথম যামানার শহীদানের সাথে এই শহীদানের অবস্থান ও ঘনিষ্ঠতা অতি সুমধুর হোক। আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির নেয়ামত তাদের জন্যে অতিশয় সুমিষ্ট হোক। কেননা, সে সন্তুষ্টি যে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রেজামন্দী।

❑ হে শহীদান! আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে পরম শান্তিতে থাকুন। আপনাদের জাতি আপনাদের অর্জিত বিজয়কে হাতছাড়া করবে না।

❑ আপনারা যারা সত্যের সাক্ষ্যদাতা, অটলতার স্মারক এবং অবিচল ও লৌহদৃঢ় আকাংখার প্রতীক তারা আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বোৎকৃষ্ট খালেছ বান্দা। আপনারা নিজেদের খুন ও জান উৎসর্গ করে আল্লাহতায়ালার পবিত্র দরবারে স্বীয় বন্দেগী, ইবাদাত ও দাসত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

❑ যে দেশের সবাই সজাগ-সচেতন এবং শাহাদাতের জন্যে উদ্‌গ্রীব সে দেশের মানুষকে কিসের ভয় দেখাচ্ছে?

❑ শিল্পকলা এটাই যে রাজনৈতিক প্রচারণা এবং আত্মপ্রচারের শয়তানী ছেড়ে দিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া এবং নিজেকে নিজের জন্য নয় বরং আদর্শের জন্যে কোরবান করা। এটাই আল্লাহ্‌তায়ালার বীরদের শিল্পকলা।

❑ আমার মুমেন ভাইদের কাছে আরজ করছি, আমরা যদি আমেরিকা ও রাশিয়ার অপরাধী হাতে দুনিয়াতে ধ্বংস হয়ে যাই এবং রাঙা খুন নিয়ে সম্মানের সাথে স্বীয় প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করি তবুও তা প্রাচ্যের লাল বাহিনী এবং পাশ্চাত্যের কালো বাহিনীর পতাকাতলে ভোগ-বিলাসিতার জীবন যাপনের চেয়ে উত্তম হবে।

❑ নিজেদের অন্তরে কোন ভয়কে প্রশ্রয় দেবেন না। কেননা, আপনারাই ইনশাআল্লাহ্ বিজয়ী। কি নিহত হই, কি হত্যা করি সত্য ও ন্যায় আমাদেরই সাথে। আমরা যদি নিহতও হই তবু হক পথেই নিহত হলাম। এটাও বিজয়। আর যদি হত্যাও করি তবে তাও হকের পথে হবে। আর তাও বিজয়।

❑ যে কোন বিপ্লবের প্রকৃতিই হচ্ছে ত্যাগ-তিতিক্ষা। কোন বিপ্লবের জন্যে জরুরী হলো শাহাদাত এবং শাহাদাতের জন্য প্রস্তুতি।

❑ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী এতোই বড় যে, তার কাজের সৌন্দর্যরত পরিমাপের জন্যে দুনিয়াবী মণি-মাণিক্য মাপার দাড়িপাল্লা একান্তই নগণ্য।

❑ দুনিয়ার এতসব চাকচিক্য, আকর্ষণ ও মূল্যমান আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের সামনে এতোই খাটো ও নগণ্য যে, তা দিয়ে ওই মুজাহিদের পুরস্কার ও পদমর্যাদা দেয়ার ভাবনাও চলে না।

❑ আমাদের মতো পর্দায় ঢাকা মাটির মানুষ এবং ফেরেশতারা কি বুঝবো যে, প্রভুর কাছ থেকে শহীদানের খাদ্য গ্রহণটা কেমন ব্যাপার!

❑ আমরা যদি নিহত হই ইনশাআল্লাহ্ বেহেশতে যাবো। আর যদি হত্যাও করি তবুও বেহেশতে যাবো।

❑ নিহতও যদি হোন বেহেশতী হবেন, হত্যাও যদি করেন বেহেশতী হবেন।

❑ আমরা হত্যা করলেও সৌভাগ্যবান আর নিহত হলেও সৌভাগ্যবান।

❑ এই বর্তমান এমন এক সময় যে, আমরা যেহেতু শহীদানের খুনের উত্তরাধিকারী এবং খুনে রাঙা যুবকদের উত্তরাধিকারী সেহেতু তাদের আত্মত্যাগের ফসল না তোলা পর্যন্ত বিরত হবো না।

❑ শাহাদাত আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে তাদের জন্যেই হাদিয়া যারা এর উপযুক্ত।

❑ শহীদের জন্য কান্না করার অর্থ হলো আন্দোলনকে জিইয়ে রাখা।

❑ যে শহীদ ইসলামের পথে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিলো তার জন্যে শোকানুষ্ঠান করা একটা রাজনৈতিক ইস্যু। এটা এমন এক ইস্যু যা বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে প্রভাব রাখে। আমরা এ ধরনের সমাবেশ থেকে সুফল পেয়ে থাকি।

❑ শহীদানের মাজারগুলো এবং পঙ্গু যোদ্ধাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের চিরন্তন আত্মার মাহাত্ম্য বর্ণনার সাক্ষীস্বরূপ।

❑ আমাদের যুবকদের খুন মেশিনগানগুলোর ওপর বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

❑ কি করে মানুষ ওসব ব্যক্তি কর্তৃক প্রভাবিত হয় না যারা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যকে আমাদের শহীদানের খুনের মাঝে নিহিত বলে মনে করেন।

❑ শহীদ ফাউন্ডেশনে[২৮] খেদমত করা সকল খেদমতের উর্ধ্বে।

❑ হক পথে ও খোদায়ী লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে শাহাদাত বরণকে আমি চিরন্তন গৌরব বলে মনে করি।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মসংশোধন ও নাফসের সাথে সংগ্রাম

❑ আমরা নিজেদের সংশোধন না করা পর্যন্ত দেশকে সংশোধন করতে পারবো না।

❑ প্রত্যেককেই নিজ থেকে শুরু করতে হবে এবং স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও আমলকে ইসলামের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করতে হবে। এরপরই অন্যদের সংশোধনের পথে এগুতে হবে।

❑ যদি আপনারা এটাই চান যে আপনাদের দেশ স্বাধীন হোক এবং অন্যরা এসে হস্তক্ষেপ না করুক তাহলে নিজেদের থেকেই শুরু করুন।

❑ আপনারা নিজেদেরকে ঠিক করুন, আপনাদের দেশও তখন ঠিক হয়ে যাবে।

❑ আমাদের প্রত্যেকের জন্যে যা জরুরী তাহলো নিজেদের থেকেই শুরু করা এবং বাহ্য দিকের ওপর সন্তুষ্ট না হওয়া। অন্তর (কলব) থেকেই শুরু করতে হবে, নিজেদের মগজ থেকেই শুরু করতে হবে। প্রত্যেকদিন এ চেষ্টায় থাকতে হবে যে, আমাদের পরবর্তী দিনটা যেনো আগের দিন থেকে ভালো হয়।

❑ সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবার জন্যেই অত্যাবশ্যক হলো চরিত্র বিজ্ঞান, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর দিকে পথ পরিক্রমার মতো ইসলামী আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করা। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের এ ভাগ্য দান করুন। এটাই জিহাদে আকবর (সর্বোচ্চ জিহাদ)।

❑ জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধিই মানুষকে মানবিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে।

❑ আমাদের আমলনামা আল্লাহর দরবারে খোলার আগেই এবং ইমামে যামান (ইমাম মাহদী) (আঃ)-এর দরবারে খোলার আগেই আমাদের নিজেদের লক্ষ্য করে দেখা উচিত।

❑ এমন কাজই করবেন যাতে এখান থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে যাবেন তখন যেনো আল্লাহতায়ালার দরবারে উজ্জ্বল চেহারায় দাঁড়াতে পারেন।

❑ আমাদের সবারই কর্তব্য পবিত্র অন্তর হওয়া। তবেই খোদার নূর ও কুরআনের নূর কাজে লাগাতে পারবো।

❑ নিজেদের অবশ্যই পবিত্ররূপে গড়ে তুলুন তবেই বিপ্লব করতে পারবেন। আত্মগঠনের অর্থ হলো আল্লাহর বিধি-বিধান অনুসরণ করা।

❑ যদি আমরা নিজেদের সংশোধন করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দুনিয়াতে রফতানী (তথা পরিব্যাপ্ত) হয়ে যাবে।

❑ আত্মার সংস্কার ও গড়নই হলো সকল বিনির্মাণের পটভূমি। পুনঃনির্মাণের জিহাদ স্বয়ং ব্যক্তি থেকে শুরু করতে হবে।

❑ নিজেদের অবশ্যই গড়ে তুলুন। বিনির্মাণ জিহাদকে নিজেদের (আত্মা) থেকে শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন। যদি নিজেদের থেকে শুরু করেন তাহলে যাই করবেন তাই হবে খোদায়ী কাজ।

❑ আভ্যন্তরীণ (আত্ম) বিপ্লব করতে হবে আমাদের। আমাদের আত্মাগুলোকে বদলে ফেলতে হবে। এতো দিন যদি আমাদের মনমগজ শয়তান ও তাগুতের অধীন থেকে থাকে তাহলে এখন বদলাতেই হবে।

❑ যে মন বিশুদ্ধ হয়নি সেখানে জ্ঞান হচ্ছে অন্ধকারের পর্দা।

❑ এটা খোদায়ী দায়িত্ব যে, মনে মনে যদি আমাদের কেউ কাউকে অপছন্দ করেও থাকি তথাপি কার্যক্ষেত্রে, আচরণে এবং প্রচারে নিজেদের মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমল করবো।

❑ জ্ঞান যদি আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অর্জিত হয় তাহলে এ জ্ঞানের অনিষ্টকারিতা মূর্খতার চেয়েও জঘন্য

❑ তখনই বক্তব্য প্রভাবশীল হয় যখন তা পাক ও বিশুদ্ধ অন্তর থেকে বের হয়ে আসে।

❑ এ 'আমিত্ব" কে যদি মানুষ পদতলে পিষ্ট করতে পারে আর সেখানে কেবল 'তাঁরই' (আল্লাহর) স্থান হয় তাহলে মানুষ সব কিছু সংশোধন করতে পারবে।

❑ কখনো কখনো তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়, কখনো বা এরফান (মা'রেফাত) সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে পৌছায় আবার কখনো চরিত্র (আখলাক) বিষয়ক জ্ঞান মানুষকে জাহান্নামে ঠেলে দেয়। শুধু জ্ঞান দিয়ে হয় না, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) আবশ্যক।

❑ তাওহীদ বিষয়ক জ্ঞানও যদি গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা হবে অন্ধকারের পর্দারাজি।

❑ আল্লাহ না করুন। মানুষ নিজেকে গড়ে তোলার আগেই যেনো সমাজ তার দিকে ছুটে না আসে। জনগণের ভেতর যেনো তার প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠে। কেননা তাহলে সে নিজেকে ডুবাবে, নিজেকে হারিয়ে ফেলবে।

❑ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল সে-ই সাহায্যপ্রাপ্ত বিজয়ী।

❑ এ জগত আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র। যদি এখানে দিন ফুরিয়ে যায় তাহলে আপনার সুযোগ শেষ হয়ে গেলো। তখন আর নিজের নাফসের অনাচারকে সংশোধন করতে পারবেন না।

❑ আমার এ ভয় হচ্ছে যে, ওরা (ধর্মপ্রাণ জনতা) আমাদের কারণে ও আমাদের কথা শোনার জন্যে বেহেশতে চলে যাবে অথচ আমরা নিজেদের সংশোধন ও বিশুদ্ধ না করার কারণে যাবো জাহান্নামে।

❑ প্রকৃত ঈদ হচ্ছে তখনই যখন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে সমর্থ হবে এবং নিজের অন্তরকে সংশোধন করতে পারবে।

❑ যতক্ষণ না কোন জাতি ও সমাজ নিজেকে সংশোধন ও সংস্কার করতে পারবে ততক্ষণ তা মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌছতে পারবে না।

ঈমান ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

❑ ঈমান যদি অন্তরে প্রবেশ করে তাহলে সব কিছুই সংশোধন হয়ে যাবে।

❑ আল্লাহর প্রতি ঈমানই হলো নূর। আল্লাহর প্রতি ঈমানের কারণে মুমিনের সামনে থেকে যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

❑ ঈমানের অর্থ হলো এই যে, যে সমস্ত বিষয় আপনাদের বুদ্ধিমত্তায় অনুভূত হবে এবং সে সমস্ত বিষয়কে আপনাদের কলবও জানবে সে সবকে বিশ্বাস করা।

❑ যারা আল্লাহর সাথেই অবস্থান করে, আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয় ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে আল্লাহ পাক তাদেরকে সকল অন্ধকার থেকে বের করে আনেন এবং নূরের বাস্তবতায় পৌছে দেন।

❑ জেনে রাখুন জ্ঞানের সত্যতা ও ঈমান যা জ্ঞানেরই পৃষ্ঠপোষক তার সত্যতাই হচ্ছে নূর (আত্মিক জ্যোতি)।

❑ জেনে রাখুন ঈমান আধ্যাত্মিক পূর্ণতাগুলোরই একটি পূর্ণতা (কামালাত)। এ পূর্ণতার জ্যোতির্ময় সত্যতা খুব কম লোকই অবগত হতে পারে। এমন কি খোদ মুমিনরাও যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ও প্রকৃতির আধারে আবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ স্বীয় ঈমানের নূর এবং আল্লাহর পবিত্র দরবারে তাদের যে মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারিত আছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারেন না।

❑ একটি দেশের যাবতীয় কল্যাণ ও উন্নতি তা বৈষয়িক ক্ষেত্রেই হোক কিংবা আধ্যাত্মিক, আর নৈতিক ক্ষেত্রেই হোক এর উৎস হচ্ছে ঈমানের উপস্থিতি।

❑ হুমকি ও প্রলোভন তাদের ওপরই প্রভাব ফেলে যাদের ঈমান নেই।

❑ ঈমানের দাবীদারদের সংখ্যা প্রচুর কিন্তু মুমিন খুবই কম।

❑ জনগণের ঈমানের দিকটি যদি শক্তিশালী হয় তাহলে সকল কাজই সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়।

❑ সংখ্যাস্বল্পতায় অসুবিধে নেই, দৃঢ় ঈমানই গুরুত্বপূর্ণ।

❑ সৌভাগ্যের যা মাপকাঠি তাহলো এই যে, মানুষকে মুমিন হতে হবে, ছবরের অধিকারী হতে হবে এবং অন্যদেরকে (ছবর, ধৈর্য ও অধ্যবসায়) করতে ও সত্য বলতে দীক্ষা দান।

❑ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না যে, কেউ আধ্যাত্মিক ভিত্তির অধিকারী নয় অথচ জনগণের জন্যে চেষ্টা করে থাকে।

❑ জাতির মাঝে আধ্যাত্মিকতা দৃঢ় করার চেষ্টা করুন। কেননা আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই কেবল আপনারা নিজেদের স্বাধীনতাকে হেফাজত করতে পারবেন এবং উন্নতির সোপানগুলোকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন।

❑ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলো হলো চিরন্তন মূল্যবোধ।

❑ যাবতীয় দুর্দশা ঈমানের দুর্বলতা এবং ইয়াকিনের কমজোরি থেকে জন্ম নেয়।

❑ শরাফতী (মান-সম্মান) তাকওয়াতে নিহিত রয়েছে।

❑ আধ্যাত্মিক ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা সহজতর।

❑ যারা আল্লাহর জন্যে কাজ করেন তাদের কখনো পরাজয় নেই। যারা দুনিয়ার জন্যে কাজ করে তাদের লোকসান ও পরাজয় রয়েছে। কেননা, যদি এরা সফল না হয় তাহলে ভালো করেই পরাজিত হলো এবং নিজেদের জীবনটাকেই বৃথায় শেষ করলো।

❑ আমাদের সকল আশা-ভরসাই আল্লাহ। আল্লাহর রহমত সম্পর্কে নিরাশ নই। আল্লাহর ওপর ভরসা করেই সকল সমস্যার সমাধান করবো।

❑ আমি নিশ্চিত যে, এ জাতি যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি মনোযোগী থাকবে ততোদিন কোন শক্তিই এর ক্ষতি করতে পারবে না।

❑ আমাদের জাতি যদি আল্লাহর জন্যে এবং পয়গাম্বর আকরামের সন্তুষ্টির জন্যে এগিয়ে চলে তাহলে তাদের যাবতীয় লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

❑ মনে করবেন না যে এখন হোয়াইট হাউজ ও ক্রেমলিন শান্তিতে বসে আছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থায় জীবন চালাচ্ছে। বরং এরা অশান্তি ও অস্থিরতায় জীবন কাটাচ্ছে। এ অস্থিরতা-অশান্তি এজন্যে যে, তারা শয়তানের অনুসারী। আর শয়তান কখনো চায় না যে মানুষের অন্তরে স্থিরতা ও শান্তি আসুক।

❑ যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তৎপরতায় ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি ঈমান বজায় থাকে ও আল্লাহর জন্যেই আমল করা হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বের জটিলতম সমস্যাদিও সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তাকওয়া

❑ যার তাকওয়া অধিক, যার খোদাভীতি বেশী এবং যে আল্লাহর জন্যে খেদমত করে যায় সেই সকলের ওপরে।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মপ্রীতি ও প্রবৃত্তির পূজা

❑ শয়তানের মিরাস (উত্তরাধিকার) প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে বিরত থাকুন।

❑ হক ও সত্য থেকে দূরে থাকার মাপকাঠি হ্লো প্রবৃত্তির খায়েশের আনুগত্য।

❑ প্রবৃত্তিগত রোগ-শোকের গুরুত্ব দৈহিক রোগ শোকের চেয়ে হাজার হাজার গুণে বেশী।

❑ প্রবৃত্তির খায়েশের সামনে যদি একটি দুয়ার খুলে দেন তাহলে বাধ্য হয়েই তার সামনে আরো বহু দুয়ার খুলে দিতে হবে।

❑ হে প্রিয় বৎস! জেনে রেখো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও অনুরোধের কোন অন্ত নেই। এর লক্ষ্যমাত্রার কোন পরিসমাপ্তি নেই।

❑ মানুষ বা সমাজের ওপর শক্তিধরদের পক্ষ থেকে যে কোন দুঃখ-মুছিবতই নেমে আসুক না কেনো তা ওদের প্রবৃত্তির খায়েশ ও স্বার্থপরতারই পরিণতি।

❑ মানুষের বাতেনী শয়তান স্বয়ং মানুষই। সে মানুষেরই নাফসানিয়াত ও মানুষেরই কামনা-বাসনা।

❑ মানব জাতির ওপর যত বিপর্যয় নেমে এসেছে এবং মানব জাতির সেই আদি থেকে এ পর্যন্ত আর শেষতক যত বিপর্যয়ই এসেছে ও আসবে সবার মূলেই রয়েছে আত্মপ্রীতি বা প্রবৃত্তির খায়েশ।

❑ মানুষের অধঃপতন মানুষের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মপ্রীতি ও প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর শিকলে আবদ্ধ থাকবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (সংগ্রাম) ও আল্লাহর বিধানের প্রতিরক্ষা করতে পারবেন না।

❑ মানুষ যত ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহ করে তার মূলে রয়েছে প্রবৃত্তির খায়েশ।

❑ যে কোন মানুষ ও যে কোন কর্মকর্তার জন্যে যা বিপজ্জনক তাহলো নাফসের খায়েশ ও আত্মপ্রীতি।

❑ আমাদের সবচেয়ে বড় সংকটই হলো প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার সংকট, ক্ষমতালিপ্সার সংকট এবং নাম প্রীতির সংকট।

❑ মানুষের নাফ্স্ (প্রবৃত্তি) যে কোন খোদাদ্রোহীর চেয়ে বড়। নাফসের লালসা মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

❑ যা মানুষের কোমরকে ভেঙ্গে দেয় তা হচ্ছে স্বয়ং মানুষেরই প্রবৃত্তি। প্রধান হওয়ার প্রতি মানুষের মোহ এবং যা কিছু মোহনীয় তার প্রতি মানুষের মোহ তাকে এমন স্থানে নিয়ে পৌঁছায় যে যদি নবী করিম (সাঃ) ও তাকে ধরতে আসেন সে তারও (নবীর) দুশমন হয়ে দাঁড়ায় এবং এমন কি সে মুহূর্তেও যখন সে বুঝতে পারে যে আল্লাহ তাকে ধরতে (সাহায্য করতে) চাচ্ছে তখন সে আল্লাহরও দুশমন হয়ে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও ক্ষমতার লালসা

❑ দুনিয়াতো এটাই যার মাঝে আমরা ডুবে আছি। দুনিয়া আমাদেরকে উন্নতি ও পূর্ণতার উৎস (আল্লাহ) থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে নিজেদের নাফ্স্ ও নফ্সানী লিপ্সায় আবদ্ধ করে।

❑ নাফ্স্ (প্রবৃত্তি) দুনিয়ার প্রতি যতোবেশী আকৃষ্ট হবে ততোবেশী আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে যাবে।

❑ যাবতীয় আত্মিক, চারিত্রিক ও ব্যবহারিক বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং আল্লাহতায়ালা ও আখেরাতের প্রতি বিস্মৃতি।

❑ যে জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে সে জ্ঞানই দুনিয়া পূজারীর হস্তগত হলে তা তাকে মহাপরাক্রমশালীর দরবার থেকে সম পরিমাণে দূরে সরিয়ে দেয়।

❑ পার্থিব বিষয়াদির ব্যবস্থাপনা ও দুনিয়া গড়ার প্রতি হৃদয়ের মনোযোগ যতবেশী হবে অবমাননা ও দারিদ্র্যের ময়লা ততবেশী আপতিত হবে এবং অভাবের কালো ছায়া একে আরো ঘনীভূত করে পাকড়াও করবে।

❑ হে প্রিয় বৎস! তুমি যদি দুনিয়া কামনা থেকে নিজেকে ফেরাতে চাও পারো তবু তোমারই মত দুর্বল সৃষ্টি মানুষের কাছে অন্ততঃ আবেদন করো না।

❑ দুনিয়ার প্রতি মনের টান ও মোহ মানুষকে মানবিক কাফেলা থেকে বিরত রাখে আর বস্তু সামগ্রীর প্রতি আকর্ষণমুক্ত হওয়া ও আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগ মানুষকে মানবিক পদমর্যাদায় পৌছায়।

❑ দুনিয়ার নিকৃষ্টতা এটাই যে মানুষ এমন কি একটি তাসবিহ কিংবা একটি বইয়ের প্রতিও লালায়িত হবে।

❑ দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষকে তার মানবিক মর্যাদা ও আবেগ–অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

❑ যদি কেউ আল্লাহর জিয়াফতে (দাওয়াতে), উপস্থিত হতে চায় তবে তাকে তার সাধ্যমতো দুনিয়া বিমুখ হতে হবে এবং মনকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

❑ ধনিকরা প্রকৃতপক্ষে এমন দরিদ্র যাদের মুখোশ হলো ধনসম্পদ এবং নিরভাবের পোশাকে এরা মূলতঃই অভাবী।

❑ বস্তু সামগ্রীর প্রতি মোহ থেকে বের হয়ে আসা এবং আল্লাহতায়ালার প্রতি মনোযোগ দান মানুষকে মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করে।

❑ জেনে রাখুন, এ দুনিয়ার অপূর্ণতা, দোষত্রুটি ও দুর্বলতার কারণে তা আল্লাহ তায়ালার মানদণ্ডে কোন মর্যাদা ও কল্যাণের স্থানও নয় আবার আযাব ও শাস্তির জায়গাও নয়।

❑ মৃত্যুর ভয় তাদেরই যারা দুনিয়াকে নিজেদের আবাস ভূমি হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং চিরন্তন স্থান আখেরাত ও আল্লাহর রহমতের পরশ সম্পর্কে অজ্ঞ।

❑ কি আধ্যাত্মিক ও কি পার্থিব পদমর্যাদা যা কিছুই মানুষ অর্জন করুক না কেনো একদিন সবই ছিনিয়ে নেয়া হবে। তবে সে দিনটাও অজ্ঞাত।

❑ খোদার সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে তার কোন পরাজয় নেই। পরাজয় তারই যার কামনাই দুনিয়া।

❑ ওরা ইসলামের জন্যে ও ইসলামী দেশের স্বার্থে নিজেদের জান বিলিয়ে দেবে অথচ আমরা কিনা ওদের খুনের বদৌলতে এসব পদে আসীন হবো ও পরস্পর যুদ্ধবিবাদ করবো। এটা ইসলামের দৃষ্টিতে কবিরা গুনাহ।

❑ ক্ষমতার মোহ যারই থাকুক না কেনো তা শয়তান থেকে প্রাপ্ত।

❑ আমাদের ঘরবাড়ি কেমন, আমাদের জীবনমান কেমন প্রভৃতির প্রতি এত লেগে থাকবেন না। বরং মানবিক গুণ ও সম্মানের প্রতি ধাবিত হোন এবং ওসব তাৎপর্যের পিছু ছুটে যান যা আপনাদের বিজয়ী করে দিয়েছে।

❑ দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়াদি ক্ষণস্থায়ী ও দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এ জগতের জয়-পরাজয় এবং সুখ-দুঃখ কয়েক দিনের মাত্র, সামান্যকালই টিকে থাকবে।

আমিত্ব ও স্বার্থপরতা

❑ বিশ্বে যত বিপর্যয় ও অনাচার দেখা দেয় সবই স্বার্থপরতা থেকে সৃষ্ট।

❑ বিশ্বে যত অপরাধ-অপকর্ম দেখা দেয় সবই আমিত্বের ফল।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কেবল নিজেকেই দেখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হেদায়েতের পথ খুঁজে পাবে না।

❑ এতে কোনই সন্দেহ করবেন না যে, যে-ই দাবী করে 'আমি' সে 'আমি'টাই শয়তান।

❑ জেনে রাখুন, আত্মম্ভরিতার দোষ নাফসানী খায়েশ থেকে সৃষ্ট।

❑ আমিই সব, "আমি বৈ অন্য কেউ নয়" এসব ধারণা সবার ভেতরেই থেকে যায় যদি না আত্মাকে পবিত্র করা হয়।

❑ মানুষ কত অজ্ঞ হতে পারে যে এসবকে (দুনিয়াবী) পদ-পদবী বলে মনে করছে এবং কত দুর্বল হতে পারে যে, এ সরকার ও সরকারগুলোকে শক্তি বলে মনে করতে পারে।

❑ চেষ্টা করুন যাতে আমিত্বের পর্দা ছিন্ন করতে পারেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সেরা ও পরাক্রমশালী খোদার অপরূপ সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে পারেন। কেবল তখনই যে কোন মুশকিল আসান ও যে কোন দুঃখ-কষ্ট সুখে পরিণত হবে।

❑ আমিত্বের বড়াই শয়তানের সম্পত্তি।

❑ যতোদিন মানুষের মাঝে স্বার্থপরতা থাকবে ততোদিন যুদ্ধ, অনাচার, জুলুম ও অত্যাচারও থাকবে।

❑ খোদা না খাস্তা আত্মম্ভরিতা ও গর্বের সাথে যদি কাজকর্ম করা হয় তাহলে তা-ই হয়ে দাঁড়াবে মানুষের পরাজয়ের কারণ।

❑ এটা হতে পারে না যে মানুষ আত্ম-পূজারীও হবে আবার খোদাপরাস্তও হবে। এও হতে পারে মানুষ নিজের স্বার্থও দেখবে আবার ইসলামের স্বার্থও দেখবে। এ দু'টির যে কোন একটিকে বেছে নিতেই হবে।

❑ অন্যান্য মানুষের তুলনায় আমি যদি নিজেকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করি তাহলে এটা হবে চিন্তার বিকৃতি এবং আত্মার অধঃপতন।

❑ মানুষ যে কোন কাজ হাতে নেবে যদি তা থেকে স্বার্থপরতা ও আত্মপূজাকে বাদ দিতে পারে এবং কল্যাণকে নজরে রাখে ও আল্লাহকে হাজের নাজের জানে তাহলে সফলও হবে, আবার আত্মপূজার বালা মুছিবত থেকেও নিরাপদ থাকবে।

❑ স্বার্থপরতাই বিবাদ-বিসম্বাদের জন্যে দায়ী, আর এ স্বার্থপরতাও মানুষের নাফস্ থেকে সৃষ্টি হয়।

❑ দু'ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছেঃ কখনো এমন হয়ে দাঁড়ায় যে মানুষ এমন ব্যাখ্যা দান করে যাতে নিজেকে প্রদর্শনের ইচ্ছা নিহিত থাকে। এ নাফসই হচ্ছে শয়তান। আবার মানুষ একসময় নিজের কথা বলে অন্যদের পথ প্রদর্শন করতে চায় আর এ নাফ্সই হচ্ছে রহমান (খোদায়ী)।

❑ মানুষের নাফসানী খায়েশ এটা চায় যে, যা কিছু ঘটবে তাকেই সে নিজে করেছে বলে বড়াই করবে আর এটা হলো আত্মপূজার ফল। এই যে মতভেদ ও বিভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে সবই ঈমানের দুর্বলতারফল।

❑ কোন মানুষই দাবী করতে পারবে না যে, আমার কোন দোষ-ত্রুটি নেই। যদি কেউ এ ধরনের দাবী করে বসে তাহলে এটাই তার সবচেয়ে বড় দোষ।

❑ বিজয়ের গর্ব হচ্ছে এমন বিরাট মারণ রোগ যা বাতেনী শয়তান আল্লাহর বান্দাদের অন্তরে জন্মিয়ে থাকে যাতে তাকে সত্য পথ থেকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে।

❑ গর্ব ও অবহেলা মানুষকে অধঃপতনে নিয়ে যায়।

❑ বড়াই শয়তানের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

❑ যার অজ্ঞতা অধিক ও বুদ্ধি বিবেক ত্রুটিপূর্ণ তার অহংকারই বেশী। যার জ্ঞান-প্রজ্ঞা অধিক, আত্মা বিরাট ও বক্ষ উদার সে তত বিনয়ী।

দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ

❑ এর চেয়ে কোন ত্রুটিই বড় নয় যে মানুষ তার নিজের দোষ ত্রুটি বুঝতে পারে না এবং সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকে এবং নিজের ভেতর দোষ-ত্রুটির ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

❑ কোন অন্তরের দোষ-ত্রুটি মানুষকে বিপথগামী করে, নাফসানী খায়েশ সবকিছুকে বরবাদ করে দেয় এবং কেবল অন্যদের দোষ খুঁজে বেড়ায়।

❑ মানুষের গোপনীয়তা যা-ই হোক না কেনো তা প্রকাশ করা ইসলাম বিরোধী কাজ।

অমনোযোগিতা

❑ এক মুহূর্তও আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী হবেন না। শক্তিমত্তার উৎস সম্পর্কে অমনোযোগিতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

হতাশা ও নৈরাশ্য

❑ কক্ষণো কোন ব্যাপারে নিরাশ হবেন না। কারণ কোন কিছুই এক মুহূর্তে ঠিক হয়ে যায় না। এছাড়া মহৎ কার্যাবলী ধীরে ধীরেই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

❑ হতাশা শয়তানের সৈন্য, আর আশা-ভরসা আল্লাহর সৈন্য। তাই সদাসর্বদা আশাবাদী হবেন।

সামাজিক অনাচার ও বিপথগামিতা

❑ আম্বিয়া কেরাম চিকিৎসকের মতো ছিলেন এবং সমাজকে নিরাময় ও সুস্থ করতে প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।

❑ যদি চারিত্রিক বিকৃতি না থাকে তাহলে বর্তমানকালের সমরাস্ত্রগুলো মানব জাতির জন্য ক্ষতির কোন কারণই নয়।

❑ যে বিষয়টি আমাদের গ্রহকে (পৃথিবী) ধ্বংসের গহীন খাদে ঠেলে দিচ্ছে তা হলো চারিত্রিক বিপথগামিতা।

❑ যে সমাজকে কলুষিত করে এবং অনাচার ও নোংরামী থেকে হাত গুটাবে না তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। কেননা সে একটা ক্যান্সার পিণ্ডের মত যা সমাজকে বিপর্যস্ত করে।

❑ মাদকাসক্তকে নাজাত দান কোন ব্যক্তির নাজাত নয়, বরং ইসলামের নাজাত।

❑ কোন মুসলমানের অবমাননা করা ও দীনী ভাইয়ের বদনাম ছড়ানো কোন দীনী কাজ নয়। এটা বরং দুনিয়া পূজা ও নাফ্স্-পূজা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তা শয়তানেরই কুমন্ত্রণা যা মানুষকে অন্ধকারময় পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

❑ মুসলমানকে কষ্ট দেয়া ও মুমেনকে জ্বালাতন করা মস্ত বড় কবিরা গুনাহ্।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ

❑ সকল জনতার উপর ফরজ হচ্ছে, ন্যায়ের আদেশ দান ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

❑ সত্যের প্রতি আহবান সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। কেননা, তা ন্যায়ের প্রতি আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ স্বরূপ।

❑ যদি কোন জালিম মুসলমানদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে তাহলে জাতির আলেম সমাজ, জ্ঞানী ও বিজ্ঞদের দায়িত্ব হলো তাকে অমান্য ও তার অন্যায়ের বিরোধিতা করা।

❑ আমরা ও আপনারা-সবারই দায়িত্ব হলো প্রশাসনিক সকল কাজে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা। যদি এমন কোন কর্মকর্তাকে দেখা যায়, যে অন্যায় কাজ করে তাহলে তাকে ঠেকানোর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে চিহ্নিত করে দিতে হবে। এ জন্য সমস্যা সংকটকেও বরণ করে নেয়া আবশ্যক।

❑ আপনারা যদি প্রথম থেকেই ফ্যাসাদ না ঠেকান তাহলে অসম্ভব নয় যে অতীতের অবস্থা (শাহের আমল) ফিরে আসবে।

❑ যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম এবং যা জাতি ও ইসলামী দেশের গতিপথের বিরোধী এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সম্মানের পরিপন্থী তা যদি দৃঢ়ভাবে না ঠেকানো হয় তাহলে আমরা সবাই দায়ী হবো।

নেফাক ও মুনাফেক

❑ মুনাফেকরা কাফেরদের চেয়েও অধম।

❑ ইসলামে মুনাফেকদের বেশী করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তুলনামূলকভাবে মুনাফেকরাই কুফরীর দৃষ্টান্ত।

❑ ইসলামে মুনাফেকদের উৎখাত কিংবা সংশোধনের জন্য যত জোর দেয়া হয়েছে কাফেরদের ব্যাপারে এতো বলা হয়নি। মানুষ জানে যে, কাফেরের সাথে কি করা উচিত। কিন্তু মুনাফেকদের সাথে কি করবে তা বুঝে উঠতে পারে না।

❑ সুরায়ে মুনাফেকীনে মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং বলা হয়েছে ঃ ওরা আপনার সামনে এসে দীনদারীর কথা ও ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু ওরা মিথ্যা বলছে। ওরা মুসলমান নয়, এরা মুনাফেক (কপট)।

❑ আজ আমরা যে সমস্যায় জড়িত হয়ে পড়েছি এবং ওই সমস্ত মুনাফেক যারা ইসলামের শ্লোগান দেয় এবং ইসলামের কোমর ভেঙ্গে দিতে তৈরী হচ্ছে তা মুসলমানদের কাজকে কঠিন করে দিচ্ছে। এদের (মুনাফেক) সমস্যা সমাধান অত্যন্ত কঠিন।

❑ তোমরা (মুনাফেক) ও তোমাদের সমর্থকদের সবচেয়ে বড় দোষ ও ভুল হচ্ছে এই যে

তোমরা না ইসলাম ও এর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, না মুসলমান জাতি ও তাদের আত্মত্যাগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত আছ।

❑ যদিও মুনাফেক নেতারা(২৯) আমেরিকা ও ফ্রান্সের কোলে আশ্রয় নিয়ে ভোগ বিলাসিতায় মত্ত রয়েছে তথাপি এরা প্রতারণা ও ছলচাতুরির মাধ্যমে কতিপয় যুবককে বিভ্রান্ত ও এদের চিন্তাক্ষমতাকে রহিত করে দিয়েছে।

❑ ওরা যারা ইসলামের দাবী করে অথচ হাসপাতালে আগুন দেয় ও আহতদের মাথা কেটে নেয় এদের চিনে রাখুন; এরা মুসলমান নয় বরং এরা মুনাফেক।

❑ ধিক্ তোদের হে শয়তানের অনুচররা! ধ্বংস হোক তোদের হে আন্তর্জাতিক আত্মবিক্রেতারা! তোরা গর্তে লুকিয়ে থাকিস এবং যে জাতি পরাশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সে জাতির বিরুদ্ধে মূর্খতাপূর্ণ দুষ্কর্মে নেমেছিস।

❑ আমার মনে হয় না যে আপনারা এমন কোন দল বা গোষ্ঠী খুঁজে পাবেন যারা মুনাফেক দলটির[৩০] মতো এতো ব্যাপক অপরাধযজ্ঞ ও ইতরামীতে হাত দিয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর জন্য উত্থান

❑ আল্লাহর জন্য উত্থানেই (আন্দোলন) সব কিছু রয়েছে। আল্লাহর জন্য উত্থান আল্লাহর মা'রেফাত (জ্ঞান) এনে দেয়।

❑ মানুষ যখন আল্লাহর দীনকে বিপদে দেখতে পায় তখন তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর জন্য উত্থান করা।

❑ মৃত্যুকে ভয় করবেন না। কেননা হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে।

❑ সবাই উঠে দাঁড়ান, আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়ান। ব্যক্তিগতভাবে শয়তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো হলো নিজের বাতেনী প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা। আর সামাজিক ও সার্বিকভাবে উত্থান বা উঠে দাঁড়ানো হলো শয়তানী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ানো।

❑ "আন্ তাকুমু লিল্লাহে মাছ্না ওয়া ফুরাদা"[৩১] অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে আল্লাহর জন্য কিয়াম (উঠে দাঁড়ান) করুন। আল্লাহর মা'রেফাত লাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়ান এবং আল্লাহর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সামাজিকভাবে উঠে দাঁড়ান।

❑ আল্লাহর জন্য উত্থানে পরাজয় নেই।

❑ যদি আমরা কোন দিন নিজেদের ভরসাকে আল্লাহর উপর থেকে উঠিয়ে নেই এবং নিজেদের উপর কিংবা অস্ত্রশস্ত্রের উপর ভরসা স্থাপন করি তাহলে জেনে রাখুন সেদিন এমন দিন হবে যখন আমরা পরাজয়ের দিকে পা বাড়াবো।

❑ এমন চেষ্টা চালাবেন আপনাদের অভ্যুত্থান এবং এ আন্দোলন যাতে খোদায়ী আন্দোলন হয়; আল্লাহর জন্য হয়।

❑ আল্লাহ তায়ালার সামনে যাবতীয় শক্তি শূন্য বলেও গণ্য নয়।

❑ আমরা ভয় পাইনে। কেননা আমরা আল্লাহর জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি (কিয়াম করেছি)।

❑ আল্লাহর জন্য আন্দোলনে কোন লোকসান নেই, এতে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি নেই।

❑ যে আন্দোলন আল্লাহর জন্য হয় এবং যে আন্দোলন আধ্যাত্মিকতা ও আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় তার কোন পশ্চাদপসরণ নেই।

❑ যে দেশ আল্লাহর জন্য আন্দোলনে নেমেছে সে দেশ আল্লাহর জন্যেই অটল অবিচল থাকবে এবং আল্লাহর জন্য এর যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

❑ নিজেদেরকে আপনারা ওই শক্তির উৎসের উপর নির্ভরশীল করুন। হে ফোঁটা বা বিন্দুসমূহ! নিজেদের সমুদ্রে পৌঁছে দিন।

আন্দোলনের আহবান

❑ ইসলামী দেশগুলোর জনগোষ্ঠীর প্রতি আমার এই উপদেশ আপনারা এ আশা পোষণ করবেন না যে, আপনাদের মহান উদ্দেশ্য তথা ইসলাম ও ইসলামের বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে বাইরে থেকে সাহায্য আসবে। আপনারা নিজেরাই এ প্রাণবিধায়ক বিষয় বাস্তবায়নে উঠে দাঁড়ান। কেননা তা আপনাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করবে।

❑ জাতিগুলোর উচিত অভ্যুত্থান করা এবং নিজেদেরকে তাদের সরকারসমূহ ও বড় বড় শক্তির হাত থেকে নাজাত দেয়া।

❑ আমি আশা করি যে, অন্যান্য দেশের মুসলমানরা ইরানের মুসলমান জাতির অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেবে এবং পাশ্চাত্যের মুখ গুঁড়ো করে দেবে ও নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াবে। এছাড়া তারা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের অতীত গৌরব ফিরে পাবে।

❑ হে বিশ্বের সর্বাঞ্চলের বীর মুসলমানরা! অলসতার ঘুম থেকে জেগে উঠুন আর ইসলাম ও ইসলামী দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের ও ওদের অনুচরদের হাত থেকে উদ্ধার করুন।

❑ বিশ্বের মুসলমানদের জন্য কি এটা কলঙ্কের কথা নয় যে, এতো সব সামরিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ থাকতে তারা শতাব্দীর দাম্ভিক পরাশক্তিবর্গ এবং জল ও স্থল দস্যুদের আধিপত্যের কাছে মাথা নত করবে।

❑ জাতিগুলোরই উচিত আন্দোলনে নামা ও অভ্যুত্থান করা এবং দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে নিজেদের নাজাত দেয়া।

❑ জাতিগুলোর উচিত উঠে দাঁড়ানো। কেননা তারা যদি বসে থাকে এবং এ প্রত্যাশা করে যে, তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক অভাব মোচনের জন্য অন্যরা আসবে ও কাজ করবে তাহলে তা হবে ভুল।

❑ মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের রাস্তায় উঠে দাঁড়ানো এবং ইসলামকে ধ্বংস ও মুসলমানদের ধন-সম্পদ ভোগ করার জন্য যে সব শক্তি চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে তাদের হাত কেটে দেয়া।

❑ ইসলামী সমাজের অভিজ্ঞ দরদীরা যারা বঞ্চিত ও সর্বহারা মানুষের সাথে রক্তপণ করেছেন তাদের একথাটা অনুধাবন করা উচিত যে, তারা সবেমাত্র পথের শুরুতে রয়েছেন।

❑ ইসলামের সকল জাতির উচিত সজাগ, সচেতন ও সতর্ক হয়ে মাঠে নামা এবং যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী অনুচর ইসলামের সকল জাতিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর আধিপত্যের অধীন করতে চায় তাদের স্তব্ধ করে দেয়া।

❑ অত্যাচারী দুরাচারী সরকারের সামনে নীরবতা পালন ইসলামী জাতির জন্য কলঙ্কজনক।

❑ মুসলিম জাতিগুলোর উচিত স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে আমাদের মুজাহিদদের আত্মত্যাগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা এবং পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা এবং আজাদী ও মানবিক জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর হওয়া।

❑ ইরানের মুসলমানদের বিজয় নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যান্য উৎপীড়িত মজলুম জাতির, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের জাতিগুলোর জন্য উত্তম আদর্শ হবে। কেননা এ বিজয় প্রমাণ করেছে যে, কিভাবে

একটি জাতি ইসলামের বিপ্লবী আদর্শের ওপর ভরসা করে মহাশক্তিগুলোর ওপর বিজয় লাভ করতে পারে।

মজলুম মোস্তাযয়াফরা জেগে উঠুন

❑ হে বিশ্বের মজলুম মোস্তাযয়াফরা! জেগে উঠুন ও সংঘবদ্ধ হোন এবং অত্যাচারীদের ময়দান থেকে তাড়িয়ে দিন। কেন না পৃথিবীটা হচ্ছে আল্লাহর আর বঞ্চিত মোস্তাযয়াফরা এর উত্তরাধিকারী।

❑ হে বিশ্বের মুসলমানগণ! হে জালিমদের আধিপত্য কবলিত মোস্তাযয়াফরা! জেগে উঠুন ও পরস্পর ঐক্যের হাত বাড়ান এবং ইসলাম ও নিজেদের ভাগ্যকে প্রতিরক্ষা করুন আর শক্তিধরদের হুমকিতে ভীত হবেন না।

❑ হে বিশ্বের মুসলমান ও মোস্তাযয়াফরা! জেগে উঠুন এবং নিজেদের ভাগ্যকে নিজ হাতে তুলে নিন। আর কত কাল বসে বসে দেখবেন যে আপনাদের ভাগ্য ওয়াশিংটন ও মস্কো নির্ধারণ করছে।

❑ বিশ্বের সর্বহারা মোস্তাযয়াফরা যদি সম্মানজনক মানবিক জীবন যাপন করতে চায় তাহলে বিশ্বের সকল মোস্তাযয়াফকে পরস্পর এক 'হতে হবে এবং ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিগুলোর ক্ষমতাকে সীমিত করতে হবে।

❑ হে বিশ্বের মোস্তাযয়াফরা! হে ইসলামী দেশসমূহ! হে বিশ্ব মুসলিম! অভ্যুত্থান করুন এবং সর্বশক্তি দিয়ে অধিকার আদায় করুন।

❑ হে বিশ্বের মোস্তাযয়াফরা! মানুষখেকো জালিম মোস্তাকবিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন এবং ওদের কাছ থেকে স্বীয় অধিকার আদায় করুন। আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন এবং তার ওয়াদার কোন খেলাপ হয় না।

❑ জেগে উঠুন এবং ঘুমন্তদের জাগিয়ে তুলুন। জিন্দা হোন এবং মৃতদের জিন্দা করুন। কালো ও লাল সাম্রাজ্যবাদীদের এবং মূল্যহীন আত্মবিক্রেতা অনুচরদের উৎখাত করার জন্য তাওহীদের পতাকাতলে আত্মত্যাগ করুন।

❑ প্রতিটি অঞ্চল ও প্রতিটি দেশের মজলুম মোস্তাযয়াফদের উচিত দৃঢ় মুষ্ঠাবদ্ধ হাতে স্বীয় অধিকার আদায় করা। তাদের এ আশায় বসে থাকা উচিত নয় যে, ওরা তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে। কেননা, জালিম মোস্তাকবিররা কারো অধিকার ফিরিয়ে দেবে না।

❑ হে বিশ্বের মোস্তাযয়াফরা! উঠে দাঁড়ান এবং পরাশক্তিবর্গের মুকাবিলা করুন। যদি ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তাহলে ওরা কিছুই করতে পারবে না।

❑ ইতিহাসের বঞ্চিত ও অত্যাচারিতদের উচিত নিজেদেরই অভ্যুত্থান করা এবং এ প্রত্যাশা না করা যে অত্যাচারীরা তাদেরকে শিকল থেকে মুক্ত করবে।

❑ চূড়ান্ত বিজয় এটাই যে, সকল দেশ ও সকল মজলুম মোস্তাযয়াফ সকল জালিমের উপর বিজয় লাভ করবে।

❑ মোস্তাযয়াফ জাতির খুশীর ঈদ সেদিনই যেদিন জালিম মোস্তাকবিররা দাফন হবে।

জুলুম ও জুলুম মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

❑ আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে আমরা না জুলুম করবো, না জুলুম মেনে নেবো।

❑ না কারো উপর জুলুম করবো, না অন্যদের জুলুম মেনে নেবো।

❑ না অন্যাদের উপর জুলুম করবো, না অন্যাদের জুলুম মেনে নেবো।

❑ ইসলামী উম্মাহ এমন এক জীবনাদর্শের অনুসারী যে জীবনাদর্শের পরিকল্পনার সার নির্যাস হলো দু'টি কথা (মূলনীতি)ঃ লা তাযলিমুনা ওয়া লা তুযলামুন ..... অর্থাৎ জুলুম করো না এবং জুলুম মেনেও নিয়ো না।

❑ আমরা ইসলামের মহানবীর নেতৃত্বের অধীনে এ দু'টি কথা বাস্তবায়ন করতে চাইঃ জালেম ও হবো না, মজলুমও থাকবো না।

❑ জালিম তার জুলুম থেকে যত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে মজলুম জালিমের জুলুম থেকে তত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

❑ আমাদের জাতি যেমনি হক ও ন্যায়ের সামনে মাথা নতকারী তেমনি জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াকু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী বিপ্লব

❑ এ বিপ্লব বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সকল বিপ্লবের সেরা ও সর্বোত্তম বিপ্লব।

❑ আমাদের মহান ইসলামী বিপ্লবে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব হওয়ার আগে আধ্যাত্মিক ও রুহানী বিপ্লব।

❑ এ বিষয়টি জেনে রাখুন যে, আমাদের বিপ্লবের মত এতো ভালো বিপ্লব এ পর্যন্ত আর ঘটেনি।

❑ আমাদের জনগণের বিপ্লব এমন এক বিপ্লব যা স্বয়ং জনগণের ওপর নির্ভরশীল। তাই জনগণের উচিত নিজেদের বিপ্লবের পরিণতিগুলো (দুঃখকষ্ট) সম্পর্কে অনুযোগ না করা।

❑ ইরান বিপ্লবকে মুমিন লোকদের মাধ্যমে হেফাজত করেছে এবং এখনো মুমিনদের হাতেই বিপ্লব এগিয়ে যাচ্ছে।

❑ আমাদের দুশমনদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, বিশ্বের কোন বিপ্লবই আমাদের বিপ্লবের মত কম ক্ষতিতে ও ব্যাপক সাফল্য নিয়ে ঘটেনি। আর এটা ইসলামের বরকত বৈ অন্য কোন কারণে হয়নি।

❑ ইরানের যুবক শ্রেণী ও জনতার বিপ্লব খোদায়ী বিপ্লব ও আসমানী আন্দোলন যা কুরআন ও ইসলামকে জিন্দা করেছে।

❑ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের প্রতিরক্ষা করবো এবং এ প্রিয় জীবনাদর্শকে অক্ষত রাখার জন্য প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকবো। কেননা, এ বিপ্লব বিশ্বের মজলুম মোস্তাযয়াফদের নাজাত ও জালিম মোস্তাকবিরদের দমনের কারণ। অন্যদিকে নফ্সানী খায়েশ হচ্ছে শয়তানের সম্পদ।

❑ আজ পর্যন্ত আপনারা এমন কোন বিপ্লব খুঁজে পাবেন না যা ইরানের বিপ্লবের মতো এতো সুফলপূর্ণ ও ন্যূনতম ক্ষতির শিকার।

❑ বিপ্লব একটি শিশুর মতো যাকে অবশ্যই লালন করতে হয়। একে লালন-পালন ও বড় করার জন্য পরিচর্যা আবশ্যক।

❑ আমাদের জাতিকে দৃঢ়সংকল্প হতে হবে যে, যা তারা হস্তগত করেছে তা যেনো হস্তচ্যুত না করে।

❑ আমাদের পবিত্র ইসলামী বিপ্লব ইরানে লুটতরাজ ও স্বৈরতন্ত্রের আয়ু নিভিয়ে দিয়েছে।

❑ বিপ্লবের পথে ও এর বিজয়ের জন্য নিজে আত্মত্যাগী হওয়া ও কোরবানী দান (স্বজনকে) একটি অপরিহার্য বিষয়। বিশেষ করে যে বিপ্লব আল্লাহ তায়ালার জন্য, আল্লাহর দীনের জন্য ও মজলুম মোস্তাযয়াফদের উদ্ধারের জন্য সে বিপ্লবের পথে ওই কোরবানী অনিবার্য।

❑ যারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে বিকৃতভাবে দেখায় আপনারা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং সত্য যে রকম বিদ্যমান সেটাকেই তুলে ধরুন যাতে ইনশাআল্লাহ সকল ইসলামী ভূখন্ডে সত্য বাস্তবায়িত হয় এবং বাতিল (অন্যায় ও অসত্য) আপনা আপনি সকল ইসলামী রাষ্ট্র, এমনকি ইনশাল্লাহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্র থেকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

❑ এ আন্দোলন নিয়ে এগিয়ে যান এবং নিজেদের মনে নৈরাশ্যের কোন স্থান দেবেন না। কেননা, নৈরাশ্য শয়তানের সৈন্য।

❑ চেষ্টা করবেন যাতে "উড়ে এসে জুড়ে বসার দল" এবং "দীনকে দুনিয়ার কাছে বিক্রেতার গোষ্ঠী" আমাদের বিপ্লবের কুফর ও দারিদ্র্য বিনাশী উজ্জ্বল চেহারাকে বিকৃত করতে না পারে।

❑ আপনারা এমন এক বিপ্লব করেছেন ও এমন বাঁধ ভেঙ্গেছেন দুনিয়াতে যা বিরল কিংবা নজীরবিহীন।

❑ আমরা আমাদের বিপ্লবকে রফতানী করতে চাই। তবে তা তলোয়ারের মাধ্যমে হোক তা চাইনে, বরং তা প্রচারের মাধ্যমেই হোক।

❑ ইরানের জনগণ প্রমাণ করেছেন যে, তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা বরদাশত করতে পারবে কিন্তু বিপ্লবের পরাজয় ও এর নীতিমালার কোন ক্ষতি তারা কখনো সহ্য করবে না।

❑ কর্মকর্তাদের উচিত নয় ভিত্তিহীন অজুহাতে বিপ্লবের আসল হর্তাকর্তাদের সরিয়ে তাদের স্থলে অতীত সরকারের (শাহেনশাহী) উত্তরাধিকারীদের ও সেই ধ্যান-ধারণার লোকদের ক্ষমতা দেয়া।

❑ একটি মহান বিপ্লবের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষাই বিজয়ের ও লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিদর্শন।

❑ আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপ্লবের জন্য কোন আশঙ্কা করি না। বিপ্লব তার পথ পেয়ে গেছে ও সামনে এগুচ্ছে এবং তা কারো উপর নির্ভরশীল নয়।

❑ আমি আপনাদের মাঝে থাকি আর নাই থাকি সবার প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, বিপ্লবকে দুশমন ও অন্যদের হাতে পড়তে দেবেন না।

❑ যতক্ষণ আমেরিকা না যাবে এবং যতক্ষণ আমাদের দেশের ওপর থেকে পরাশক্তিবর্গের হাত খাটো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবেই, আমাদের শ্লোগান চলবেই, আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবেই এবং ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হবো।

❑ আমরা আমেরিকার সামনে এক অপদস্থ গোলাম হিসাবে ছিলাম। কিন্তু ইরান সে যিল্লতির অবসান ঘটিয়েছে এবং ইযযত পেয়েছে।

❑ জাতির ভেতর যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ পরিবর্তন খোদায়ী পরিবর্তন।

❑ এ জাতির পেছনে আল্লাহর হাত ছিলো।

❑ আমাদের জাতি পেটের জন্য আন্দোলন করেনি, আমাদের জাতি এসব ফালতু জিনিসের জন্য বিপ্লব করেনি।

❑ অন্যান্য আন্দোলনের সাথে এই আন্দোলনের এদিক থেকেই ফারাক রয়েছে যে, এ আন্দোলন গণভিত্তিক ও ইসলামী।

❑ ইরানের পবিত্র বিপ্লব হচ্ছে ইসলামী বিপ্লব। এদিক থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বিশ্বের মুসলমানগণ এতে প্রভাবিত হবে।

বিজয় ও বিভয় লাভের কারণ

❑ আপনাদের বিজয়ের চাবিকাঠি হচ্ছে ঈমান ও সবার এক বাক্য হওয়া।

❑ ইরানের সংগ্রামী জনতা আল্লাহর প্রতি ঈমান ও একতার বলে সকল পরাশক্তির সমর্থনপুষ্ট বিশাল এক শয়তানী শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছে এবং দেশের উপর থেকে সকল পরাশক্তির হাত কেটে দিয়েছে।

❑ আল্লাহর উপর ঈমান ও একতার বলে আপনারা সকল পরাশক্তিকে তাড়াতে পেরেছেন।

❑ যে রহস্যটি আপনাদের বিজয়ী করেছে তাহলো আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগ।

❑ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ইসলামের মূল নীতিমালার প্রতি ঈমানই আপনাদের বিজয়ী করেছে।

❑ ঈমানের বলেই এবং সমগ্র জাতির ইসলামী দাবীদাওয়ার ফলেই আমরা বিজয়ী হয়েছি, সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জামের কারণে নয়।

❑ আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমরা 'কেনো' বিজয়ী হয়েছি। এই 'কেনো' কে যদি বুঝি তাহলে যে কারণে বিজয়ী হয়েছি সে কারণকে হেফাজত করার চেষ্টা চালাবো।

❑ আমাদের বিজয়ের ভেদ ছিলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি মনোযোগ ও ইসলামের প্রতিরক্ষা।

❑ আল্লাহু আকবর ধ্বনিই আমাদের বিজয়ী করেছে। এখনো আমাদের অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহু আকবর। একতাই আমাদের বিজয়ী করেছে। এখনো আমাদের অস্ত্র হচ্ছে একতা।

❑ আল্লাহর দয়াতেই আপনারা কোন সংগঠন ছাড়া ও সামরিক সাজসরঞ্জাম ব্যতীত বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

❑ আল্লাহর প্রতি মনোযোগকে সংরক্ষণ করুন যাতে বিজয়ী থাকতে পারেন।

❑ আল্লাহর পবিত্র হাত যে আপনাদের মাথার উপর বিস্তারিত রয়েছে এবং অনুগ্রহ যে আপনাদের ওপর ছায়া বিস্তার করেছে তার মর্যাদা বুঝবেন ও একে সংরক্ষণ করবেন। যদি তা হেফাজত করতে পারেন তাহলে সকল পর্যায়েই আপনারা বিজয়ী হবেন।

❑ কোন বিজয়কে প্রতিরক্ষা করা খোদ্ বিজয় লাভের চেয়েও কঠিন কাজ।

❑ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন জাতির ভাগ্যে বহু বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার অভাবে ও শৈথিল্যের কারণে ওসব বিজয় হাতছাড়া হয়ে যায়।

❑ আমাদের জাতি ইসলামের উপর ভরসার কারণেই এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে পেরেছে।

❑ হে ভাই সকল! ঈমান ও ইসলামের উপর নির্ভরতার কারণেই আমরা বিজয়ী হয়েছি।

❑ ইসলামী আচরণ ও চরিত্র অর্থাৎ যে শক্তি আপনাদের বিজয়ী করেছে, তাকে সংরক্ষণ করুন।

❑ লক্ষ্য যখন ইসলামী হয় তখন বিজয়ও পিছু পিছু আসে।

❑ যে জনগোষ্ঠীর প্রতি আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে তার কোন পরাজয় নেই।

❑ কোন জাতি যদি ঈমানের বলে আন্দোলন করে তাহলে এর বিরুদ্ধে কোন শক্তিই দাঁড়াতে পারে না।

❑ আমরা সমগ্র বিশ্বকে দেখাতে চাই যে, ঈমানী শক্তিকে পরাশক্তিবর্গও পরাজিত করতে পারে না।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত হক ও ন্যায়ের উপর থাকবো ততক্ষণ আমরা বিজয়ী।

❑ তলোয়ার বিজয় আনে না, বরং রক্তই বিজয় আনে।

❑ আপনারা খালি হাতে এমন এক অসাধারণ শয়তানি শক্তির উপর বিজয়ী হয়েছেন যার প্রতি সকল পরাশক্তির সমর্থন ছিল।

❑ আমরা হকের উপর আছি আর হক বাতিলের উপর বিজয়ী।

❑ আপনারা হক পথে রয়েছেন ও বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। এজন্যে অটলতা আবশ্যক। অটলতা ও অধ্যবসায় না থাকলে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারবেন না।

❑ যে দেশের সর্বস্তরের জনতা ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্যে এতো প্রস্তুত সে দেশ নিশ্চয়ই বিজয়ী।

❑ আপনারা হক পথে আছেন ও বাতিলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। হক নিশ্চয়ই বিজয়ী।

❑ এমনটি নয় যে, পরাজয় বরণের ভয় আমাদের রয়েছে। প্রথমতঃ আমরা পরাজিত হবো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। দ্বিতীয়তঃ না হয় আমরা 'বাহ্যিক পরাজয়' বরণই করলাম, কিন্তু 'নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয়' আমাদের হবে না। আধ্যাত্মিক বিজয় ইসলামের সাথেই রয়েছে, মুসলমানদের পাশেই রয়েছে।

❑ আমাদের কোন ভয়ভীতি নেই, কারণ আমরা সত্যপন্থী। যখন আমরা সত্য ও হক পথে রয়েছি তখন বিজয়ী হলেও আমরা হকপন্থী আবার পরাজিত হলেও আমরা হকপন্থী।

❑ সারা বিশ্বও যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং আমাদের যদি ধ্বংসও করে তবু আমরা বিজয়ী।

❑ যে আল্লাহর সাথে আছে আল্লাহও তার সাথে আছে এবং বিজয়ও তারই সাথে রয়েছে।

❑ আপনারা নিশ্চয়ই বিজয়ী। কেননা ইসলাম আপনাদের পৃষ্ঠপোষক।

❑ অটল ও অবিচল থাকুন। কেননা আপনারা বিজয়ী।

❑ সংখ্যা কম হলে কি হবে যদি আত্মিক ক্ষমতা থাকে, যদি সংহতি-সমন্বয় থাকে এবং ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি ঠিক থাকে তাহলেই দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারবে না।

❑ বিজয় এতেই যে আল্লাহ তায়ালার সুনজরে থাকবেন; বিজয় এতে নয় যে দেশ দখল করবেন।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের মন মানসিকতা শক্তির ওই উৎসের (আল্লাহ) প্রতি নিবদ্ধ থাকবে ততক্ষণ আপনারা বিজয়ী। এর থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন না।

❑ আমাদের বিপ্লবের বিজয় এমন এক বিজয় যা ইসলামের বরকতে, ইসলামের প্রতি ঝোঁক-প্রবণতা ও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে অর্জিত হয়েছে।

❑ এ বিজয় আমার সাথে সম্পর্কিত ছিল না; আমিতো একজন ছাত্র। সুতরাং একে (বিজয়) আমার সাথে সম্পর্কিত করবেন না মোটেও। জাতির সাথেও এ বিপ্লব সম্পর্কিত ছিল না। এ বিজয়ের সম্পর্ক কেবল আল্লাহর সাথে।

❑ চিরঞ্জীব হোক আল্লাহু আকবার খচিত পতাকা। এ পতাকাই ইরানের মহান জাতির বিজয়ের চাবিকাঠি।

❑ বিপ্লবের বিজয় সমগ্র জাতির কাছে ঋণী।

❑ খোদ্ বিজয় অর্জন থেকেও কঠিনতর হচ্ছে বিপ্লবের প্রতিরক্ষা।

❑ চূড়ান্ত বিজয় তখনই আসবে যখন ইসলাম তার সকল দিক-বিভাগ ও সমগ্র হুকুম-আহকাম নিয়ে ইরানে বাস্তবায়িত হবে। এর চেয়েও বড় বিজয় হবে যখন বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে। ইসলামই মানব জাতির সৌভাগ্যের কারণ।

আল্লাহর দিবস

❑ "পনেরোই খুরদাদ" (৫ জুন, ১৯৬৩) ইরানের ইসলামী আন্দোলনের সূচনালগ্ন।

❑ পনেরো খুরদাদের ঘটনা ক্ষমতাসীন সরকারের জন্যে মহাকলঙ্ক বয়ে আনে। এ ঘটনা বিস্মৃত হবারনয়।

❑ "পনেরোই খুরদাদ" ও "১৯শে দেই"[৩২] কে (৯ জানুয়ারী–১৯৭৮) অবশ্যই জিন্দা ও চিরন্তন করে রাখতে হবে যাতে শাহের জল্লাদী আচরণ বিস্মৃত না হয় এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম রাজা–বাদশাদের রক্তপিপাসু অপরাধ যজ্ঞের কথা জানতে পারে।

❑ আমি পনেরোআ খুরদাদকে চিরকালের জন্যে সাধারণ শোক দিবস হিসাবে ঘোষণা করলাম।

❑ পনেরোই খুরদাদের গণঅভ্যুত্থান জালিম শাহীর রূপকথাকে ভেঙ্গে দেয় এবং যাবতীয় শাহী কল্পকাহিনী ও দর্পকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে।

❑ সংগ্রামের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণতম রক্তাক্ত অধ্যায় হচ্ছে পনেরোই খুরদাদের আশুরা।

❑ ইরানের মহান জাতির উচিত পনেরোই খুরদাদ বার্ষিকীতে জানপ্রাণ দিয়ে আল্লাহর সীমাহীন নেয়ামত সমূহের শুকরিয়া আদায় করা।

❑ প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৩ সনের ৫ই জুনের (পনেরোই খুরদাদের) আন্দোলনের ফলই হচ্ছে ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী তথা ২২ বাহমানের বিজয়।

❑ "১৭ শাহরিভার" হচ্ছে আল্লাহর দিবস (ইয়াওমুল্লাহ)

❑ ১৭ শাহরিভার[৩৩] দিবস হচ্ছে মানবতা ও ইসলাম বিরোধী জালিম শাহীর অপরাধ যজ্ঞের বিবরণদাতা দিবস ও আল্লাহর দিন। এ দিন অত্যাচারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে জাতির প্রতিরোধ, বীরত্ব ও সংগ্রামের নিদর্শন। এ দিবস ইরানের সংগ্রামী জাতির স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে ও থাকবে।

❑ ১৭ শাহরিভারের (কালো শুক্রবার) তিক্ত স্মৃতি এবং এই জাতির ওপর আপতিত অন্যান্য মহান দিবসের তিক্ত স্মৃতি স্বৈরাচার ও দাম্ভিক শক্তিবর্গের প্রাসাদগুলোর পতন এবং ন্যায়–ইনসাফপূর্ণ ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুমিষ্ট ফল এনে দিয়েছে।

❑ ১৭ শাহরিভার (আটাত্তরের ৮ই সেপ্টেম্বর) হলো ইয়াওমুল্লাহ (আল্লাহর দিবস)। ইরানের সম্মানিত জাতির উচিত এ দিবসকে অমর করে রাখা।

❑ আমি হযরত ওয়ালী আছর ইমামে যামান (ইমাম মাহদী–আল্লাহ তাঁর আগমন ত্বরান্বিত করুন)–তার পক্ষ থেকে ১৩৯৮ হিজরীর চতুর্থ শওয়াল (১৭ শাহরিভার) দিবসে বিশ্বের সকল মুসলমান, বিশেষ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোকে শোকবার্তা জানাচ্ছি এবং একই সাথে মুবারকবাদও দিচ্ছি (শাহাদাতের তাওফিক ও সুউচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য)।

❑ আল্লাহ সাক্ষী যে আমার মোস্তফা[৩৪] একা নয় যে তার বার্ষিকী (শাহাদাত) নিকটবর্তী। বরং শাওয়ালের ঘটনায়[৩৫] খুনরাঙ্গা সকল শহীদই আমার মোস্তফা।

❑ তেরই আবান[৩৬] দিবস হলো দুষ্কৃতকারী (শাহী) সরকারের বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বর হামলা পরিচালনা ও আমাদের প্রিয় ছাত্রদের পাইকারী হত্যা দিবস।

❑ যে জাতি খুনরাঙা পনেরোই খুরদাদ দিবস, ঝরানো খুনের বিজয়বার্তা ঘোষণা দিবস '১৭ শাহরিভার' এবং শাহী সরকারের কলঙ্কের দিবস 'শুক্রবার'কে গৌরব ও বিজয়ের সাথে অতিক্রম করতে পেরেছে সে জাতি অর্থনৈতিক ও সামরিক অবরোধগুলোকে মোটেও ডরায় না। ওরাই ডরায় যারা অর্থনীতিকে অবকাঠামো, পেটকে কেবলা ঘর ও দুনিয়াকে মকছুদ ও লক্ষ্যস্থল বলে মনে করে।

❑ আশুরার ওপর সালাম, ১৫ই খুরদাদের ও ২২শে বাহমানের প্রতি সালাম এবং আইয়্যামুল্লাহ (আল্লাহর দিবসগুলো) ও ইরানের সম্মানিত মহান জাতির প্রতি সালাম ও দোয়া।

❑ আল্লাহর দিন ২২ বাহমান[৩৭] (বিপ্লব বিজয় দিবস) ও এর স্রষ্টাদের (শহীদ ও সংগ্রামীরা) প্রতি সালাম ও দোয়া।

❑ আমাদের সারা জীবন ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে ২২ বাহমানকে (১১ ফেব্রুয়ারী) আদর্শ হতে হবে। সবার উচিত এ দিবসকে হেফাজত করা ও সম্মান দেখানো। কেননা এদিবসে কুফরীর উপর ঈমান, তাগুতের উপর আল্লাহর ও কুফরীর উপর ইসলামের বিজয় লাভ করেছে।

❑ ২২ বাহমান এমন দিন যখন জাতি ও সামরিক বাহিনী একাত্ম হয়ে যায়; সামরিক বাহিনী এদিনে তাগুত (খোদাদ্রোহী শাসক) ছেড়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ও জনতার পৃষ্ঠপোষকতায় তাগুতের উপর বিজয়লাভ করে। এ তাৎপর্যকে আমাদের সারা জীবনের আদর্শ হতে হবে।

❑ ২২ বাহমান প্রমাণ করেছে যে, যে জাতি ঐক্যবদ্ধ, যে জাতির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খোদায়ী, স্রেফ বস্তুগত নয় এবং সবাই এক বাক্য ও এককথার অধিকারী সে জাতির উপর কেউ বিজয়লাভ করতে পারে না। তারা শয়তানী শক্তি প্রমাণও পেয়েছে যে এমন জাতিই তাদের উপর বিজয়লাভ করেছে।

❑ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি করুণা করেছো ও ২২ বাহমানের মত দিবসে তোমার দুশমনদের উপর আমাদের বিজয়ী করেছো এবং মজলুম জাতির হাত তুমি ধরেছো আর দুই জাহানের (ইহকাল ও পরকাল) ধ্বংসের খাদ ও জাহান্নামের পিচ্ছিল পথ থেকে তোমার করুণার সুউচ্চ দুর্গে উঠিয়েছো।

❑ ১৭ শাহরিভার আশুরার পুনরাবৃত্তি ও ময়দানে শুহাদা[৩৮] কারবালারই পুনরাবৃত্তি এবং আমাদের শহীদরা কারবালার শহীদানেরই পুনরাবৃত্তি এবং আমাদের জাতির দুশমনেরা ইয়াজিদ[৩৯] ও তার অনুচরদেরই প্রতীক।

একতা ও ভ্রাতৃত্ব

❑ সকল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের একতাবদ্ধ হতে হবে।

❑ মূলতঃ ইসলামের প্রতি দাওয়াত মানেই একতার প্রতি দাওয়াত।

❑ কুরআনের নির্দেশ অনুসারে সমগ্র বিশ্বের মুমিনরা ভাই ভাই আর ভাইয়ে ভাইয়ে সমান সমান।

❑ ইসলামের ভ্রাতৃত্বই সকল কল্যাণের মূল।

❑ আপনারা ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেই এ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছেন এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখেই সামনের দিকে এগিয়ে যান।

❑ আমি বার বার ঘোষণা দিয়েছি যে, ইসলামে বর্ণ, ভাষা, গোত্র ও অঞ্চলের প্রাধান্য নেই। সকল মুসলমান কি সুন্নী, কি শিয়া, সবাই ভাই ভাই ও সমান সমান। সবাই ইসলামের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী।

❑ ইসলামে শিয়া-সুন্নীর প্রশ্ন নেই, ইসলামে কুর্দী[৪০] -ফার্সীর প্রশ্ন নেই, বরং সবাই পরস্পর ভাইভাই।

❑ এখন আমরা সবাই এ দায়িত্ব নিতে বাধ্য যে, পরস্পরের প্রতি হাত বাড়াবো, ভাই ভাই হবো এবং সবাই মিলে ইরানকে গড়ে তুলবো।

❑ এখন আমাদের সবার জন্য যা জরুরী তা হলো এ একতাকে হেফাজত করা।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত "এক" থাকবেন ততক্ষণ এই "একতা"কে কেউ ভাঙ্গতে পারবে না।

❑ যদি ইরানের স্বাধীনতার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে দীনী ঐক্য বজায় রাখুন।

❑ সাম্রাজ্যবাদের নখরথাবা থেকে কোন জাতির রেহাই পাওয়ার পথ হলো ওই জাতির মনের গভীরে শেকড় বিস্তারকারী ধর্ম।

❑ যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা নিজেদের একতা বজায় রাখবেন ততক্ষণ আল্লাহ আপনাদের সাথে থাকবেন। ইয়াদুল্লাহ মায়াল জামা'আত[৪১] (অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ সমাজের সাথেই আল্লাহর হাত)।

❑ ইরানী জাতি এই একতার বলে ও ইসলামের উপর নির্ভর করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছে আর এ চাবিকাঠিকে তারা হস্তচ্যুত করবে না।

❑ আমাদের সবাইকে এ ভেদটুকু বুঝতে হবে যে, একতাই বিজয়ের রহস্য এবং বিজয়ের এ রহস্যকে হাতছাড়া করবো না।

❑ আমরা শান্তি ও একতার ছায়াতলেই এ দেশকে ইসলামের সুমহান লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাতে পারবো।

❑ আজ ঐক্য ও সংহতির সময়। আর এটাও আল্লাহর বিরাট দয়া ও পৃষ্ঠপোষকতা।

❑ সবাই অবগত আছি যে, জাতির একতা মোজেজার মতো কতো প্রভাবই না রেখেছে ও রাখছে এবং এর বিপরীতে অনৈক্য ও বিবাদ দীর্ঘ ইতিহাসে মুসলমানদের ভাগ্যে কি দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনাই না বয়ে এনেছে।

❑ হে মহান জাতি! আপনাদের বিজয়ের চাবিকাঠি হচ্ছে একতা ও ঈমানের উপর ভরসা।

❑ এই একতা ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগ এবং আল্লাহু আকবারই আপনাদের ওসব শক্তির উপর বিজয়ী করেছে।

❑ যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সবার জন্য ফরজ তা হলো ইসলামের প্রতিরক্ষা ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা এবং তাও নির্ভর করে একতার উপর।

❑ এ একতা যেনো হস্তচ্যুত না হয় সে প্রচেষ্টা চালান। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল্লাহর প্রতি ভরসা যেনো হস্তচ্যুত না হয়।

❑ মুসলমানরা যদি এক হয় তাহলে এই জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।

❑ মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাদের বিরুদ্ধে কোন সরকারই বিজয়লাভ করতে পারবে না।

❑ ইসলাম দুনিয়ার সকল জাতি ঃ আরব, আজম, তুর্ক, ফার্স–সবাইকে ঐক্যবদ্ধ এবং ইসলামী উম্মত নামে একটি মহান উম্মত প্রতিষ্ঠা করতে এসেছে।

❑ আমরা শিয়া ও সুন্নী সবাই অবশ্যই ভাই ভাই হবো এবং অন্যরা এসে আমাদের সব কিছু লুটে নিক তা হতে দেবো না।

❑ ঐক্যবদ্ধ হওয়া সকল মুসলমানের ওপর ফরজ।

❑ প্রায় একশ' কোটি সংখ্যার মুসলমান জাতিগুলো যদি পরস্পর ভাই হয় ও পরস্পর সাম্যপূর্ণ আচরণ করে তাহলে তাদের উপর কোন বিপদই আসবে না।

❑ আমি পূর্ণ বিনয়ের সাথে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত সকল পক্ষের দিকে হাত বাড়াচ্ছি এবং জাতির সৌভাগ্যের একমাত্র পথ ইসলামী ন্যায় ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে পরস্পর সংহতি প্রতিষ্ঠার যাতে চেষ্টা চালান সে অনুরোধ জানাচ্ছি।

❏ আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলামী জাতির সকল স্তরের মাঝে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছি ও করে যাচ্ছি এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে এ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি। কেননা এর উপরই নির্ভর করছে জাতির অস্তিত্ব।

❏ গোলযোগহীন সুন্দর পরিবেশে সুন্দর ও গঠনমূলক বক্তৃতা ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় এবং মতভেদ ও উত্তেজনা ঠেকাতে খুবই উপকারী আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় স্বরূপ।

❏ শুধু মুখে মুখে ঐক্যের কথা বলবেন, অথচ এর জন্য চেষ্টা-তদবির থেকে কিনা বিরত থাকবেন-এরূপ করবেন না।। বরং কার্যতঃ পরস্পর ঐক্য প্রতিষ্ঠা করুন। আপনারা পরস্পর ভাই ভাই।

❏ আমি গুরুত্ব দিয়ে বলছি যে, যদি নেতৃবৃন্দ পরস্পর সুসম্পর্ক রাখেন তাহলে এ দেশ বিপদাপন্ন হবে না। এ দেশ যদি ক্ষতির শিকার হয়, তবে তা নেতৃবৃন্দের মতভেদের কারণেই হবে।

❏ আমি সব সময় এ সুপারিশই করে এসেছি যে, যদি কিছু একটা করতে চান তাহলে পরস্পর এক হন। যদি প্রত্যেকে একেক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এ যায় এক দলে আর সে যায় অন্য দলে তাহলে এর প্রাথমিক ব্যবহারই হবে বিদেশীদের মাধ্যমে।

❏ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবো। যদি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো না।

❏ যদি চান যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এবং শির্ক ও কুফরীর যাবতীয় নির্দশন এদেশ থেকে মুছে যাক তাহলে এই একতা ও এই আন্দোলনকে হেফাজত করুন।

❏ যদি কোন জাতি বিপদাপন্ন না হতে চায় তাহলে ওই জাতিকে প্রথমতঃ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ যে কোন কাজেই নিয়োজিত থাকুক না কেনো তাকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পাদন করতে হবে।

❏ সেপাহ (বিপ্লবী গার্ড) বাহিনী থেকে সামরিক বাহিনী, বিপ্লবী কমিটি থেকে সেপাহ বাহিনী এবং গণবাহিনী থেকে বিপ্লবী কমিটি ইত্যাদি আলাদা কিছু নয়। তারা সবাই ও আবার উপজাতীয়দের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। [৪২] আমরা এমন সব ভাই যাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের রূহগুলো বরং এক।

❏ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনী এক নির্ধারিত লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সবার উচিত ইসলাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরোধী শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হওয়া।

❏ আজ সৎসাহসী জাতি এবং বীর সামরিক ও বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর ভেতর যে ঐক্য ও সংহতি বিরাজ করছে তা ইরান ও বিশ্বের ইতিহাসে নজীর বিহীন।

❏ যুদ্ধের জন্য আমরা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ও প্রস্তুত কেননা আমরা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি ও হচ্ছি এবং জুলুমের শিকার হয়েছি।

❏ ছাত্র, শিক্ষক, বিদ্যার্থী, শিক্ষিত শ্রেণী সবার উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজেদের একতা সংরক্ষণ করা এবং ইসলামী বিপ্লবকে সমর্থন দান।

❏ ভাই ভাই হবো। কেননা শত্রুতা জাহান্নামবাসীদের ব্যাপার।

❏ আজ আপনাদের বিজয়ের চাবিকাঠি হচ্ছে একতা।

❏ আজ আপনাদের প্রয়োজন এক কথায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আজকের চেয়ে আগামীকাল এ প্রয়োজন আরো বেশী এবং আগামী কালের চেয়ে পরের দিন তার প্রয়োজন আরো ব্যাপক।

❏ আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবার ওপর রহমত এসেছে এবং সর্বস্তরের জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

❑ নিশ্চিত থাকুন যে, কোন জাতি যখন একটি ইসলামী বিষয়ে সংঘবদ্ধ হয়, যেমনটি ঘটেছে বলেও প্রত্যক্ষ করলেন, কোন শক্তিই তাদের পিছু হটাতে পারবে না।

❑ সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই ও সমান সমান এবং তাদের কেউই অন্যদের থেকে আলাদা নয়। তাদের সকলের উচিত ইসলাম ও তাওহীদের পতাকাতলে অবস্থান করা।

মতভেদ ও অনৈক্য

❑ অনৈক্য আসে শয়তান থেকে আর একতা ও সংহতি আসে রহমান (আল্লাহ) থেকে।

❑ হে, আমার প্রিয়জনেরা! শয়তানের প্ররোচনাস্বরূপ যে মতভেদ তা থেকে বিরত থাকুন।

❑ যদি আপনারা আমার সাথে ও আমি আপনাদের সাথে মুকাবিলা করি তাহলে অন্যরা এ থেকে সুযোগ নেবে এবং আমাদের হাতে কিছুই আসবে না।

❑ যা আমাদের সবচেয়ে বেশী আঘাত হানে তাতো আভ্যন্তরীণ অনৈক্য।

❑ যে সমস্ত বিষয় থেকে অনৈক্যের দুর্গন্ধ আসে তা নিঃসন্দেহে শয়তানের কাছ থেকে আসে।

❑ পরাশক্তিবর্গ যুদ্ধ ও সামরিক আগ্রাসন চালিয়েও কিছু করার ব্যাপারে নিরাশ হয়েই শয়তানীতে হাত দিয়েছে এবং আপনাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করতে ও আপনাদের ভেতর অনৈক্য স্থাপন করতে চাচ্ছে।

❑ আজ নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ আত্মহনন ও আত্মহত্যার শামিল। আজ বিভেদ সৃষ্টিও আত্মহত্যা।

❑ আজ মতভেদ যার মুখ থেকেই এবং যে কোন অস্তিত্বের কাছ থেকেই আসুক না কেনো এ মুখ শয়তানের মুখ।

❑ আমি সমগ্র দেশব্যাপী ও সমগ্র জাতিকে সতর্ক করছি, যদি এ সমস্ত মতভেদ সৃষ্টির অনুসরণ করেন আর তা যে কোন লোক থেকেই সৃষ্টি হোক না কেনো, তাহলে আপনাদের দেশ আমেরিকার থাবায় গিয়ে পড়বে।

❑ জাতীয়তাবাদের চেয়েও বিপজ্জনক ও দুঃখজনক হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে শিয়াদের অনৈক্য সৃষ্টি এবং ইসলামী ভাইদের ফেতনামূলক ও শত্রুতামূলক প্রচার-প্রপাগাণ্ডা।

❑ আজ আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় গুনাহ হচ্ছে অনৈক্য সৃষ্টি ও মুনাফেকীর জন্মদান।

❑ সরকার, মজলিস পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগের এ উপলব্ধি করা উচিত যে তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে আর তাহলো অনৈক্যের অধিকারী না হওয়া।

❑ যদি আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দের ফারাক থাকে ও দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্য থাকে তাহলে আমাদের উচিত একত্রে বসা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করা এবং মনের কথা প্রকাশ করে সমাধান করা।

❑ দৃষ্টিভঙ্গিগত মতভেদকে ভালো পরিবেশে ভ্রাতৃত্বপূর্ণভাবে সমাধান করুন।

❑ আজ যে কোন বিষয় সম্মানিত জাতিকে মুল পথ থেকে বিভ্রান্ত করবে তা-ই শয়তানী কাজ এবং শয়তানদের উস্কানিতেই উত্থাপিত।

আজাদী

❑ আজাদী এক বিরাট খোদায়ী নেয়ামত।

❑ জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্ত আমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করবো।

❑ আজাদী এমন এক আসমানী নিদর্শন যা আল্লাহপাক আমাদের নছীব করেছেন।

❑ ইসলামই আমাদেরকে এ আজাদী দান করেছে। এ আজাদীর মর্যাদা অনুধাবন করুন।

❑ সভ্যতার প্রথম ধাপই হলো জাতির আজাদী।

❑ আমাদের সবাইকে সজাগ ও সচেতন হতে হবে এ ব্যাপারে, স্বাধীনতাকে যেনো অপব্যবহার না করি।

❑ ইসলামে আজাদী রয়েছে তবে বল্গাহীন আজাদী নয়। আমরা পশ্চিমা আজাদী (স্বেচ্ছাচারিতা) চাইনা।

❑ ইসলাম একটি প্রগতিশীল ও প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রী জীবনাদর্শ।

❑ ইসলামের গণতন্ত্র পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে পূর্ণতর।

❑ ইসলামে যে আজাদী রয়েছে তা ইসলামী আইন-কানুনের চৌহদ্দীভুক্ত।

❑ 'আমদানীকৃত আজাদী' আমাদের সন্তানদের চরিত্রহীনতায় টেনে নেবে।

❑ ইসলামের কাঠামোতেই আজাদী, আইনের কাঠামোতেই আজাদী। আজাদীর ধারণায় যেনো আইন লঙ্ঘিত না হয়।

❑ ইসলামের চৌহদ্দীকে হেফাজত করুন। আজাদীর অপব্যবহার যেনো না হয়। আজাদী ইসলামেরই সীমাভুক্ত।

❑ ইসলামের আইন-কানুনই প্রকৃত আজাদী ও গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা বিধায়ক এবং দেশের স্বাধীনতাকেও তা বীমা করে থাকে।

❑ ওরা আপনাদের আজাদীকে আজাদীর শ্লোগান দিয়েই ছিনিয়ে নিতে চায়, আপনাদের মাঝে ভেজাল আজাদী প্রচলন করতে চায় এবং সত্যিকার আজাদীকে আপনাদের থেকে নিয়ে নিতে চায়।

❑ কখনো আজাদীর পথরুদ্ধ করা হয়নি ও হবেও না। জনগণ স্বাধীন, একমাত্র ওখানে ছাড়া যেখানে ধ্বংসাত্মক কিছু করার চেষ্টা হয় এবং জাতিকে পিছিয়ে দিতে চায়।

❑ পশ্চিমা ধরনের আজাদী যা যুবকদের, ছেলেদের ও মেয়েদের নষ্ট ও ধ্বংস করার কারণ হয় তা ইসলাম ও বিবেকের কাছে নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয়।

❑ যে আজাদীতে ইসলাম নেই আমরা তা চাই না।

❑ ধ্বংসাত্মক স্বাধীনতাকে অবশ্যই ঠেকাতে হবে।

❑ মানুষের বিপথগামিতা ও পতনের কারণ হচ্ছে তার স্বাধীনতা হরণ ও অন্য মানুষের কাছে তার আত্মসমর্পণ।

❑ ইরান আজ স্বাধীনচেতাদের জায়গা।

স্বনির্ভরতা ঃ পরনির্ভরতা প্রত্যাখ্যান

❑ যদি স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর হতে চাই তাহলে প্রস্তুতি নিতে হবে যে সবকিছু দিয়ে মুকাবিলা করবো।

❑ মূল কথা হলো, আমাদের এ প্রত্যয় লাভ করতে হবে যে, আমরা নিজেরাই পারবো।

❑ দেশ আমাদের নিজস্ব দেশ। একে আমাদেরই আবাদ করতে হবে।

❑ আমাদের জাতির জন্যে বৃহত্তম বিপর্যয় এই চিন্তাগত পরমুখিতাই যে, মনে করছেন সবকিছুই পাশ্চাত্যের আর আমরা সকল দিক থেকেই নিঃস্ব।

❑ যদি কোন দেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং সবদিক থেকে স্বনির্ভর হতে চায় তাহলে বাইরের থেকে আমদানী করার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে মাথা থেকে দূর করা বৈ অন্য কোন উপায় নেই।

❑ আমরা দারিদ্র্যের জীবনও যাপন করতে প্রস্তুত তবু মুক্ত ও স্বনির্ভর হতে চাই।

❑ আমাদের নিজেদের ভেতর এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, আমরাও মানুষ, আমরাও দুনিয়ারই কেউ, প্রাচ্য বলেও একটা জায়গা আছে, সবকিছুই পাশ্চাত্য নয়।

❑ আমরা জীবনের মূল্যকে আজাদী ও স্বাধীনতার মাঝে নিহিত বলে মনে করি।

❑ আমার বৃহত্তম কামনা হলো এই যে, ইরানের জনগণ জুলুমের থাবা থেকে নাজাত পাক, একটি স্বাধীন ও স্বনির্ভর দেশের অধিকারী হোক এবং এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিকারী হোক, যেখানে ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক সকল মানুষের অধিকার মান্য করা হবে আর মানবিক উন্নতি, প্রগতি ও সৌভাগ্যের দিক দিয়ে সকল জাতিসমূহের আদর্শে পরিণত হবে।

❑ হে প্রিয়, ভাইয়েরা! যদি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানীয় হতে চান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে আগ্রহী হন তাহলে পূর্ণ শক্তির সাথে অন্যদের মুকাবিলায় দাঁড়ান এবং নিজেদের মাঝে দয়ালু, স্নেহপরবশ ও বন্ধুত্বপূর্ণ হোন।

❑ দেশ গঠনে নিজেদের প্রস্তুত করুন। দশ পনেরো বছরের কষ্ট ও ক্লেশেরও দাম আছে যদি আমাদের দেশ স্বনির্ভর হয় এবং এ সমস্ত মানুষখেকো নেকড়েদের খপ্পর থেকে বের হয়ে আসে।

❑ আমার প্রিয় সন্তানেরা! আপনাদেরই এখন সর্বাধিক চেষ্টা চালাতে হবে যাতে দেশের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার চারাগাছটিতে জল সিঞ্চিত হয়।

❑ যদি অধ্যবসায়ের সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাই তাহলে আল্লাহর সমর্থনপুষ্ট হবো।

❑ জাতি ও সরকারের পরিকল্পনার সর্বাগ্রে যে বিষয়টির স্থান রয়েছে তাহলো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী থেকে শুরু করে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনিক বিভাগ পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে দেশকে স্বাধীন স্বতন্ত্র হতে হবে।

❑ যে যেখানেই থাকুক না কেনো চেষ্টা করতে হবে। আর এ চেষ্টা হবে এ জন্যে যে আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে।

❑ হিম্মত করুন যাতে বিদেশীদের প্রতি এদেশের নির্ভরশীলতার যাবতীয় রগ ও শিকড় সর্বক্ষেত্রেই কাটা পড়ে।

❑ অন্যান্য জাতি ও আমাদের জাতির বেশীর ভাগ দুর্গতির উৎস হলো বাইরের প্রতি চিন্তা-দর্শন, ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধিগত নির্ভরশীলতা

❑ ইরানের সম্মানিত জাতি! আপনারা উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে সংগ্রামে বিরাট বিজয় অর্জন করেছেন এবং আল্লাহতায়ালা ও একতার উপর নির্ভর করে, আর সর্বস্তরের জনতার অংশগ্রহণের মাধ্যমে যমানার তাগুতের (শাহ) উপর বিজয় লাভ করতে ও পরাশক্তিবর্গের পৃষ্ঠদেশে কম্পন তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

❑ সেদিনই বরকতপূর্ণ দিন যেদিন আমাদের দেশগুলো তথা ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর উপর থেকে বিদেশীদের হাত খাটো হয়ে যাবে এবং মুসলমানগণ নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।

❑ আমরা একটি স্বাধীন ইরান চাই, একটি স্বনির্ভর ইরান চাই, একটি শক্তিশালী ইরান চাই। আমরা এমন এক ইরান চাই যে, ইরানের জনগণ নিজেরাই উঠে দাঁড়াবে এবং স্বয়ং জাতিই দেশটাকে পরিচালনা করবে।

❑ যতদিন পর্যন্ত আমাদের এ দুই হাত প্রাচ্য (সাবেক সমাজতন্ত্রী ব্লক) ও পাশ্চাত্যের দিকে প্রসারিত রয়েছে ততদিন পরমুখাপেক্ষী থাকবো। আমরা যে পরনির্ভর থাকতে চাইনে এর জন্য প্রথমতঃ এ ব্যাপারে সজাগ সচেতন হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা নিজেরাই ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আমরা নিজেরাই কাজ করতে সক্ষম।

❑ এ ধারণা করবেন না যে, আমাদের অবশ্যই সকল জিনিস অন্যদের থেকে আনতে হবে বরং আপনাদের এ চিন্তা করা উচিত যে, আপনাদের সব কিছু আপনারাই তৈরী করতে পারবেন।

❑ মুসলমানদের ঈদ তখনই কল্যাণজনক ও বরকতময় হবে যখন মুসলমানেরা নিজেদের স্বাধীনতাকে এবং ইসলামের প্রথম যমানার মুসলমানরা যে শান-শওকতের অধিকারী ছিল সে শান-শওকতকে হস্তগত করতে পারবে।

❑ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না একথাটুকু বুঝতে পারবো যে আমাদেরও ব্যক্তিত্ব আছে, মুসলমানরাও একটা জাতি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং তারা নিজেরাই কাজ করতে সক্ষম ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করতে পারবো না। যদি সজাগ সচেতন হতে না চাই তাহলে কিছুই করতে পারবো না।

❑ এ দেশ থেকে স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের সকল শেকড় উৎপাটন করুন।

❑ আমাদের দেশের সহায়-সম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করুক এ অনুমতি কাউকে দেবো না।

❑ এতোসব কৃত্রিম পশ্চাদপদতার পর বড় বড় দেশের শিল্প-কারখানার প্রতি আমাদের যে প্রয়োজন তা এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা। তবে এর অর্থ এ নয় যে, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে আমরা দুই ব্লকের কোনটির উপর নির্ভরশীল হবো।

❑ আমাদের কাছে প্রাচ্য (কম্যুনিজম) ও পাশ্চাত্যের মাঝে কোন ফারাক নেই। আমরা আল্লাহ ও বীর জাতির উপর নির্ভর করে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করেছি।

❑ ইরানের জনতা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতি নির্ভর না করেই নিজ পায়ে দাঁড়াতে এবং নিজেদের ধর্মীয় ও জাতীয় সহায়-সম্পদের ভিত্তিতে বলীয়ান হতে চায়।

❑ ইরানী জনগণ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, তারা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচারের থাবা থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও স্বনির্ভর করবে এবং এ দুই স্তম্ভের উপর নিজেদের নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এ জাতির জন্যে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, কে এ নীতিমালা পছন্দ করলো আর কে করলো না।

❑ বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ভাগ্যের উপর যে কোন নামে ও যে কোন প্রকারে বিদেশী হস্তক্ষেপের আমরা বিরোধী এবং এসব হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে যাবো।

❑ আপনাদের স্বাধীনতাকামিতা ও স্বনির্ভরতার দাবী ইতিহাসের কপালে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

❑ বর্তমানের ও ভবিষ্যৎকালের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে, পররাষ্ট্রনীতিতে, দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ সংরক্ষণে, যে সব সরকার আমাদের দেশের বিষয়াদিতে নাক গলাতে ইচ্ছুক নয় তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এবং সকল দিক থেকে পরনির্ভরতাকে দৃঢ়তার সাথে পরিত্যাগে এ গুরুদায়িত্ব পালন করুন।

❑ আমরা যদি ইসলামকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আর গোলাম থাকা চলবে না।

❑ যারা আমাদের জনগণের স্বাধীনতাকে লুটতে চায় এবং যারা আমাদের দেশের আজাদীকে জনগণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় এরা প্রতিক্রিয়াশীল, না যারা জুলুম অত্যাচারের জোয়াল হতে বেরিয়ে এসে স্বাধীন স্বনির্ভর হতে চায় এরা?

❑ আশা করি জাতিসমূহের স্বাধীনতা, পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং অঞ্চলের দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের নীতিমালার ভিত্তিতেই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

❑ আমরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াবো এবং বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।

❑ আপনারা যদি স্বাধীনতা পেতে চান ও প্রকৃত আজাদী লাভ করতে চান তাহলে এমন কাজ করুন যাতে সব বিষয়ে স্বনির্ভর হতে পারেন।

❑ স্বাধীনতার প্রথম শর্তই হলো মনমগজের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতার প্রথম শর্তই হলো চিন্তার স্বাধীনতা।

❑ জাতিগুলোর উচিত নিজেদেরই ইসলামের চিন্তা করা।

❑ জাতি যদি এ প্রত্যয় লাভ করতে পারে যে আমরা বৃহৎশক্তিগুলোর মুকাবিলায় দাঁড়াতে সক্ষম তাহলে এ প্রত্যয়ের ফল হবে এটাই যে, তারা শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করবে এবং বৃহৎশক্তিগুলোকে বাস্তবেই মুকাবিলা করতে পারবে।

ইসলামী হুকুমত

❑ আমরা যেহেতু ইসলামী উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং যেহেতু ইসলামী দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের ও এদের পুতুল সরকারগুলোর দখল ও প্রভাব থেকে আজাদ করতে চাই সেহেতু ইসলামী হুকুমত (রাষ্ট্র ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন পথ আমাদের সামনে নেই।

❑ ইসলামী হুকুমত হলো জনগণের উপর খোদায়ী আইন-কানুনের হুকুমত।

❑ বিশ্বের নিঃস্ব সর্বহারাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহর ওয়াদা হলো সত্য ওয়াদা।

❑ ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা শির উঁচু করে ও শক্তির সাথে স্বীয় পথ বের করে নিয়েছে এবং দৃঢ়পদে এগিয়ে চলেছে।

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উচিত নয় কোন অবস্থাতেই তার পবিত্র এবং খোদায়ী মূলনীতি ও লক্ষ্য আদর্শ থেকে হাত গুটানো।

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্র যদি পরাজিত হয় তাহলে বাকিয়াতুল্লাহ (ইমাম মেহদী আঃ), যার উদ্দেশ্যে আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, তার পছন্দ-মাফিক ইসলামী সরকার কিংবা আপনাদের অনুগত কোন সরকার বাস্তবায়িত হতে পারবে না। বরং এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যা 'দুই পরাশক্তির' বশংবদ হবে। ফলে ইসলাম ও ইসলামী হুকুমতের প্রতি আকৃষ্ট ও নিবেদিতপ্রাণ বিশ্বের বঞ্চিত মানবতা নিরাশ হয়ে পড়বে। আর ইসলাম চিরকালের জন্য কোণঠাসা হবে।

❑ প্রিয় ইসলাম ও নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র যদি বিকৃত পথে পরিচালিত ও ক্ষতিগ্রস্ত এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় তাহলে খোদা না খাস্তা ইসলাম বহু শতাব্দীর জন্যে অবগুণ্ঠিত হয়ে থাকবে।

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিশ্বের একটি মজলুম সরকার।

❑ এটা অবশ্যই জেনে রাখবেন, খোদা না খাস্তা এই ইসলামী প্রজাতন্ত্র যদি পরাজিত হয় তাহলে তা হবে সকল যুগের সকল মুসলমানের পরাজয়।

❑ আপনাদের দেশ আজ বিশ্বের একটি বড় শক্তিশালী দেশ। এ শক্তিকে হেফাজত করার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবো।

❑ ইসলামে সর্বোত্তম সরকার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ইসলামী হুকুম কখনো সভ্যতার বিরোধী ছিলো না আর হবেও না।

❑ ইসলামী সরকার পশ্চাদমুখী নয় এবং সভ্যতার সকল নিদর্শনের সাথেই একমত তবে একমাত্র-ওসব বিষয় ছাড়া যা জাতির শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং যা জাতির সাধারণ পাক-পবিত্রতার বিরোধী।

বেলায়েতে ফকীহ

❑ বেলায়েতে ফকীহ (ফকীহ মুজতাহিদদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) মুসলমানদের জন্যে আল্লাহতায়ালার বিশেষ হাদিয়া।

❑ সংবিধানের মৌলিক ধারাসমূহের ভেতর সর্বোত্তম ধারা হচ্ছে বেলায়েতে ফকীহ সম্পর্কিত ধারা।

❑ ওয়ালী-এ-আম্‌র (বা উলুল আমর তথা কর্তৃত্ববান নেতা) হচ্ছে আল্লাহর হুজ্জত (যুক্তি বা দলিল)।

❑ পথ প্রদর্শক (হাদী) ব্যতীত জাতি কোন কাজই সম্পন্ন করতে পারে না।

❑ আমি সমগ্র জাতি ও সকল সশস্ত্র বাহিনীকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, ইসলামী সরকারের বিষয়াদি যদি ফকীহ (ইসলামী ফেকাহ বা আইনশাস্ত্রবিদ আলেম) ও বেলায়েতে ফকীহের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তাহলে এদেশের উপর কোন ক্ষতিই আপতিত হবে না।

❑ আসমানী দীনসমূহ এবং মহান ইসলামে রাহবার পথ প্রদর্শক (নেতা) ও রাহবারী (নেতৃত্ব) এমন কিছু নয় যে, স্বয়ং তা মূল্য ও মর্যাদার অধিকারী এবং খোদা না খাস্তা ওই মানুষকে (রাহবার) গর্ব ও আত্মম্ভরিতায় ঠেলে দেয়ারও কিছু নয়।

❑ যদি কোন ফকীহ কোন ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা করে তাহলে বেলায়েত (নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) থেকে পতিত হবেন (অর্থাৎ নেতৃত্বের অধিকার হারাবেন)।

❑ ফকীহ যদি বাঁকা পথে পা বাড়ায় এবং এমনকি কোন ছগীরা (ছোট) গুনাহও করে বসে তাহলেই বেলায়েতচ্যুত হবেন। বেলায়েত (নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব) এমন কোন বিষয় নয় যে সহজেই যার তার হাতে দেয়া হয়।

❑ ফকীহ জনগণের উপর জোর-জবরদস্তি করতে চায় না। যদি কোন ফকীহ জবরদস্তি (উৎপীড়ন) করতে চায় তাহলেই তার বেলায়েত খতম হয়ে যাবে।

❑ বেলায়েতে ফকীহই স্বৈরাচারকে ঠেকায়। বেলায়েতে ফকীহ না হলেই স্বৈরাচার কায়েম হয়।

❑ গাদীর সম্পর্কিত হাদীসে (হযরত আলীর বেলায়াত) যে বেলায়েতের কথা উল্লেখিত আছে তা হুকুমতের (সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা) অর্থেই, আধ্যাত্মিক মর্যাদার অর্থে নয়।

জনগণের মর্যাদা ও ভূমিকা

❑ জনগণই এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছে এবং এরপর থেকেও জনগণকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

❑ আমাদের যা কিছু আছে সবতো এ জনগণেরই কাছ থেকে। অবশ্য এ ইসলামী জনগণও আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়েই এসব কাজ সম্পন্ন করেছে।

❑ আজ এমন যুগ যে জনগণই তাদের চিন্তাবিদদের পথ দেখানোর আলোকবর্তিকা এবং এদেরকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুকাবিলায় আত্মসমর্পণ ও আত্মবিস্মৃতি থেকে নাজাত দিচ্ছে। আজ জনতারই আগে চলার দিন এবং তারাই 'এ যাবৎকালের পথ প্রদর্শকদের' পরিচালক।

❑ আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে, আপনারাই বিজয়ী এবং কোন শক্তিই আপনাদের মুকাবিলা করতে পারবে না। কারণ আপনাদের এ ক্ষমতা জনগণেরই ক্ষমতা।

❑ একটি জাতি যখন কোন কিছু করতে চায় তখন তা হবেই।

❑ কোন জাতি যখন কোন কিছু চায় তখন কেউ এর বিরোধিতা করতে সক্ষম নয়।

❑ কোন শক্তিই জনগণের অক্ষয় শক্তির সামনে টিকে থাকতে পারে না।

❑ আমাদের এটা জানা আবশ্যক যে, জাতিগুলো যদি কিছু চায় তবে তা বাস্তবায়িত হবেই।

❑ কোন জাতির ভাগ্য সে জাতির হাতেই নিহিত।

❑ প্রত্যেক জাতির ভাগ্য তাকেই নির্ধারণ করতে হবে।

❑ কোন জাতির ইচ্ছা–আকাঙ্খা যদি আল্লাহর মর্জি–মুতাবিক হয় তাহলে অসম্ভবগুলো সম্ভব ও অবাস্তবগুলো বাস্তব হতে বাধ্য।

❑ আমরা জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখি।

❑ জনগণের মতামত গ্রহণ একটি আবশ্যকীয় বিষয়। পয়গাম্বর আকরাম জনগণের মত নিতেন। তিনি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং সত্যের প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

❑ নাজাতের শুরুটা স্বয়ং জনগণ থেকেই।

❑ জনগণের অবগতি এবং তাদেরই নির্বাচিত সরকারের সাথে তাদের অংশগ্রহণ, নিয়ন্ত্রণ ও সহগামিতা নিজেই সমাজে নিরাপত্তা সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধায়ক।

❑ ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী, আজাদী ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন শুরুকারী একটি মজলুম জাতির অন্তরের আগুনকে কোন শক্তিই নেভাতে পারে না।

❑ কোন অস্ত্রই ঈমানের সাথে মুকাবিলা করতে পারে না। কোন অস্ত্রই জাতির গণঅভ্যুথানের মুকাবিলা করতে পারে না।

❑ কোন বিরাট শক্তিরও যদি গণভিত্তি না থাকে তাহলে সে শক্তিও টিকতে পারে না।

❑ যদি জাতি একটি সরকারের পৃষ্ঠপোষক হয় তাহলে ওই সরকারের পতন ঘটে না।

❑ যদি জনগণ সরকারের পেছনে না থাকে তাহলে সে সরকার সুষ্ঠু হতে পারে না।

❑ দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা যত সংকটের কবলে পতিত হয়েছি সবই জনগণের অজ্ঞতার সুযোগেই হয়েছে।

❑ আজ এমন সময় নয় যে কেউ বেয়নেটের উপর ভরসা করতে পারে। দুনিয়া বদলে গেছে। জাতিগুলো একের পর এক সজাগ হয়ে উঠছে।

❑ শক্তিগুলো যত বিশালই হোক না কেনো যখন জাতির মুখোমুখি দাঁড়ায় তখন কিছুই করতে পারে না।

ময়দানে জনতার উপস্থিতি

❑ কোন দেশ তখনই আঘাতপ্রাপ্ত হয় যখন এর জাতি নির্বিকার ও উদাস থাকে।

❑ রাজনৈতিক বিষয়াদিতে জনগণের প্রত্যেককে উপস্থিত থাকতে হবে।

❑ জনগণের উচিত নয় দূরে সরে পড়া। যদি জনগণ দূরে চলে যায় তাহলে সবাই পরাজিত হবো।

❑ আমার অটল বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের জাতি অবমাননার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি এবং করবেও না।

❑ হে ঈমানদার ও আত্মত্যাগী জনতা! আপনাদের উপস্থিতির কারণেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপ্রসূত' বুদ্ধিজীবীরা চিরকালের জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে।

❑ হে প্রিয় মুসলমান জনতা! ময়দানে আপনাদের উপস্থিতি ইতিহাসের জালিম অত্যাচারী ও প্রতারকদের চক্রান্তগুলোকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

❑ যে বিষয়টি আমাদের সবার জন্যে আবশ্যক তাহলো এই যে, আমাদের এ প্রচেষ্টায় থাকতে হবে যাতে জনগণকে ময়দানে ধরে রাখা যায়।

❑ যদি জনগণ কিনারে বসে থাকে আর এটা চায় যে সরকারই কাজ করুক তাহলে তাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, সরকারের সে ক্ষমতা নেই।

❑ ইসলামী জনতা এবার জেগে উঠেছে, আর বসে থাকবে না। আমিও যদি প্রত্যাবর্তন করি তবু ইসলামী জনতা আর পিছপা হবে না।

❑ আজই এমনদিন যখন সমগ্র জাতি, কি সম্মানিতা নারীকূল, কি ভায়েরা, সবাই তাদের ভাগ্য নির্ধারণে সক্রিয় রয়েছে।

মহান জাতি

❑ ইরানের প্রিয় জনগণ বর্তমান যামানায় সত্যিই ইসলামের মহান ইতিহাসের জ্যোতির্ময় (নূরানী) চেহারা।

❑ আমরা সবাই গৌরবান্বিত যে, এমনি এক যুগেও এমনি এক জাতির মাঝে রয়েছি।

❑ আমি বেশ জোরের সাথেই দাবী করতে পারি যে, ইরানী জাতি ও বর্তমান যামানায় এর লক্ষ কোটি মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমকালীন হেজাজের[৪৩] জনতা এবং আমীরুল মুমেনীন (হযরত আলী আঃ) ও (হযরত ইমাম) হুসাইন বিন আলী (আঃ)-এর সময়কার কুফা[৪৪]ও ইরাকের জনগণের চেয়ে ভালো।

❑ এই প্রিয় জাতির জন্যে অতীব নিষ্ঠার সাথে যত আত্মত্যাগই করি না কেনো তাদের শুকুর গুজারী করতে সক্ষম হবো না।

❑ আমাদের জনসাধারণ ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যে যাবতীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে চলেছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশী করে জনগণের চিন্তায় থাকা।

❑ আমাদের প্রিয় জাতি নিজেদের বীরত্বপূর্ণ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমেও নিজেদের প্রিয় সন্তানদের খুন বিলিয়ে দিয়ে নিজেদের অমূল্য নামদামকে ইতিহাসে এবং ইসলামের মুজাহিদদের প্রথম কাতারে লিপিবদ্ধ করেছে।

❑ ইরানের মহান জাতির নাম বিশ্বের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

❑ ইসলামের সুমহান জাতি কুফা মসজিদের মেহরাব থেকে শুরু করে কারবালার গৌরবোজ্জ্বল মরুভূমি পর্যন্ত এবং শিয়াদের সুমহান রক্তিম ইতিহাসব্যাপী প্রিয় ইসলাম ও আল্লাহর পথে অত্যধিক মূল্যবান ব্যক্তিত্ববর্গকে কোরবান করেছে। আর শাহাদাত পিয়াসী ইরানও এই সৌভাগ্যপূর্ণ ঘটনা থেকে ব্যতিক্রম নয়।

❑ আমাদের জাতি বিশ্বের বৃহৎশক্তিগুলোর উপর জয়লাভ করেছে, নিজেদের দেশের উপর থেকে বিশ্বের বৃহৎশক্তির হাত কেটে দিয়েছে এবং মানবতার শত্রুদের হাতকেও স্বীয় দেশের উপর থেকে কেটে দিয়েছে। তারা সকল পশ্চাদপদ করে রাখা দেশসমূহের জন্যে আদর্শস্বরূপ।

❑ আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর করুণা করেছেন এবং স্বীয় শক্তিশালী হাত যা প্রকৃতপক্ষে বঞ্চিত মুস্তাযয়াফ জনগণের শক্তি, তার মাধ্যমে দাম্ভিক সরকারকে বিনাশ করে দিয়েছেন এবং আমাদের প্রিয় জাতিকে মজলুম বঞ্চিত জাতিগুলোর নেতা ও পথ-প্রদর্শক বানিয়েছেন।

❑ ন্যায়তঃ বিপ্লবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যে শক্তি তার কাজকে শতকরা একশোভাগ সঠিকরূপে সম্পন্ন করেছে তা হচ্ছে এই জাতি।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও আন্দোলন অব্যাহত রাখা

❑ এই ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে হেফাজত করা বৃহত্তম ফরজের একটি।

❑ এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে (ইসলামী প্রজাতন্ত্র) হেফাজত করা বৃহত্তম ফরজের একটি।

❑ এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে (ইসলামী প্রজাতন্ত্র) হেফাজত করা শরয়ী ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফরজ কাজ।

❑ ইরানের মহান জাতি খুবই দৃঢ়সংকল্প যে, নিজেদের ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রাখবে এবং স্বীয় দেশে বিশ্বাসঘাতকদের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেবে না।

❑ বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে আমাদের জন্যে বিবেক ও শরীয়তসম্মত ফরজ কাজ হলো ইরানের এ আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া ও শেষপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া।

❑ প্রিয় ইরানী জাতির প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, নিজেদের মহান জিহাদ ও আপন বীর যুবকদের খুনের বিনিময়ে যে নেয়ামত লাভ করেছেন একে প্রিয়তম বিষয় হিসাবেই মূল্য দেবেন এবং এর হেফাজত ও প্রতিরক্ষা করবেন।

❑ সম্মানিত ইরানী জনগণকে অসিয়ত করছি এই বলে যে, পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করা, আত্মত্যাগ, জানপ্রাণ কোরবানী এবং বঞ্চনার পরিমাণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা, মূল্যমর্যাদা ও মাহাত্ম্যের পরিমাণ মাফিকই হয়ে থাকে।

❑ উদ্দেশ্য যখন খোদায়ী হয় তখন রাস্তা যত কঠিন ও সংকটজনকই হোক না কেনো যেহেতু উদ্দেশ্যটা খোদায়ী সেহেতু তা সহজ বলেই প্রতিপন্ন হয়।

❑ আমরা যদি আল্লাহকে (হক) সাহায্য না করি তাহলে আল্লাহ থেকে সাহায্যের আশাও করতে পারি না।

❑ আপনারা জেনে রাখুন, আপনাদের বিরুদ্ধে দুনিয়া ও দুনিয়ার শয়তানদের প্রচারণা যত বেশী আপনাদের ক্ষমতাও তত বেশী।

❑ যতক্ষণ এ আন্দোলন রয়েছে ততদিন কোন কিছুকে ভয় করবেন না এবং মূলতই অন্তরে কোন প্রকার ভয়ের প্রশ্রয় দেবেন না।

❑ যে কোন বিপ্লবের পথেই সমস্যাবলী অনিবার্য হয়ে। তবে এমন কোনও সমস্যা নেই যার প্রতিকার নেই।

❑ পবিত্র দীন, প্রিয় ইসলাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে হেফাজত করার জন্য অবশ্যই অটল অবিচল থাকবো এবং সমস্যাবলীকে স্বাগত জানিয়ে বিপ্লবী প্রতিরোধের মাধ্যমে সমাধান করবো।

❑ খোদাই ভালো, এ বিপ্লব যদি পরাজিত হয় তাহলে চূড়ান্তকাল পর্যন্তও ইরান তার হাসিমুখ দেখবে না।

❑ ইরান যদি পরাস্ত হয় তাহলে তা প্রাচ্যেরই (দীনদার দুনিয়া) পরাজয়। ইরান যদি পরাজিত হয় তবে মজলুম বঞ্চিতরাই (মুস্তাযয়াফ) পরাজিত হলো।

❑ যদি এ বিপ্লব নেতিয়ে পড়ে, জনগণের অন্তরে প্রজ্বলিত এ আগুন যদি নিভে যায় এবং এ আলো যদি খামুশ হয়ে যায় তাহলে এ বিপ্লব বা এরই মত কোন বিপ্লব আর ঘটবে না।

❑ যদি কোন অজ্ঞতার কারণে এ মহান বিপ্লব ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আল্লাহতায়ালার দরবারে দণ্ডনীয় হবেন। এমতাবস্থায় আপনাদের তাওবা কবুল হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। কেননা ওরকম অবস্থায় ইসলামের ক্ষতি সাধিত হবে।

❑ সবাই অন্যায়ভাবে ঝরানো খুনের কথা চিন্তা করবেন, আমাদের প্রিয় পঙ্গুদের কথা ভাববেন, যুদ্ধ কবলিত শরণার্থীদের কথা ভাববেন এবং ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার চিন্তা করবেন। এ ফিকিরে থাকবেন না যে, 'আমিই থাকবো, তুমি না' আর 'আমিই রয়েছি, তুমি নও।''

❑ আজ এমন এক সময়, খোদা না খাস্তা, যদি এ বিপ্লবে আমরা পরাজিত হই তাহলে চিরকালের জন্যেই পরাজিত হলাম।

❑ জনগণের উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও দুষ্কর্মের প্রতিরোধ করা।

❑ আপনারা যদি মনে করে থাকুন যে, এখন বিজয়ী হয়েছেন এবং যার যার কাজকর্মে ফিরে যাওয়া উচিত এবং নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে নির্বিকার ও উদাসীন হয়ে পড়েন তাহলে আমার আশংকা হচ্ছে যে, আপনারা পরাজিত হবেন।

❑ আজও আপনাদের উচিত নয় প্রতারকদের ছলচাতুরী ও খন্নাসদের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া।

❑ শক্তিশালী হোন! বীর হোন! আর দুনিয়ার প্রচারণা ও প্রপাগান্ডায় কক্ষণো ভীতসন্ত্রস্ত হবেন না।

জাতীয়তাবাদ

❑ মুসলমানদের দুঃখ–দুর্দশার মূলই হচ্ছে এই জাতীয়তাবাদ।

❑ জাতীয়তাবাদ ইরানী জাতিকে অন্যান্য মুসলিম জাতির মুকাবিলায় দাঁড় করাবে।

❑ মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য চতুর পরিকল্পকরা যে সব বিষয় পরিকল্পনা করেছে এবং উপনিবেশবাদীদের অনুচররা যার প্রচারণায় মাঠে নেমেছে তা হচ্ছে গোত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

❑ ইসলামী দেশগুলোতে বৃহৎশক্তিবর্গ ও তাদের ভাড়াটেদের ষড়যন্ত্র হলো মুসলমান জনগোষ্ঠীর ভেতর অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তুর্কী জাতি, কুর্দী জাতি, আরবজাতি, ইরানী জাতি প্রভৃতি নামে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করা; এমন কি তাদের মাঝে দুশমনী সৃষ্টি করা। অথচ তা ইসলাম ও কুরআন প্রদর্শিত পথের ঠিক বিপরীত। কেননা আল্লাহতায়ালা তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং মুমিনদের ভাই ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

❑ যারা জাতীয়তা, দলীয় বিভক্তি ও জাতীয়তাবাদের নামে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এরা শয়তানের বাহিনী এবং এরা পরাশক্তিবর্গের অনুচর ও কুরআনে করীমের বিরোধীদের সাহায্যকারী।

❑ আমাদের বিপ্লব ইরানী হওয়ার আগে বরং ইসলামী।

দল ও দলীয় কোন্দল

❑ ইসলাম ও হেযবুল্লাহর (আল্লাহর দল) প্রতিরক্ষা করা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অলংঘনীয় নীতি।

❑ আজ বয়স ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে ইরানের সকল জনতা, যারা ইসলামী শ্লোগান ও ধ্বনি নিয়ে সংগ্রাম করছে, তারা হেযবুল্লাহর অন্তর্গত।

❑ প্রত্যেক মুসলমান, যে ইসলামের নীতিমালা ও বিধিবিধান মেনে নিয়েছে এবং কার্যকলাপ ও আচরণে শিয়া মজহাবের সুষ্ঠু নিয়মানুবর্তিতার অধিকারী, সেই হেযবুল্লাহ সদস্যদের একজন। এ হেযবের (দলের) যাবতীয় নির্দেশ ও নীতিমালাকে কুরআন ও ইসলাম বর্ণনা করে দিয়েছে। এ দল আজকের দুনিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য দল থেকে ভিন্ন।

❑ এ বিপ্লব এমন বিপ্লব নয় যে কোন দল বা গ্রুপ একে সংঘটিত করেছে। এ বিপ্লব খোদ জনগণের মাঝ থেকে সংঘটিত হয়েছে।

❑ এমন নয় যে দল মাত্রই খারাপ কিছু বা যে কোন দলই ভালো। বরং দলের আদর্শ ও আচরণই বিচার্য।

❑ জনগণের পক্ষ থেকে যে কোন সামাজিক সংগ্ঠন, সমাবেশ ও দল যদি জনকল্যাণকে বিপদগ্রস্ত না করে তাহলে স্বাধীনতার অধিকারী হবে। এসব ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

❑ মানুষ ভালো করেই বুঝে যে, সাংবিধানিক আন্দোলনের শুরু থেকে ইরানে যে সমস্ত দল তৈরী হয়েছে সে সবের মূল চারাগাছ ওসব দলের অজ্ঞাতেই অন্যদের (বিদেশী) হাতে রোপিত হয়েছে এবং এদের কেউ কেউ অন্যদের সেবাই করেছে।

❑ এসব বিভিন্ন দল যা সম্ভবতঃ সাংবিধানিক আন্দোলনের সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মনে করবেন না যে, এসব দল কিছু কিছু লোকের সমাবেশের ও ঐক্যের ফলশ্রুতি। বরং এসবে শয়তানের ষড়যন্ত্র নিহিত রয়েছে।

❑ এটা অত্যাবশ্যক যে পূর্ণ শক্তি ও সতর্কতার সাথে ওইসব ব্যক্তিত্ব ও দলকে নিজেদের থেকে দূর করবেন ও তৎপরতার মোটেও সুযোগ দেবেন না যারা অনৈসলামী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং সুযোগ সন্ধানী স্বভাবের কারণে বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনাদের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে চায় এবং যথাসময়ে আপনাদের পিঠে ছুরি মেরে বসবে।

❑ বিশ্বের প্রথম থেকে আজ অবধি দু'টি দল ছিলো ও আছেঃ একটি হেযবুল্লাহ বা আল্লাহর দল এবং খোদাদ্রোহী ও শয়তানের দল। আর প্রত্যেক দলের কর্মকীর্তিই আলাদা।

চতুর্থ অধ্যায়

আইন–শৃঙ্খলা

❑ নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা দীনী ফরজ ও দায়িত্ব।

❑ প্রত্যেক সমাজই প্রয়োজনীয় নিয়ম–শৃঙ্খলার অধিকারী। যদি নিয়ম–কানুনকে তুলে নেয়া হয় সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে।

❑ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে আইন–শৃঙ্খলার ব্যবস্থা।

❑ সবাইকে এ বিষয়টা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে যে, আইন–কানুন মেনে চলবেন যদিও তা আপনার বিপক্ষে যায়।

❑ ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন–কানুনই কার্যকর হতে হবে। সেখানে আল্লাহর আইন–কানুন ব্যতীত অন্যান্য আইন–কানুনের কোন মূল্য নেই।

❑ মানুষের শরাফতী ও মানমর্যাদা নির্ভর করে আইন–কানুন অনুসরণের উপর যার অপর নাম তাকওয়া (খোদাভীতি)।

❑ আইন লংঘনকারী অপরাধীও দণ্ডযোগ্য।

❑ ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করা এবং বিশুদ্ধ পবিত্র মানুষ লালন করার জন্যেই আইন।

❑ দেশে আমাদের যত মানুষ রয়েছে, যত গ্রুপ রয়েছে এবং সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালিত সংগঠনগুলো সবাই যদি আইনের কাছে অবনত হই এবং আইনকে সম্মান প্রদর্শন করি তাহলে কোন বিভেদই দেখা দেবে না।

❑ যদি চান যে আপনাদের ময়দান থেকে বের না করে দিক তাহলে আইনকে মেনে চলুন।

❑ ইসলামে একটি শাসন ব্যবস্থা আছে আর তাহলো আল্লাহর আইন এবং একটি সংবিধান আছে আর তা হচ্ছে আল্লাহর সংবিধান। তাই সকলের কর্তব্য ওই সংবিধান অনুসারে আচরণ করা।

❑ ইসলামে একটি বিষয়েই নির্দেশ দান করা হয় আর তা হচ্ছে আইন। পয়গাম্বরের আমলেও আইনের নির্দেশই বলবৎ ছিল আর পয়গাম্বর ছিলেন এর বাস্তবায়নকারী।

❑ যে ব্যবস্থায় অধস্তনরা উর্ধ্বতনদের আনুগত্য করে না এবং উর্ধ্বতনরা অধস্তনদের উপর জুলুম করে সে ব্যবস্থা তাওহিদী ব্যবস্থা নয়। তা আসলে শয়তানী ব্যবস্থা, খোদায়ী ব্যবস্থা নয়।

❑ ইসলামের আইন–কানুন হচ্ছে প্রগতিশীল ও অগ্রসরমুখী।

❑ ইসলামী বিধিব্যবস্থা হচ্ছে আইনের বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ খোদায়ী আইন–কানুনের ব্যবস্থা। আর তা কুরআন ও সুন্নাহর আইন। এখানে হুকুম–আহকাম আইনের অধীন।

❑ সমালোচনা করুন, ষড়যন্ত্র করবেন না। আমি ষড়যন্ত্রের বিরোধী, সবাই এর বিরোধী। আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে দুর্বলকরণের বিরোধী। ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে দুর্বল করার অর্থ ইসলামকে দুর্বল করা। আমরা এর বিরোধী।

❑ ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান কুফরীর শামিল এবং সকল অপরাধের সেরা।

❑ যদি দেখুন যে কেউ মূলবিধি লংঘন করছে তাহলে দৃঢ়তার সাথে তার বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

❑ আইন–কানুন লংঘন থেকেই ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

❑ ইসলামে আইনের শাসনই বলবৎ। পয়গাম্বর আকরামও আইনের অধীন ছিলেন; সে আইন খোদায়ী আইন। তিনিও ওই আইন লংঘন করতে পারেননি।

❑ আজ প্রতিবিপ্লবী সে-ই যে তার হাতের কাজে আলস্য করে।

অভিভাবক পরিষদ

❑ আমি অভিভাবক পরিষদ ব্যবস্থার সাথে শতকরা একশো ভাগই একমত। আমার মত হলো এ সংস্থাকে (সংবিধান ও ইসলামী সংসদ তথা মজলিসের অভিভাবক পরিষদ) অবশ্যই শক্তিশালী ও চিরন্তন হতে হবে।

❑ অবশ্যই বলবো যে, অভিভাবক পরিষদের সম্মানিত ফকীহদের (মুজতাহিদ আলিম) ভালো করে জেনেই মনোনীত করেছি এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের পদমর্যাদা হেফাজত করা জরুরী কর্তব্য।

❑ সম্মানিত অভিভাবক পরিষদ, যারা পবিত্র ইসলামের হুকুম-আহকাম ও কুরআনের বিধি-বিধানের হেফাজতকারী, তাদের প্রতি আমার সমর্থন আছে। তাদের দায়-দায়িত্ব খুবই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের উচিত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করা।

❑ অভিভাবক পরিষদের ফকীহদের দুর্বল করা ও অপবাদ দেয়া দেশ ও ইসলামের জন্যে বিপজ্জনক বিষয়।

❑ অভিভাবক পরিষদকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, নিজ কাজে অটল থাকুন এবং দৃঢ়তা ও গভীর মনোযোগের সাথে আচরণ করুন। আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করুন।

❑ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সম্মানিত অভিভাবক পরিষদের প্রতি আমার দাবি ও অসিয়ত হচ্ছে পূর্ণ মনোযোগ ও শক্তির সাথে স্বীয় ইসলামী ও জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করুন এবং কোন শক্তির প্রভাবেই পড়বেন না; পবিত্র শরীয়ত ও সংবিধান বিরোধী আইন-কানুনকে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ঠেকাবেন।

নির্বাচন ও মজলিস

❑ জনগণ যদি ইসলাম, স্বাধীনতা ও আজাদী চায় এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের হাতে বন্দী হতে না চায় তাহলে তাদের সবার উচিত নির্বাচনগুলোতে অংশ নেয়া।

❑ নির্বাচনে যদি অবহেলা করি তাহলে নিশ্চিত থাকুন যে মজলিসের (পার্লামেন্ট) পথ ধরেই আমাদের ওপর আঘাত হানবে।

❑ সম্মানিত জাতির প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, যাবতীয় নির্বাচন, কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, কি মজলিসে শুরায়ে ইসলামীর (ইসলামী পরামর্শ পরিষদ) প্রতিনিধি নির্বাচন, কিংবা নেতা বা নেতৃপরিষদ নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন-সকল নির্বাচনেই তাদের ময়দানে থাকতে হবে।

❑ নির্বাচন কারো একচেটিয়া অধিকারে নয়, আলেমদের কুক্ষিগতও নয়, দলগুলোর কুক্ষিগতও নয়, অন্যান্য গ্রুপের একচেটিয়া দখলেও নয়; বরং নির্বাচন সকল জনতার সম্পদ।

❑ জনগণই তাদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিষয়ে ভোটদান করে এবং মজলিসে তাদের কেন্দ্রীভূত রায়ের মাধ্যমেই সরকার মনোনীত করে। তাই সকল বিষয়ই জনগণের হাতে ন্যস্ত।

❑ এটা আপনাদের দায়িত্ব যে ইসলামী বিষয়াদিতে কি গণপ্রতিনিধি নির্বাচনে, কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আপনারা স্বয়ং ময়দানে উপস্থিত থাকবেন। সরে পড়ার ও দূরে থাকার অজুহাত কারোই নেই।

❑ অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, নির্বাচনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের হেফাজত করা। যদি নির্বাচনী প্রচার কাজে ইসলামী হারাম–হালামের সীমা–পরিসীমা মান্য করা না হয় কি করে নির্বাচিত ব্যক্তি ইসলামের হেফাজত করবে?

❑ নারী–পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের আপনাদের সবাইকেই–যেমন করে ঈমানদার ব্যক্তি নামাজ আদায় করে তেমনি স্বীয় ভাগ্যকেও নির্ধারণ করতে হবে।

❑ হে আমার প্রিয় দেশবাসী, যাদের ওপর ইসলামী বিপ্লবের আশা–ভরসা! দেশের ভাগ্য নির্ধারণের দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠুন, ভোটকেন্দ্রের দিকে ধাবিত হোন এবং ভোট বাক্সে নিজেদের রায় ঘোষণা করুন।

❑ আজ দায়িত্বভার জাতিরই উপর। জাতি যদি পাশে সরে পড়ে, মুমীন ও নিষ্ঠাবান লোকেরা সরে দাঁড়ায় তাহলে ডানপন্থী–বামপন্থী লোকেরা যারা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ওরাই মজলিসে ঢুকে পড়বে। তাই যাবতীয় দায়–দায়িত্ব জাতির ঘাড়েই ন্যস্ত।

❑ এমন কি একজন ভাড়াটে দুষ্কৃতকারীও যেনো মজলিসে ঢুকতে না পারে সে চেষ্টা নিতে হবে।

❑ সম্মানিত জাতির অবশ্যই জানা উচিত, এই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয় থেকে বিপথগামী হওয়া ইসলাম ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাস্বরূপ এবং বিরাট দায়–দায়িত্বের কারণ।

❑ মজলিস সকল বিষয়ের উর্ধ্বে।

❑ মজলিস জাতির প্রকৃত ঘর।

❑ এ মজলিস এমন একদল লোকের খুনের বদৌলতে জন্ম নিয়েছে যারা ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল।

❑ এ মজলিস জনগণের আল্লাহু আকবার ধ্বনিরই ফসল।

❑ মজলিসের প্রতি আত্মসমর্পণের অর্থ ইসলামের প্রতিই আত্মসমর্পণ।

❑ মজলিসে শুধু ইসলামী আলোচনাই যথেষ্ট নয়, বরং এমনসব মুসলমানের (ইসলামী বিশেষজ্ঞ) উপস্থিতি আবশ্যক যারা দেশের প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবগত, রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণ (বিপর্যয়) সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন।

❑ মজলিস যাবতীয় সংগঠনের সর্বাগ্রে অবস্থিত। মজলিসেই জাতি ফুটে উঠেছে এবং একটি সীমিত স্থানে বাস্তবতা লাভ করেছে।

❑ আমি এ বিষয়ে আগ্রহী যে, মহান মজলিস (পার্লামেন্ট) ও সম্মানিত গণপ্রতিনিধিদের পবিত্রতা হেফাজত করা হবে যাতে তা বিশ্বের পার্লামেন্টগুলোর আদর্শ হতে পারে।

❑ এটা খুবই আফসোসের বিষয় হবে যে, মজলিসের নূরানী চোহারা এমন কোন এক ঘটনার কারণে বিকৃত হবে যা নাকি আপনাদের (মজলিস সদস্য) মর্যাদার বিরোধী।

❑ সবার লক্ষ্য রাখা উচিত যে, প্রেসিডেন্ট ও মজলিস সদস্যদের এমন শ্রেণী থেকে হতে হবে যারা সমাজের মজলুম মুস্তাযয়াফ ও বঞ্চিতদের বঞ্চনা ও জুলুম অত্যাচারকে উপলব্ধি করেছেন এবং তাদের কল্যাণ চিন্তায় রয়েছেন। তারা যেনো পুঁজিপতি, জোতদার–জমিদার, ভোগ বিলাসের প্রথম সারিভুক্ত কেউ না হয় যারা ভোগ ও কামনা–বাসনায় ডুবে আছে এবং ক্ষুধার্ত ও নগ্নপদ লোকদের দুঃখ–যাতনা ও বঞ্চনার তিক্ত স্বাদ বুঝার ক্ষমতা রাখে না।

❑ যারা নির্বাচিত হবেন তারা যেনো সত্যিকার অর্থেই জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

❑ জনগণকে একথা বুঝাতে হবে যে, তাদের কর্তব্য ইসলামকে হেফাজত করা। সুতরাং তাদের

নির্বাচিতদের এমন লোক হতে হবে যারা ইসলামের প্রতি মনোযোগী, ইসলামের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রতারক ও পেশাদার নয়।

❑ আমি বিনয়ের সাথে আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, যতদূর সম্ভব লোক নির্বাচনে পরস্পর একমত হোন এবং ইসলামী, কর্তব্যপরায়ণ ও খোদার সহজ সরল রাস্তা থেকে বিপথগামী নয় এমন লোকদের মনোনীত করুন।

❑ গভীরভাবে মনোযোগ দেবেন এবং যে সব লোক নির্বাচন করবেন তাদের অতীত কার্যকলাপ অনুসন্ধান করে দেখবেন। এটা দেখতে হবে যে তারা অতীতে কি রকম ছিলেন, বিপ্লব চলাচালে কেমন ছিলেন, বিপ্লবের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কেমন ছিলেন, তাদের পরিবারের ইতিহাস কেমন, তাদের মত বিশ্বাস কি এবং তাদের পড়াশুনা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা কেমন।

❑ আশা করি যে, সংগ্রামী কর্তব্যনিষ্ঠ জাতি লোকজন ও দলগুলোর অতীত কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে এমন সব প্রার্থীকে নিজেদের ভোট দেবে যারা প্রিয় ইসলাম ও সংবিধানের প্রতি নিষ্ঠাবান, ডান ও বামপন্থী চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত, সুন্দর অতীত, ইসলামী আইন-কানুনের প্রতি নিষ্ঠাবান, উম্মতের কল্যাণকামী, সুন্দর খ্যাতি ও সুনামের অধিকারী।

❑ এমন সব লোককে নির্বাচন করুন যারা ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পূজারী নয় এবং মানবতা ও ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমে রয়েছে।

❑ আমার প্রত্যাশা এই যে, নিজেদের একতা বজায় রাখবেন এবং নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেবেন।

❑ জনগণের উচিত যে সমস্ত প্রার্থী সুন্দর আখলাকে ভূষিত, ইসলামের প্রতি নিষ্ঠাবান, নিজ দেশের প্রতি ওফাদার এবং দেশ ও আপনাদের খেদমতগুজার কেবল তাদেরই নির্বাচন করা ও মজলিসে পাঠানো।

❑ নিশ্চয়ই জেনে রাখতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট ও মজলিস প্রতিনিধিরা যদি উপযুক্ত, ইসলামের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দেশ ও জাতির প্রতি দরদী হয় তাহলে তেমন কোন সংকটই দেখা দেবে না।

❑ জনগণের দিশারী ও পরিচালক হিসাবে মজলিসের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশী।

❑ এ প্রচেষ্টায় থাকবেন যাতে আইন প্রণয়নকারী এক শক্তিশালী মজলিস গঠন করতে পারেন। তাহলে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবেন।

❑ উত্তম মজলিস সব কিছুকেই উত্তম করে থাকে এবং অধম মজলিস সব কিছুকেই নষ্ট করে দেয়।

❑ মজলিসই একটি দেশের মূল ভিতকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায় আবার মজলিসই দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

❑ যেদিন দেখবেন ও অন্যরাও দেখতে পাবে যে মজলিসে বিপথগামিতা এসেছে, এবং দেশের মন্ত্রীদের ও রাষ্ট্রপতির মাঝে ক্ষমতালিপ্সা ও ধনলিপ্সা দেখা দিয়েছে-। বুঝতে হবে যে, সেদিনই আমাদের পরাজয় বরণের লক্ষণাদি ফুটে উঠেছে আর তখনই শক্তভাবে একে ঠেকাতে হবে।

❑ খোদা না খাস্তা যেদিন দেখবেন মজলিস প্রতিনিধিদের ভেতর প্রাসাদবাসীদের (অভিজাত শ্রেণী) চরিত্র গজিয়েছে এবং বস্তিবাসী দরিদ্রশ্রেণীর স্বভাব পরিত্যক্ত হয়েছে বুঝে নেবেন সেদিনই এমন দিন যখন দেশের খতম পড়তে হবে (দেশের ধ্বংস)।

❑ যদি এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেউ বা কোন গ্রুপ খোদা না খাস্তা অনর্থক অন্যদের উচ্ছেদ বা বিকৃত করতে উদ্যত হয় এবং বিপ্লবের স্বার্থের ওপর নিজ দল বা গ্রুপের স্বার্থকে স্থান দেয় তাহলে এটা

নিশ্চিত যে, স্বীয় প্রতিযোগীদের উপর আঘাত হানার আগে ইসলাম ও বিপ্লবের উপরই আঘাত হেনে বসবে।

❑ আপনারা প্রতিনিধি; এমন কেউ নন যে, ওখানে (মজলিস) গিয়ে বসবেন এবং পরস্পরের হিসাব-নিকাশ চুকাবেন (প্রতিশোধ নেবেন)। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে তবে তা-ই হবে আপনাদের বিপথগামিতা এবং ওখানে আসন তসরূপ করার শামিল।

❑ জনগণের পথ থেকে যদি বিপথে গমন করেন তাহলে প্রতিনিধিত্ব লাভের প্রতি খেয়ানত করলেন।

❑ সমালোচনা ও ব্যাখ্যা চেয়ে তলব করা মজলিসের অধিকার।

❑ নিয়ন্ত্রণ ও তলব করা আর দোষ অন্বেষণ ও প্রতিহিংসার মাঝে বহু তফাৎ রয়েছে। এ তফাৎটুকু প্রত্যেকেই তার বিবেকের আলোকে বুঝতে পারে।

❑ মজলিসের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশের অধিকার কারো নেই। এটা মজলিসের অধিকার যে কাউকে, কোন কিছুকে সমর্থন করবে না বিরোধিতা করবে।

বিচার বিভাগ ও বিচারকমণ্ডলী

❑ ইসলাম বিচারকার্যে যত গুরুত্ব দিয়েছে খুব কম বিষয়ের প্রতি তত গুরুত্ব দিয়েছে।

❑ বিচারকার্য এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এ কর্মকাণ্ড দেশের সার্বিক মান-সম্মানের সাথে জড়িত।

❑ বিচার বিভাগ যদি ইসলামী-মানবিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে আচরণ করে তাহলেই দেশকে বাঁচানোযায়।

❑ বিচার বিভাগের হাতেই সব কাজ নিহিত। জনগণের প্রাণ, জনগণের সম্পদ, জনগণের মান-সম্মান ইত্যাদি সব কিছুই বিচার বিভাগের আওতাধীন। খোদা না খাস্তা বিচারক যদি অযোগ্য হয়, ক্রটিপূর্ণ হয় আর তিনি যদি জনমনে আধিপত্য সৃষ্টি করে বসেন তাহলে এটা জানা কথাই যে কি হতে পারে।

❑ বিচার বিভাগের লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এর কার্যকলাপ জনগণের জান-মালের সাথে জড়িত এবং জনগণের আব্রু-ইজ্জতও এর কার্যকলাপের আওতায়। তাই যথোপযুক্ত লোক সেখানে নিযুক্ত হতে হবে এবং সুস্থ ও সঠিক হতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিচারকের ভুল বিরাট কিছু; ইচ্ছাকৃত হলে বিপর্যয় ডেকে আনবে যা বিরাট অপরাধ।

❑ বিচারকের তরফ থেকে যখন রায় ঘোষিত হয় তখন হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। হস্তক্ষেপ করা শরীয়ত বিরোধী। বিচারকের রায় দানে বাধা দেয়াও শরীয়ত বিরোধী।

❑ জনগণের গুণাবলী বিচারকের হাতে ন্যস্ত। তাদেরকে (জনগণ) শিক্ষাও দিতে হবে আবার লালনও করতে হবে।

❑ বিচারক যদি রাগান্বিত থাকেন তখন তার নিশ্চয়ই রায় দান করা অনুচিত। কেননা রাগান্বিত অবস্থায় রায় দান করলে তা বিবেক ও শরীয়ত থেকে উৎসারিত হয় না।

❑ আজ বিচারক ইসলামের মর্যাদার জন্যে দায়ী, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মান-মর্যাদার জন্যে দায়ী। বর্তমানের বিচারকগণ অতীতের বিচারকদের মতো নয় যে কারো ব্যাপারে রায় দেয়া হলে তা ব্যক্তিগত বিষয় বলেই মূল্যায়িত হবে এবং দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগত পর্যায়েই থাকবে।

❑ বিধি-বিধান বাস্তবায়নে আল্লাহতায়ালা যে সীমারেখা (হুদুদ) নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার কম হওয়াও চলবে না আবার অতিরিক্ত হওয়াও চলবে না।

❑ যে অপরাধীর অপরাধ সর্বোচ্চ এবং দণ্ড হিসাবে ফাঁসিকাষ্ঠে যাচ্ছে তার ব্যাপারে শরীয়তের

বিধান পালন ব্যতীত কারো অধিকার নেই মৌখিক কিংবা কার্যতঃ তাকে উৎপীড়ন করা। যদি কেউ তা করে তাহলে সেও জালিম বলে গণ্য হবে।

❑ জেলখানাগুলোকে সংশোধন ও শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হতে হবে। জেলে বন্দীদের গড়ে তোলা উচিত। জেলকে স্বয়ং শিক্ষালয় হতে হবে।

❑ বন্দীদের উপর দয়া প্রদর্শন ইসলামের নির্দেশ–যদিও কেউ জালিম বা গুপ্তচর হয়ে থাকে।

❑ বিচারক ও বিচার বিভাগ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং কারো উচিত নয় ওখানে হস্তক্ষেপ করা।

সরকার ও কর্মকর্তাবৃন্দ

❑ জাতিগুলোর সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এমন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল যার একটি হচ্ছে ক্ষমতাসীন প্রশাসনের যোগ্যতা।

❑ সরকারের দায়–দায়িত্ব ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্যে অন্যদের ওপর গৌরব ও অহমিকার হাতিয়ার নয় যে, এ পদ–পদবী ব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থে জাতীয় অধিকারকে পদদলিত করবে।

❑ সরকার ও সরকারের কর্মকর্তারা জাতির খাদেম, মনিব নয়। এরা সবাই খেদমতগুজার।

❑ সরকারগুলো জনগণের সেবক মাত্র।

❑ ইসলামে সে অর্থে শাসন ও শাসক নেই, বরং সেবা ও খেদমতগুজারী রয়েছে।

❑ এ নেয়ামতের শুকরগুজারী এতেই যে, আমরা জনগণকে বড় শরীক (অংশীদার) মনে করবো। এ শাসন ব্যবস্থায় 'শাসক' নেই। বরং সবাইকে খাদেম হতে হবে।

❑ ইসলাম চায় যে, সরকারগুলো জাতিগুলোর খাদেম হবে।

❑ সরকারগুলো এমন এক সংখ্যালঘু গ্রুপ যাদের উচিত জাতির খেদমত করা। ওরা বুঝে না যে, সরকারের উচিত জনগণের খেদমতগুজারী করা, জাতিকে শাসন নয়।

❑ আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে, এই যে জাতি আমাদেরকে এসব পদ–পদবীতে পৌঁছে দিয়েছে আমাদের থেকে তারা কি চায় এবং তাদের জন্যে আমাদের কি করা উচিত।

❑ সকলেরই এ চিন্তায় থাকা উচিত যে, খাদেম খুঁজে বের করতে হবে। দেশ ও ইসলামের খাদেম খুঁজে বের করুন, নিজেদের ব্যক্তিগত খাদেম নয়।

❑ যে কাজের মূল্য বেশী সে কাজের দায়িত্বও অধিক ভারী।

❑ হযরত আলী (আঃ) যেমন বঞ্চিতদের জন্য জানপ্রাণ চেষ্টা করেছেন আমাদের সরকারেরও উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে বঞ্চিতদের জন্যে দরদ দেখানো।

❑ জনগণের প্রতি খেদমত আল্লাহর প্রতিই খেদমত (ইবাদাত)।

❑ আমাদের সবার সম্মান ওখানেই যে আমরা আল্লাহর বান্দাদের সেবা করবো।

❑ ভবিষ্যতের সকল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের ব্যাপারে খুব ভেবে দেখবেন। যোগ্য, দীনদার, বুদ্ধিমান ও জনগণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লোকদের বাছাই করবেন যাতে দেশে সর্বাধিক পরিমাণ শান্তি বিরাজ করে।

❑ আপনাদের প্রতি জাতির পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। জনগণ, বিশেষ করে বঞ্চিত শ্রেণীর সমর্থনেই বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং অত্যাচারী শাহী সরকারের হাত এদেশের সম্পদ ভান্ডারের ওপর থেকে খাটো হয়ে গেছে। যদি কোনদিন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হন তাহলে আপনারা

অপসারিত হবেন এবং অত্যাচারী শাহী সরকারের মতই, অত্যাচারী গোষ্ঠী আপনাদের পদমর্যাদা দখল করেনেবে।

❑ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আমার জোরালো আহবান এই যে, পারস্পরিক চেষ্টায় দেশের সমস্যাদির সমাধান করুন এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণভাবে পরস্পর সহযোগিতা করুন।

❑ পরিদর্শক ও তদন্তকারীদের জন্য আমানত বা বিশ্বাসযোগ্যতা অন্যসব কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যারা পরিদর্শন পেশায় নিয়োজিত তাদের বিশ্বাসী হতে হবে।

❑ যারা নিজেদের ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও জনগণের প্রতি খেদমত করার যোগ্যতাসম্পন্ন বলে জানে তারা যদি বর্তমান সময়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকে তাহলে এর অর্থ হবে জনগণ ও জনগণের স্রষ্টা খোদার প্রতিই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা।

❑ কাউকে যদি কোন পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয় অথচ সে যদি জানে যে সে ওই পদের অযোগ্য ও অপ্রস্তুত তাহলে ওই পদ গ্রহণ করা তার জন্য ঠিক ও জায়েজ হবে না। আর যদি সে যোগ্যতা সম্পন্ন হয় তাহলে ওই পদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকাও জায়েজ হবে না।

❑ প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জনতার উচিত ইসলামী সরকারকে শক্তিশালী করা যাতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করতে পারে।

❑ নিজেদের সঙ্গী-সাথী (সহকর্মী) নির্বাচনের সময় আল্লাহকে হাজের নাজের জানবেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আল্লাহকে ভয় করবেন। বিশেষতঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে।

❑ আজ যে সব শ্রেণী ও ব্যক্তিত্ব কোন কাজ ও কোন খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে তাদের কাউকে দুর্বল করার অর্থ ইসলামের দুশমনদের সাহায্য করা।

❑ যদি আপনাদের অপব্যবস্থাপনা, দুর্বল চিন্তা ও কর্মকাণ্ডে ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হয় এবং নিজেরা তা জেনেও পদে বহাল থাকেন তাহলে মস্তবড় ধ্বংসাত্মক কবিরা গুনাহ করলেন যার কারণে মহাআজাবে আপনাদের পড়তে হবে।

❑ যদি প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, যাদের হাতে দেশের ক্ষমতা রয়েছে-তারা দোষী ও অপরাধী হয় তাহলে দেশই বিপর্যয়গ্রস্ত হবে।

❑ কখনো এমনও হতে পারে যে, প্রগতিশীল ও সমাজের জন্য উপকারী আইন-কানুন মজলিস (পার্লামেন্ট) পাশ করলো, অভিভাবক পরিষদ তা প্রত্যয়ন করলো এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেও তা জানানো হলো কিন্তু অযোগ্য কর্মকর্তাদের হাতে পড়ে তা বিনষ্ট হয়ে গেলো।

❑ এটা ভাববেন না যে, আমরা এখন সরকার আর তাই আমরা যা কিছু পেশ করবো তাই জনগণকে মানতে হবে, হোক না তা তাদের অনুকূলে বা প্রতিকূলে।

❑ ইসলামী সরকার থেকেই যদি হতাশা দেখা দেয় এবং এর বহিঃপ্রকাশ (বিস্ফোরণ) ঘটে তাহলে কিছুই একে ধরে রাখতে পারবে না।

❑ জাতির প্রতিটি লোকের এ অধিকার রয়েছে যে, সে জনসমক্ষে মুসলমানদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তাকে ব্যাখ্যা চেয়ে প্রশ্ন ও সমালোচনা করতে পারবে। দায়িত্বশীলের কর্তব্য যুক্তিসঙ্গত জবাব দেয়া। যদি তা না হয় এবং ইসলামী দায়-দায়িত্ব বিরোধী আচরণ করে তাহলে সে আপনা আপনিই দায়িত্ব ও পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হবে।

❑ হে সরকারসমূহ! দেশ দখল গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, জনগণের মন জয় করাই গুরুত্বপূর্ণ।

❑ আচরণে ন্যায় ও ইনসাফ প্রদর্শন করুন, কথাবার্তায় ন্যায়-ইনসাফ পালন করুন, আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করুন এবং এই জাতির খেদমত করে যান।

❑ যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাদের উচিত অন্যদের চেয়ে বেশী করে মানবিক দিকসমূহ ও ইসলামী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া।

❑ নেয়ামতের শুকরগুজারী এটাই যে, আমরা কথা বলার চেয়ে কাজ করবো।

❑ জাতি যদি এটা চায় যে, এ বিজয় শেষতক পৌঁছুক এবং আমাদের সকলের অভিষ্ট চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হোক তাহলে এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে যে, যারা সরকার গঠন করেছেন, যিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, যারা মজলিস প্রতিনিধি হয়েছেন এবং মজলিসে যা রয়েছে তারা যেনো কখনো বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আরো উপরের শ্রেণীতে, অর্থাৎ তথাকথিত অভিজাত বিলাসী শ্রেণীতে পরিণত না হন।

❑ জাতি যেদিন দেখতে পাবে যে খোদা না খাস্তা আপনাদের কেউ কেউ মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে 'বিলাসী' শ্রেণীতে উঠে গেছেন এবং আরো ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভের পেছনে রয়েছেন সেদিন জনগণের উচিত এসব লোককে দমন করা।

পঞ্চম অধ্যায়

পররাষ্ট্র নীতি

❑ আমরা স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রেখে সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবো।

❑ আমরা সকল জাতির সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক পোষণ করি। সরকারগুলোও যদি আমাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ দেখায় আমরাও পাল্টা সম্মান প্রদর্শন করবো।

❑ সকল সরকারের সাথে ইরানের পররাষ্ট্র নীতি হলো পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে। এ ব্যাপারে কোন সরকারের সাথে তারতম্য নেই।

❑ আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যদি কেউ হস্তক্ষেপ না করে ও আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় তাহলে আমরা সকল সরকারের সাথেই সম্মানজনক আচরণ করবো।

❑ আমাদের গ্রাস করতে চায় না এমন সব দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু যারা সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের মুখাপেক্ষী করতে চায় ওদের সাথে সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই। ওদের সাথে সতর্কতার সাথে আচরণ করতে হবে।

❑ আমরা মজলুমের সমর্থক। যে কোন লোক যে কোন মেরুতেই মজলুম হোক না কেনো আমরা তার সমর্থক।

❑ মজলুম ও বঞ্চিত লোকদের সমর্থন করা আমাদের দায়িত্ব।

❑ মুসলমানদের ইসলামী দায়-দায়িত্ব হলো যারাই মজলুম হবে তাদেরই সাহায্য করা।

❑ আমাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে মজলুমদের সমর্থন ও জালিমদের সাথে দুশমনি করার।

❑ যে কোন লেনদেন মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করবে আমরা এর বিরোধী।

❑ আমরা যদি জাতির খেদমতগুজার হই তখন জাতিও আমাদের সমর্থন করবে। আর এতেই বিদেশীদের লালসার অবসান ঘটবে।

❑ জাতিগুলোর সাথে আমাদের দুশমনি নেই। যে সব সরকার জালিম, কি আমাদের প্রতি জুলুম করুক, কি আমাদের মুসলমান ভাইদের প্রতি জুলুম করুক, আমরা ওদের দুশমন।

❑ কোন সরকার অর্থনৈতিক লেনদেনকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরতা চাপাতে ইচ্ছা করলে আমরা তা মেনে নিতে মোটেও প্রস্তুত নই।

❑ দুনিয়ার অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ এখন মানতে রাজী নয় যে সবাই 'গোলাম' হবে ও গুটিকতেক 'মনিব'।

❑ অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে যেমনি করে আমরা জুলুম মেনে নিতে রাজী নই তেমনি কারো প্রতি জুলুমও করবো না।

❑ আন্তর্জাতিক লুটতরাজের হাত থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত কোন জাতির সাথে বিশ্ব লুটেরা কোন শক্তির সম্পর্ক সব সময় ওই মজলুম জাতির লোকসানের এবং লুটেরার মুনাফার কারণ হয়ে থাকে।

❑ যে দেশই জুলুম করতে চায় আমরা এর বিরোধী, সে দেশ পাশ্চাত্যেই হোক কিংবা প্রাচ্যেই হোক।

❑ আজ কোন দেশ জোটনিরপেক্ষ হয়ে থাকলে সে দেশ হলো ইরান। আর কোন দেশ খুঁজে পাবেন না যে প্রকৃত অর্থেই জোট নিরপেক্ষ।

❑ যে কোন পদের যে কোন লোকই হোক না কেনো সে যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাথে আপোষ করার কথা ভেবে থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় ও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে উচ্ছেদ করুন।

❑ ইসলাম ও হেজবুল্লাহর প্রতিরক্ষা করা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অলংঘনীয় নীতি।

❑ অন্যান্য মুসলমানের স্বার্থ থেকে আমরা আমাদের স্বার্থকে পৃথক করতে পারি না।

❑ মুসলমানদের বিষয়ে চেষ্টা-তদবির করা ফরজসমূহের অন্যতম ফরজ কাজ।

❑ আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা এই যে, ইসলামী জাতিগুলো অদূর ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদের উপর বিজয় লাভ করবে আর আমরা ইনশাআল্লাহ যথাসময়ে কোন প্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষা থেকেই বিরত থাকবোনা।

❑ আমাদের সরকার ব্যবস্থা একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। বাইরের রাষ্ট্রগুলো যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে তাদের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবো।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসসমূহ

❑ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই একমাত্র মন্ত্রণালয়, যদি তা ইসলামী হয় তাহলে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চেয়ে অধিক পরিমাণে বাইরের জগতে আমাদের ইসলামী অস্তিত্বকে তুলে ধরতে পারবে।

❑ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের চেয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সংবেদনশীলতা বেশী। কেননা বিশ্বের সকল দেশের সাথে এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত।

❑ বাইরের সাথে কর্মকাণ্ডের কারণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার অনেক বেশী। তাই আপনাদের চেষ্টা করা উচিত সাধ্যানুসারে দূতাবাসগুলোকে বিকাশ, উন্নতি ও মহান ইসলামের পথে পরিচালিত করা।

❑ লোকেরা যখন আমাদের দূতাবাসগুলোতে আসে তখন যেনো ইরানের অবস্থাকেই প্রত্যক্ষ করতে পারে; আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের পরিবেশ যেনো না দেখে।

❑ দূতাবাসের লোকজন ও পরিবেশ, অফিসের আচরণ ও ব্যবস্থাপনা যদি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় তাহলে ওই দূতাবাস থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

❑ আমাদের দূতাবাসগুলোকে প্রচারকেন্দ্র হতে হবে।

❑ বাইরের জগতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদের ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো

❑ ইসলামী সরকারগুলোর দুর্ভাগ্য হচ্ছে এদের উপর বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ।

❑ এলাকার সরকারগুলোর জানা উচিত এদের বিপদের সময় আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তি এদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না।

❑ আমি বিশ বছর ধরে আমার কথাবার্তায় ও ভাষণে এদের (মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো) প্রতি বলে এসেছি যে, এসব স্থানীয় ছোটখাট মতভেদ ত্যাগ করুন এবং ইসলাম ও ইসলামের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে সম্মিলিত চিন্তা-ভাবনা করুন ও পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হোন।

❑ ইসলামের সমস্যা হচ্ছে সরকারগুলো, জাতিসমূহ নয়।

❑ ইসরাইল আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য। আমরা চিরকালের জন্যে ওকে তেলও দেবো না এবং স্বীকৃতিও দেবো না।

❑ ইসলামী জাতিগুলো এবং বিশ্বের মজলুম মুস্তাযয়াফরা যতদিন তাকে বিশ্বের দাম্ভিক শক্তিবর্গ ও এদের সন্তানাদি, বিশেষতঃ দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হবে ততদিন ইসলামী দেশগুলোর ওপর এদের অপরাধী হাত খাটো হবে না।

❑ ইসরাইল একটি হানাদার শক্তি এবং যত শিগগির একে ফিলিস্তিন ছাড়তে হবে। ফিলিস্তিনী ভাইদের উচিত যত শিগগির এই দুষ্কৃতিকারী উপাদানকে নিশ্চিহ্ন করা এবং এলাকায় সাম্রাজ্যবাদের মূলগোড়া কেটে দেয়া যাতে এলাকায় শান্তি ফিরে আসে।

❑ ইরানের বীর জনতার দায়িত্ব হলো ইরানে আমেরিকা ও ইসরাইলের স্বার্থ ঠেকানো এবং এর ওপর আক্রমণ চালানো।

❑ তেলসমৃদ্ধ ইসলামী বিশ্বের সরকারগুলোর কর্তব্য হলো তাদের তেল ও অন্যান্য সম্পদকে অস্ত্র হিসাবে ইসরাইল ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।

❑ সাধারণতঃ সকল মুসলমান এবং বিশেষতঃ ইসলামী সরকারগুলোর কর্তব্য হলো সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে দুরাচারের এই পদার্থকে (ইসরাইল) উৎখাত করা।

❑ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর হৃদপিণ্ডে বৃহৎশক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় দুষ্কর্মের এই যে পদার্থ (ইসরাইল) স্থাপিত হয়েছে, যার দুষ্কৃতকারী শেকড় প্রতিদিন ইসলামী দেশগুলোকে হুমকি দিচ্ছে, তাকে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ও মহান ইসলামী জাতিগুলোর উচিত অবশ্যই মূলোৎপাটিত করা।

দক্ষিণ আফ্রিকা

❑ আজ মুসলিম আফ্রিকা স্বীয় মজলুমপূর্ণ ফরিয়াদকে সর্বাধিক উচ্চকিত করছে।

❑ আজ আমাদের মুসলিম আফ্রিকার দেশগুলো আমেরিকা, অন্যান্য বিদেশী শত্রু ও এদের ভাড়াটেদের জোয়ালের নিচে পিষ্ট হচ্ছে।

❑ দক্ষিণ আফ্রিকা যতদিন তার বর্তমান অবস্থার অবসান না ঘটাবে আমরা ততদিন তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবো না এবং একে তেলও দেবো না।

❑ দক্ষিণ আফ্রিকা একটি বর্ণবাদী সরকারের অধীন যা কোনক্রমেই কোন ধরনের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সম্মান দেখায় না। মূলতঃই এ সরকার হচ্ছে খুন পিপাসু ও অপরাধী সরকার।

❑ আমাদের বারাআতের (হজ্বে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা) ফরিয়াদ হচ্ছে আফ্রিকান মুসলমান জনতার ফরিয়াদ, আমাদের দীনী ভাইবোনদের এ ফরিয়াদ এ জন্যে যে, তারা কালো হওয়ার অপরাধে বর্বর বর্ণবাদী পাপিষ্ঠদের চাবুক খাচ্ছে।

দাম্ভিক মুস্তাকবির ও পরাশক্তিবর্গ

❑ আমাদের যদি শক্তি হয় তাহলে সকল দাম্ভিক মুস্তাকবিরদের নিশ্চিহ্ন করবো।

❑ বিশ্বশান্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে মুস্তাকবিরদের ধ্বংস হওয়ার উপর। যতদিন পর্যন্ত এই অসভ্য আধিপত্যবাদীরা পৃথিবীতে থাকবে ততদিন মুস্তাযয়াফরা (বঞ্চিত মজলুম জনতা) আল্লাহ তায়ালার করুণায় প্রাপ্ত উত্তরাধিকার (পৃথিবীর শাসনাধিকার) হাতে পাবে না।

❑ বৃহৎশক্তিবর্গের কাছ থেকে আমরা যে আঘাত খেয়েছি তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় আঘাত তথা ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত।

❑ আজ বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা এমন যে, বিশ্বের সকল দেশ পরাশক্তিবর্গের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

❑ জাতিসমূহের সকল সমস্যা ও দুর্ভোগ এসেছে পরাশক্তিবর্গের কাছ থেকে।

❑ এসব অপরাধী দুষ্কৃতকারীর সকল লক্ষ্যই এক বিন্দুতে এসে সমবেত হয়েছে; আর তাহলো শক্তি। যারাই এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাদের দমন করার জন্যেই এ শক্তি।

❑ চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের কর্তব্য হচ্ছে যাবতীয় শক্তি ও পরাশক্তিবর্গকে যতটা পারা যায় অপদস্ত করা।

❑ জেনে রাখা উচিত যে, সুযোগ সন্ধানী শক্তিধর দেশগুলোর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ও মুস্তাযয়াফ দেশগুলোর ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং বিপদের সময় এদের অসহায়ভাবে ছেড়ে দেয়া। ওদের অভিধানে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা বলে কোন পরিভাষা নেই।

❑ ঐক্যবদ্ধ হোন। বৃহৎশক্তিবর্গের মুকাবিলায় একতার ছায়াতলেই আপনাদের বিজয় নিশ্চিত।

❑ হক আদায় করে নিতে হয়। অভ্যুত্থান করুন এবং পরাশক্তিবর্গকে ইতিহাস ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করুন।

❑ বিশ্বশক্তিগুলোর জানা উচিত এ যুগ অতীতের মত নয় যে, এক ধমকেই সরকারগুলোর মতো জাতিগুলোকেও ময়দান থেকে পিছু হঠানো যাবে।

❑ আমরা পরাশক্তিবর্গকে কোন ভয়ই করি না। যদিও আমরা সে সব মানব বিধ্বংসী অস্ত্রসমূহের অধিকারী নই তথাপি আমাদের ঈমান বাধ্য করে থাকে যে, আমরা যেনো ভয়শূন্য হই, নাডরাই।

❑ আমাদের এক লক্ষ্য; আর তাহলো পরাশক্তিবর্গের পরাজয়।

❑ আমাদের দায়িত্ব হলো পরাশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আর দাঁড়ানোর ক্ষমতাও আছে।

❑ আমরা পরাশক্তিবর্গের প্রতি এতোই সন্দিহান যে, ওরা যদি কোন সত্য বিষয়ও বলে তথাপি আমাদের বিশ্বাস এটাই হবে যে, নিশ্চয়ই মতলব হাছিলের জন্যে বলেছে যাতে জনগণ বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়।

❑ আজ এ জাতি ও তার যাবতীয় ইসলামী নিদর্শনের সাথে পরাশক্তিবর্গের সার্বিক বিরোধিতার দিন। আমাদের সজাগ হতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাদের জন্যে ওদের যুদ্ধগুলোর চেয়েও ক্ষতিকারক হলো ওদের প্রচারণা।

❑ সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের আলেমদের (জ্ঞানী–গুণী) নিশ্চিহ্ন করা।

❑ ওই দিনই আমাদের জন্য মুবারক হবে যেদিন আমাদের মজলুম জাতি ও অন্যান্য মুস্তাযয়াফ জাতির ওপর বিশ্ব লুটেরাদের আধিপত্য ভেঙ্গে পড়বে এবং সকল জাতি তাদের স্ব স্ব ভাগ্যকে নিজ হাতে ধারণ করবে।

❑ পরাশক্তিবর্গ ইরানের হাতে যে মার খেয়েছে তাদের জীবনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত কখনো এমন মার আর খায়নি।

মার্কিন সরকারের চরিত্র

❑ আমরা আমেরিকার হাতে যে ক্ষতির শিকার হয়েছি অন্য কারো হাতে তা হইনি।

❑ আমেরিকার আধিপত্য থেকেই মুস্তাযয়াফ জাতিগুলোর সকল দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্য।

❑ আমেরিকা বিশ্বের বঞ্চিত ও মুস্তাযয়াফ জনগণের এক নম্বরের শত্রু।

❑ আমেরিকা বলছেঃ এই এলাকায় আমাদের স্বার্থ রয়েছে। কিন্তু আমাদের এলাকায় কি কারণে তার স্বার্থ রয়েছে? মুসলমানদের স্বার্থ কেনো আমেরিকার স্বার্থ হবে?

❑ ইসলামী জাতিগুলো সাধারণতঃ বিদেশী শক্তি বিশেষতঃ আমেরিকাকে ঘৃণা করে।

❑ বিশ্বের জানা উচিত, ইরানী জাতি ও অন্যান্য মুসলিম জাতির যত দুর্ভোগ ও সমস্যা রয়েছে সবই বিদেশী শক্তি ও আমেরিকার কারণে।

❑ ইসলামী ও অনৈসলামী জাতিসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনাদায়ক যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তাহলো স্বয়ং আমেরিকা।

❑ আমাদের যাবতীয় সমস্যা-সংকট আমেরিকার হাত থেকে এসেছে।

❑ আমাদের যাবতীয় দুঃখ-দুদর্শা আমেরিকার কাছ থেকে এসেছে।

❑ আমেরিকা তোমাদের চায় তোমাদের তেলের জন্য। আমেরিকা তোমাদের এজন্যে চায় যে, তোমাদের দেশে বাজার নির্মাণ করবে যাতে তোমাদের তেল নিয়ে যেতে আর আজে বাজে জিনিস এনে তোমাদের কাছে বিক্রি করতে পারে।

❑ ইসলাম, কুরআনে করীম এবং পয়গাম্বর (সাঃ)-এর আসল শত্রু হচ্ছে পরাশক্তিবর্গ, বিশেষ করে আমেরিকা ও তার দুষ্কৃতকারী সন্তান ইসরাইল।

❑ আমেরিকা হলো জাতিগতভাবে সরকারী সন্ত্রাসবাদী, যে সমগ্র বিশ্বটাতেই আগুন লাগিয়ে রেখেছে। তার সহযোগী হচ্ছে আন্তর্জাতিক যায়নবাদীরা, যারা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে এমনসব অপরাধ-অপকর্মে লিপ্ত হয় যা কলমসমূহের লিখতে ও জিহ্বাগুলোর বলতে লজ্জা লাগে।

❑ আমাদের সকল দুর্ভোগ এই আমেরিকার কারণে, আমাদের সকল দুরবস্থা এই ইসরাইলের কারণে।

❑ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জানা উচিত আমাদের জাতির কাছে সে হচ্ছে বিশ্বের ঘৃণ্যতম ব্যক্তি।

❑ ইরানীদের ক্ষোভ মার্কিন জনগণের বিরুদ্ধে নয়, বরং মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে।

আমেরিকার সাথে সংগ্রাম

❑ যত ফরিয়াদ আছে আমেরিকার বিরুদ্ধে উচ্চকিত করুন।

❑ আমাদের জনগণের প্রত্যেকেই আজ আমেরিকাকে তাদের এক নম্বর শত্রু বলে জানে।

❑ নিজেদের ঠান্ডা ও আগ্নেয়াস্ত্র তথা কলম, বক্তৃতা ও মেশিনগানকে পরস্পরের ওপর থেকে তুলে নিয়ে মানবতার দুশমনদের এবং ওদের সর্দার আমেরিকার দিকে তাক করুন।

❑ আমাদের বিশ্বাস এটাই যে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে ও আমেরিকার মুখ থুবরে দেবে। তাদের জানা উচিত যে তারা তা পারবেও।

❑ আমরা এটা চাইনে যে আমেরিকা আমাদের জন্যে কাজ করুক। আমরা বরং আমেরিকাকে পদদলিতকরবো।

❑ আমেরিকা বিরোধী হওয়ার অর্থ যদি এ হয় যে, আমরা আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হবো না তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমেরিকা বিরোধী। আমেরিকা যদি এটাকেই ভয় করে তাহলে নিশ্চয়ই তার ভয় করা উচিত।

❑ আমাদের অভিন্ন শত্রু হলো আমেরিকা ও ইসরাইল এবং এদের মত সবাই। এরা আমাদের মান সম্মান লুটতে চায় এবং আমাদের আবারো অধীনস্থ করতে প্রয়াসী। এই অভিন্ন দুশমনকে প্রতিহতকরুন।

❑ এ বিপ্লবের কারণে আমেরিকার অন্তরে যে জ্বলন্ত দাগ পড়েছে তেমন দাগ কারো অন্তরেই পড়েনি।

❑ আমাদের অপরাধ এই যে, আমরা আমেরিকার বিরোধী।

❑ আমরা সকলেও যদি ধ্বংস হয়ে যাই তবু যায়নবাদ ও আমেরিকার হাতে অপদস্থ হওয়ার চেয়েউত্তম।

❑ হে বিশ্বের মজলুম মানুষেরা! যে কোন জাতির ও যে কোন শ্রেণীরই হোন না কেনো আত্মসম্বিত লাভ করুন এবং আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তির প্রচারণা ও হুমকিতে ভীত হবেন না। ওদের জন্য পৃথিবীটাকে সংকীর্ণ করে তুলুন।

❑ আমেরিকা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রদর্শন করতে পারবে না।

❑ আমেরিকা আমাদের একটি কেশেরও ক্ষতি করতে পারবে না।

❑ এখন যে সংগ্রাম চলছে তা ইসলাম ও কুফরীর ভেতর সংগ্রাম। এ সংগ্রাম আমেরিকার সাথে আমাদের সংগ্রাম নয়, বরং কুফরীর সাথে ইসলামের সংগ্রাম।

❑ এখন আমাদের ইসলামী বিষয়াদির সর্বাগ্রে হলো আমেরিকার সাথে সংগ্রামের বিষয়। আজ যদি আমাদের শক্তিগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তাহলে তা আমেরিকার অনুকূলে যাবে। এখন দুশমন হলো আমেরিকা। আমাদের সকল সাজ-সরঞ্জামকে অবশ্যই আমেরিকার দিকে তাক করে সংঘবদ্ধ করতে হবে।

❑ আমাদের পরিপূর্ণ খুশীর দিন সেদিনই যেদিন মুসলমানদের মাথার উপর থেকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, বিশেষতঃ আমেরিকার আধিপত্যের অবসান ঘটবে।

❑ আমেরিকা হয়তোবা আমাদের পরাজিত করতে পারে। কিন্তু আমাদের বিপ্লবকে নয়। এ কারণেই আমি আমাদের বিজয়ের বিষয়ে প্রত্যয়বান। আমেরিকার সরকার শাহাদতের তাৎপর্যই বুঝে না।

❑ আমি সুনিশ্চিত যে, অপরাধী আমেরিকার সাথে সংগ্রামের যে দায়িত্ব আমাদের যদি সঠিকভাবে তা অব্যাহত রাখি তাহলে আমাদের সন্তানেরা বিজয়ের অমৃতসুধা পান করতে সক্ষম হবে।

আমেরিকার সাথে সম্পর্ক

❑ আমাদের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক মজলুমের সাথে জালিমেরই সম্পর্ক; এক লুণ্ঠিতের সাথে এক লুণ্ঠনকারীর সম্পর্ক।

❑ আমরা না আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায়, না রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায়, না অন্য কোন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আছি।

❑ যারা স্বপ্নে আমেরিকাকে দেখে আল্লাহ তাদের জাগ্রত করুন।

❑ আমেরিকা যেদিন আমাদের প্রশংসা করবে সেদিন অবশ্যই শোক পালন করা উচিত।

❑ আমরা চাইনে আমেরিকা আমাদের অভিভাবক হোক। আমরা চাইনে জাতির সব স্বার্থ আমেরিকা লুটে নিক।

❑ ইসলামী দেশের জন্য এটা কলঙ্কজনক যে আমেরিকার দিকে এই বলে হাত পাতবেঃ আমাদের খাদ্য দাও।

❑ যদি না আমেরিকা মানুষ হয় এবং জুলুম-অত্যাচার থেকে হাত গুটায় আমরা তার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবো না।

❑ আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে এবং আমাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে কেবল তাহলেই আমরা ওদের সাথে সম্পর্ক করবো।

পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য পূজা

❑ আমাদের অবশ্যই এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, পাশ্চাত্যে আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির কাফেলা থেকে পিছিয়ে রাখার বিষয়াদি ছাড়া আর কিছুই নেই।

❑ আমরা পাশ্চাত্যের উন্নতি-অগ্রগতিকে মানি কিন্তু ওদের চরিত্রহীনতা যা ওদেরই আহাজারীর কারণ হয়েছে-তা মানিনে।

❑ পাশ্চাত্যের যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে তা শুধু বস্তুগত। পাশ্চাত্য বিশ্বটাকেই একটা জঙ্গী বিমান এবং হিংস্র জীবে পরিণত করেছে।

❑ পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, মানুষকে তার মনুষ্যত্বশূন্য করেছে।

❑ সম্ভবতঃ আমাদের (কারো কারো) বিশ্বাস জন্মেছে যে, পাশ্চাত্যে সব কিছুই আছে। জ্বী না! পাশ্চাত্যে যা আছে তাহলো হিংস্র প্রাণী গড়ার শিক্ষা।

❑ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না পাশ্চাত্যমুখীতা থেকে ফিরবো ও আমাদের মন-মগজ বদলাবো এবং নিজেদের চিনবো ততক্ষণ আমরা স্বাধীন ও স্বকীয় হতে পারবো না, আমাদের কিছুই হবে না।

প্রাচ্য জগত

❑ প্রাচ্য জগত (ইসলামী দুনিয়া) নিজেকে বিস্মৃত হয়েছে। প্রাচ্য জগতের উচিত নিজেকে (খুদী) খুঁজে পাওয়া।

❑ প্রাচ্য জগতের উচিত সজাগ হওয়া এবং পাশ্চাত্য থেকে নিজের ভাগ্যকে যতদূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন করা। যদি সম্ভব হয় তাহলে চিরদিনের জন্য আলাদা হওয়া। যখন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হচ্ছে না তখন যতদূর সাধ্যে কূলায় ততটুকুন দূরে সরে পড়া উচিত, অন্ততপক্ষে নিজের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে বাঁচানো অত্যাবশ্যক।

কম্যুনিজম

❑ কম্যুনিজমের জন্মের শুরু থেকেই এর দাবীদাররা বিশ্বের স্বৈরাচারীতম, ক্ষমতালোভী ও একচেটিয়া ক্ষমতার দাবীদার সরকার ছিলো ও আছে।

❑ সবার কাছেই এটা পরিষ্কার যে, এখন থেকে কম্যুনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরে খোঁজ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ও মানবাধিকার

❑ আমরা এমনি এক যুগে জীবনযাপন করছি যখন অপরাধীদের শাস্তিদান ও সভ্য করার পরিবর্তে প্রশংসা ও সমর্থন করা হয়।

❑ তথাকথিত এই মানবাধিকার সংস্থাগুলো জালিমদের নিন্দা করার পরিবর্তে মজলুমদের নিন্দা করছে।

❑ মানবাধিকারের জন্য ওরা যে সমস্ত সংস্থা গড়ে তুলেছে তার সবই মানবজাতিকে লুন্ঠন করার জন্যে।

❑ ওরা এতোসব অপরাধ অপকর্ম করছে এবং এতোসব দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে তারপরও দাবী করছে যে, মানবাধিকার লংঘন হওয়া আমরা সমর্থন করতে পারি না।

❑ মানবাধিকার ঘোষণা অনুসারে আমরা কাজ করতে চাই, আমরা স্বাধীন হতে চাই, আমরা আমাদের দেশে স্বনির্ভর হতে চাই এবং আজাদী চাই।

❑ এ জাতির এবং প্রতিটি জাতির অধিকার রয়েছে যে এরা নিজ হাতে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলবে। এটাই মানবাধিকার। মানবাধিকারের ঘোষণাতেও একথা বলা আছে।

❑ ওরা মানবাধিকার নিয়ে কথা বলে অথচ এর বিপরীতে কাজ করে। ইসলাম যেমনি মানবাধিকারের প্রতি সম্মান দেখায় তেমনি কাজও করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা

❑ বিপদকালে সে জাতিই শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে ও চিরস্থায়ী হয় যে জাতির বেশীরভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় রণপ্রস্তুতির অধিকারী থাকে।

❑ আমরা যোদ্ধা এবং মুসলমান আমাদের কাছে আত্মসমর্পণের কোন অর্থই নেই।

❑ আমাদের দেশের সংগ্রাম আকিদা-বিশ্বাসের সংগ্রাম আর আকিদা-বিশ্বাসের পথে জিহাদে কোন পরাজয়নেই।

❑ শক্তির সাথেই সামনে এগুতে হবে এবং যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করতে এবং আমাদের ওপর আগ্রাসন চালাতে চায় তাদের শক্তি দিয়েই প্রতিহত করতে হবে।

❑ আমাদের কথা হচ্ছেঃ যে পর্যন্ত শের্ক ও কুফরী রয়েছে সে পর্যন্ত সংগ্রামও থাকবে আর যতক্ষণ সংগ্রাম আছে ততক্ষণ আমরাও আছি।

❑ শয়তানী শক্তিগুলোর মুকাবিলায় কঠিন সংগ্রাম, বিপদাপদ ও সত্য কথনের সময়েই কেবল নীরব কর্তব্যনিষ্ঠদের থেকে গালভরা বুলিসর্বস্ব দাবীদারদের এবং আত্মত্যাগী নিবেদিতপ্রাণ লোকদের থেকে রিয়াকার মিথ্যুকদের আলাদা করা যায়।

❑ সামরিক শক্তি ও আধুনিক সমরাস্ত্র কখনো জাতিসমূহের বিপ্লবী ও পবিত্র ক্ষোভের মুকাবিলা করতে পারেনা।

❑ যদি পবিত্র অন্তরসম্পন্ন অধিনায়কগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তাহলে দেশসমূহের শত্রুদের জন্য অভ্যুত্থান বা দেশ দখলের সুযোগ ঘটবে না। যদিওবা তা ঘটে থাকে সত্যনিষ্ঠ অধিনায়কদের হাতে তা পরাজিত ও ব্যর্থহয়েযাবে।

❑ ইসলাম যখন (অতীতে) যুদ্ধ করেছে তখন ওসব যুদ্ধের লক্ষ্য দেশ দখল ছিল না। বরং ইসলাম চেয়েছিল মানুষ গড়ে তুলতে।

❑ ইসলামের প্রথম যামানার মুজাহিদদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনী স্মরণ করা শুধু বর্তমানেই নয়, বরং চিরকালের জন্য ইসলামকে জিইয়ে রাখবে।

❑ যুদ্ধের ময়দানে সংখ্যাস্বল্পতায় ভীত হবেন না ও শাহাদতবরণে ভয় পাবেন না। মানুষের লক্ষ্য ও আদর্শ যত মহান হবে সে পরিমাণেই কষ্টকে সহ্য করতে হয়।

❑ যে ধর্মে যুদ্ধ নেই সে ধর্ম অপূর্ণ।

❑ আমাদেরকে সৈন্য পাঠানোর ভয় দেখাবে না। আমরা তোমাদের সৈন্যদের দাফন করবো।

❑ আমরা আমাদের প্রিয় দেশের জন্য ইরানের সর্বশেষ লড়াকুর শাহাদতবরণ পর্যন্ত সংগ্রাম করে যাবো আর আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

❑ যারা ধারণা করেছেন বিশ্বের মুস্তাযয়াফ ও বঞ্চিতদের স্বাধীনতা ও আজাদীর পথে সংগ্রামের সাথে পুঁজিবাদ ও ভোগ বিলাসিতার কোন বিরোধ নেই তারা সংগ্রামের 'ক-খ' এর সাথেই অপরিচিত।

❑ আল্লাহ আমাদের দায়িত্ববান করেছেন যাতে ইসলাম ও ইসলামী জাতির শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করি।

❑ আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবো।

❑ আমাদের দায়িত্ব হলো জুলুমের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া।

❑ ইসলামী দেশের প্রতিরক্ষা করা ও মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান প্রতিরক্ষা করা আসমানী শরীয়তের নির্ধারিত ফরজ কাজ যা আমাদের প্রত্যেকের উপরই ফরজ।

❑ প্রতিরক্ষা এমন এক সুস্পষ্ট অধিকার যা ইসলাম ও গায়র-ইসলাম সব মানুষের জন্যই মেনে নিয়েছে।

❑ নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবেন যাতে আমরা দুশমনকে ছোট ও দুর্বল ভেবে না বসি।

❑ শক্তিধর আল্লাহর উপর ভরসা করে অস্ত্র ও সদ্‌গুণে সজ্জিত হোন। মহান আল্লাহ আপনাদের সাথে আছেন।

ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ

❑ আমরা এ লড়াইয়ে বিশ্বগ্রাসীদের মুখোশ উন্মোচন করেছি।

❑ যুদ্ধে আমরা এ ফল পেয়েছি যে, অবশ্যই নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে।

❑ যুদ্ধে আমরা আমাদের কৃতকর্মের একটি মুহূর্তের জন্যেও অনুতপ্ত ও দুঃখিত নই।

❑ আমরা দায়িত্ব পালনের জন্যেই লড়াই করেছি, আর ফলাফল তো খুবই ছোট বিষয়।

❑ আমরা যুদ্ধে আমাদের মজলুম অবস্থা ও আগ্রাসীর অত্যাচারকে প্রমাণ করেছি।

❑ আমরা যুদ্ধেই আমাদের বিপ্লবকে বিশ্বে রফতানী করেছি।

❑ এ যুদ্ধ, অর্থনৈতিক অবরোধ ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বহিষ্কার সবই ছিলো খোদায়ী অনুগ্রহ যা সম্পর্কে আমরা গাফেল ছিলাম।

❑ আমরা যুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের পরিপূর্ণ ইসলামী বিপ্লবের শেকড়গুলোকে মজবুত করেছি।

❑ অবশ্য প্রতিটি মুসলমান ও প্রতিটি মানুষের ওপরই প্রতিরক্ষা ফরজ কাজ। আমরাও আল্লাহর নির্দেশিত দায়িত্ব অনুসারেই নিজেদের ও ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছি।

❑ যুদ্ধ যদিও তিক্ত ছিলো এবং আমাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করেছে তথাপি এতে অনেক বরকতও হয়েছে। এর ফলে ইসলাম বিশ্বে পরিচিত হয়েছে।

❑ আমাদের যুদ্ধের ফলেই ইসলামের মুকাবিলায় বিকৃত সমাজব্যবস্থা ও নষ্ট মতাদর্শের রাষ্ট্রনায়করা অসম্মান ও অবমাননা বোধ করেছে।

❑ আমাদের যুদ্ধ ছিলো ধন ও দারিদ্রের যুদ্ধ। আমাদের যুদ্ধ ছিলো ঈমান ও অপরাধের লড়াই। আর এ লড়াই আদম থেকে শুরু করে মানব জীবনের শেষ পর্যন্ত আছেই।

সশস্ত্র বাহিনী

ক-বিধিনিষেধ ও নিয়ম-শৃঙ্খলা

❑ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সামরিক বাহিনী ও সেপাহে পাসদার বাহিনী (বিপ্লবী গার্ড বাহিনী) খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান। এদের অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহ আকবার। দুনিয়ার কোন অস্ত্রই এ অস্ত্রের মুকাবিলা করার শক্তি রাখে না।

❑ সামরিক বাহিনী, সেপাহ বাহিনী, গণবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, জান্দারমারী[৪৫] ও অন্যান্য

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী (সদস্যরা) হচ্ছেন এমনসব পীর ও আউলিয়া যারা নিজেদের সর্বস্ব জীবনাদর্শ ও বিশ্বাসের পথে কোরবান করেছেন এবং ইসলাম ও এর মহান অনুসারীদের জন্য সম্মান ও গৌরব সৃষ্টি করেছেন।

❑ আপনারা সামরিক বাহিনী, সেপাহ পাসদারান, গণবাহিনী, পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষী সকল বাহিনী যারা ইসলাম ও ইরানের জন্যে জান-প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, ইসলাম যেনো আপনাদের আচরণের মানদণ্ড হয়।

❑ সামরিক বাহিনী, সেপাহ ও অন্যান্য বাহিনীতে সুমহান চরিত্র যতটুকু আবশ্যক সম্ভবতঃ অন্যত্র তত আবশ্যক নয়।

❑ সেই সৈন্য ও সেই সেপাহ যে নাকি তার বাংকারে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে সে তো সিংহের মতই প্রতিরোধ করে থাকে।

❑ সৈনিক ও সেপাহ পাসদারের জন্য নির্ধারিত বিধি-বিধান অমান্য করলে সশস্ত্র বাহিনীতে দুর্বলতা দেখা দেবে।

❑ ইসলামের যিনি অধিনায়ক ইসলামের নির্দেশেই তাকে মান্য করা ফরজ এবং অমান্য করা হারাম।

❑ যে সৈন্যের নিয়মানুবর্তিতা নেই সে সৈন্যই নয়।

❑ সশস্ত্র বাহিনী, সে সামরিকই হোক, পাসদারই হোক, গণবাহিনীরই হোক কিংবা পুলিশ বা অন্য যে কোন বাহিনীরই হোক তাদের চূড়ান্তভাবেই কোন রাজনৈতিক দলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাদের উচিত রাজনৈতিক খেল থেকে নিজেদের দূর করা।

❑ যে কেউ কোন দল বা গ্রুপে (রাজনৈতিক) প্রবেশ করবে তাকেই সামরিক, সেপাহ এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

❑ সেপাহ বাহিনীতে যেনো রাজনীতি ঢুকে না পড়ে সে দিকে আপনাদের চেষ্টা থাকা আবশ্যক। কেননা সেপাহ বাহিনীতে যদি রাজনীতি ঢুকে পড়ে তাহলে এর সামরিক বৈশিষ্ট্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

❑ আমি সামরিক বাহিনীর অধিনায়কদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, সামরিক বাহিনীতে যেন মোটেও রাজনীতি উত্থাপিত না হয়।

❑ রাজনীতিতে প্রবেশ আর সামরিক বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয়ে যাওয়া একই কথা।

❑ সামরিক বাহিনীর উচিত দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পাহারা দেয়া।

খ—গণবাহিনী

❑ গণবাহিনী হচ্ছে আল্লাহর একনিষ্ঠ লস্কর (সৈন্য)।

❑ গণবাহিনী (ইসলামী ইরানের) হলো সর্বহারা নিঃস্বদের মীকাত (খোদার দীদারে যাওয়ার মিলন কেন্দ্র) এবং পবিত্র ইসলামী চিন্তাশীলদের মেরাজ। এতে যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তারা তাদের নাম ঠিকানাকে নামহীনতা ও ঠিকানাহীনতার মাঝেই খুঁজে পেয়েছেন।

❑ গণবাহিনী হচ্ছে একটি পবিত্র, প্রকাণ্ড ও ফলবান বৃক্ষ। এর ফুল ও ফল ছড়ায় মিলন বসন্তের সুবাস, দৃঢ় বিশ্বাসের লাবণ্য আর এশ্‌কের হাদিস (কাহিনী)।

❑ গণবাহিনী হচ্ছে এশকের (খোদাপ্রেমের) পাঠশালা ও গুমনাম (নামহীন) শাহেদান (অপরূপ প্রেমিকগণ) ও শহীদানের বিদ্যালয়। এর অনুসারীরা ওই শিক্ষা কেন্দ্রের সুউচ্চ মীনার চূড়ান্ত আরোহণ করে শাহাদত ও রেশাদতের (বীরত্ব) আজান উচ্চকিত করেন।

❑ মুক্তিপথের হে অগ্রগামীরা। আমি আপনাদের প্রত্যেকের হাতে চুমু খাচ্ছি এবং এটা জানি যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দায়িত্বশীলরা যদি আপনাদের প্রতি অবহেলা করে তাহলে তারা আল্লাহর দোযখের আগুনে ভস্মীভূত হবেন।

❑ সত্যিকার অর্থেই যদি ত্যাগ-তিতিক্ষা, ইখলাছ (একনিষ্ঠতা), কোরবানী এবং পবিত্র খোদায়ী সত্তা ও ইসলামের প্রতি প্রেমের পরিপূর্ণ উদাহরণ পেশ করতে চাই তাহলে গণবাহিনী ও এর সদস্যদের চেয়ে কে অধিক যোগ্যতর হবে?

❑ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণবাহিনী গঠন নিশ্চিতরূপেই ইরানের প্রিয় জাতি ও ইসলামী বিপ্লবের প্রতি আল্লাহ তায়ালার প্রকাশ্য বরকত ও অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন।

❑ আমি আশা করি যে, এই ইসলামী সাধারণ গণবাহিনী বিশ্বের সকল মজলুম মুস্তাযয়াফ ও দুনিয়ার মুসলমান জাতিগুলোর জন্যে আদর্শ বলে গৃহীত হবে। হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী, শেরেক ও খোদাদ্রোহিতার স্থলে ইসলাম ও তাওহীদ কায়েমের শতাব্দী, জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচারের স্থলে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শতাব্দী এবং সংস্কৃতিহীন অসভ্য খুনপিপাসুদের বদলে দীনদার কর্তব্যনিষ্ঠ মানব সমাজের কর্তৃত্ব করার শতাব্দী।

গ—সেপাহে পাসদারান

❑ পবিত্র সংগঠন 'সেপাহে পাসদারানে ইনকিলাবে ইসলামী' (ইসলামী বিপ্লবের প্রতিরক্ষা বাহিনী) প্রকৃতার্থেই আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার আসমানী মূল্যবোধসমূহের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাংকার।

❑ হায়! আমিও যদি পাসদার হতে পারতাম।

❑ আপনারা রণক্ষেত্রে এই মহান জাতির মজলুম অবস্থা ও বীরত্বসমূহের প্রতিবিম্ব প্রকাশের আয়না এবং বিপ্লবের সচিত্র ইতিহাস।

❑ মহান তেসরা শা'বানের পবিত্র দিন[৪৬] (হযরত ইমাম হুসাইনের জন্মদিবস) হচ্ছে পাসদার দিবস। এ দিবস ইসলামের প্রতিরক্ষা দিবস, সত্য ও আসমানী জীবনাদর্শ প্রতিরক্ষা দিবস। এ দিন শ্রেষ্ঠতম পাসদারের (ইমাম হুসাইন) জন্ম দিবস যিনি নিজের, নিজ সন্তানগণ ও সঙ্গী-সাথীদের খুন বিলিয়ে দীনকে জিন্দা করেছেন।

❑ হে প্রিয়তম পাসদারগণ! হে ইসলামের সৈনিকরা! যে যেখানেই থাকুন না কেনো নিজেদেরও প্রতিরক্ষা করুন যাতে করে স্বীয় নাফসের ওপর যেমন বিজয় লাভ করতে পারেন তেমনি যাবতীয় শয়তানের ওপরই বিজয় অর্জন করতে পারেন।

❑ ইসলামের প্রতিরক্ষাকারীদের (পাসদার) প্রতি দরুদ (দোয়া ও সালাম) যারা স্বীয় খুন এবং বজ্রমুষ্ঠির মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করেছেন।

❑ সেপাহ যদি না থাকতো দেশই থাকতো না।

❑ আমি সেপাহে পাসদারানকে অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মান দিয়ে থাকি। আপনাদের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইসলাম ভিন্ন আপনাদের আর কোন ইতিহাস নেই।

❑ আমি সেপাহের (পাসদারান) উপর রাজী আছি এবং কখনো আপনাদের থেকে আমার মন উঠবে না।

❑ আপনারা এমনসব জিন্দাদীল অধিনায়ক ও দায়িত্বশীলদের উত্তরসুরি ও সহযোদ্ধা যারা এখন আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য ঘাঁটিতে অবস্থান নিয়েছেন (শাহাদাত–নছীব হয়েছে)।

ঘ—সামরিক বাহিনী

❑ জাতি ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতা নেই।

❑ আমাদের সামরিক বাহিনী আমাদের থেকে আর আমরাও সামরিক বাহিনী থেকে।

❑ আমাদের সামরিক বাহিনী (ইসলামী ইরানে দু'টি বাহিনী রয়েছেঃ সামরিক বাহিনী ও সেপাহে পাসদার বাহিনী। উভয়েরই আলাদা আলাদা স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী রয়েছে। তবে দুই বাহিনীর মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় ও সৌহার্দ্য বিরাজমান–অনুবাদক) আমাদের জাতিরই পৃষ্ঠপোষক।

❑ জাতি যেমন সামরিক বাহিনী ব্যতীত বেঁচে থাকতে পারে না তেমনি সামরিক বাহিনীও জাতি ব্যতীত টিকে থাকতে পারবে না।

❑ সামরিক বাহিনীর প্রতি মুবারকবাদ ও ধন্যবাদ। তারা তাদের চিরন্তন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাগুতের (শাহী শাসন) দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করেছেন (বিপ্লবের বিজয়লগ্নে)।

❑ ইরানে যখন জাতির প্রচেষ্টায় যামানার মুজেজা (ইসলামী বিপ্লবের বিজয়) সংঘটিত হয় তখন দীনদার সামরিক বাহিনী এবং দেশপ্রেমিক ও পূতপবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারী অধিনায়করাও এতে যথার্থঅংশীদারহয়েছেন।

❑ সকল সশস্ত্র ও দীনদার ইসলামী সেনার প্রতি দরুদ। তারা ইরানের পবিত্র বিপ্লবের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং প্রিয় জাতির পৃষ্ঠপোষকতায় অত্যাচারী রাজপ্রাসাদকে তছনছ করে দিয়েছেন।

❑ সামরিক বাহিনী তখনি স্বীয় স্বাধীনতা ও গৌরবকে সংরক্ষণ করতে পারবে যখন মনে করবে যে তারা নিজেরাই যথেষ্ট; এমন ভাবা উচিত নয় যে বাইরের থেকে কেউ আসবে, সামরিক উপদেষ্টারা আসবে ও তাদের পরিচালনা করবে।

❑ সামরিক বাহিনী একটি দেশের মৌলিক অংশ ও রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষাকারী। সামরিক বাহিনী যদি ইসলামী হয় এবং এর চিন্তা–ভাবনা ইসলামী হয় তাহলে দেশকে পরিপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

❑ সামরিক বাহিনী যদি এর ধাপ ও পদমর্যাদাসমূহ সংরক্ষণ না করে তাহলে দুর্বলতার দিকে এগিয়ে যাবে। খোদা না খাস্তা আমাদের সামরিক বাহিনী যদি দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে দেশও দুর্বল হয়ে যাবে।

❑ সামরিক বাহিনী যদি সংশোধিত হয় তাহলে দেশের স্বাধীনতা–স্বকীয়তা সংরক্ষিত হবে। যদি খোদা না খাস্তা সামরিক বাহিনীতে দুর্নীতি ও গোলযোগ ঢুকে তাহলে দেশের স্বাধীনতাই বিপদগ্রস্ত হবে।

❑ সামরিক বাহিনী একটি দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি ও স্তম্ভ।

জিহাদে সাজান্দেগী

❑ আমাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জিহাদে সাজান্দেগীর[৪৭] (দেশগড়ার জিহাদ প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয়) বিরামহীন ভূমিকা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব। এরা (জিহাদে সাজান্দেগী) বাংকারহীন অবস্থায় রণাঙ্গনে বাংকার তৈরী করেছে (আশ্রয়হীন অবস্থায় আশ্রয় নির্মাতা)।

❑ ইসলাম ও জনগণের প্রতি সেবায় জিহাদের প্রেম ও উৎসুক দীন ও জনগণের খেদমতে নিয়োজিত বড় বড় প্রেমিকদের অন্তরকেও আলোকিত করেছে।

❑ আপনাদের প্রতি আবেদন, বিনির্মাণ জিহাদের সাথে সাথে স্বীয় নাফসকেও গড়ে তুলুন।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান

❑ বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির সার নির্যাস হচ্ছে মানুষ।

❑ স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টি ও প্রাণীর মাঝে মানুষ হচ্ছে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কোন সৃষ্টিই মানুষের মত নয়। সে এমন এক অদ্ভুত সৃষ্টি যা আসমানী ও ফেরেশতা বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং একই সাথে জাহান্নামী ও শয়তানী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

❑ মানুষ (ইনসান) এমন দুই বিস্ময়কর দিকের অধিকারী যে উভয় দিকেই সে সীমাহীন অনন্ত। সৌভাগ্যের দিক দিয়েও অনন্ত এবং দুর্ভাগ্যের দিক দিয়েও অনন্ত।

❑ মানুষের যাবতীয় বিপদাপদের উৎস সে নিজেই এবং সংশোধন ও সংস্কারও তার থেকেই শুরু হতে হবে।

❑ যে কোন সংস্কার-সংশোধনের শুরু স্বয়ং মানুষ থেকেই হতে হবে।

❑ মানুষ নিজেই যখন ঠিক হয়ে যাবে তখন সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

❑ খোদায়ী মুস্তাকীম পথই মানুষকে ত্রুটিযুক্ত থেকে পূর্ণতার (কামালত) দিকে নিয়ে যায়।

❑ মানুষ তার জীবনের শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত শয়তান ও নাফসের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত নয়।

❑ কোন কোন সময় বিপদাপদই মানুষের জন্য নেয়ামত আবার কোন কোন সময় নেয়ামতই (সৌভাগ্য) তার জন্যে বিপদস্বরূপ।

❑ পেট, রুটি ও পানি মানুষের জন্য মানদণ্ড নয়।

❑ আসল বিষয় হলো মানবিক মান-সম্মান।

❑ মানুষের মান-সম্মান এতেই নিহিত রয়েছে যে সে জোর জবরদস্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

❑ ইজ্জত, মান-সম্মান ও মানবিক মূল্যবোধগুলো কি ওসব অমূল্য রত্ন নয় যেসবের হেফাজত ও পাহারায় এ জীবনাদর্শের (ইসলামের) সলফে সালেহীনগণ (সৎ কর্মপরায়ণ আদর্শ পূর্ব পুরুষগণ) নিজেদের ও সঙ্গী-সাথীদের জীবনকে ওয়াকফ করে গেছেন?

❑ মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড় ও মহৎ বিষয় এবং যার অধিকারী হলে বলা যায় সে 'পূর্ণ মাহাত্ম্যের' অধিকারী তা হচ্ছে সত্যকে (হক) সত্যের জন্যেই বলা।

❑ ভুল-ত্রুটি হওয়া মাত্রই এর থেকে বিরত হোন এবং ভুল-ত্রুটি স্বীকার করুন। কেননা এটাই হলো পূর্ণ মানবিকতা (কামালত)।

❑ পরিপূর্ণ মানব (ইনসানে কামেল) হচ্ছে সে ব্যক্তি যে তার সম্পাদিত কাজে কোন ত্রুটিও অনর্থক কিছু সংঘটিত হলে তা সংশোধনে সচেষ্ট হয় এবং ভুল স্বীকার করতে তার কোন সংকোচ ও ভীতি থাকেনা।

❑ মানুষ যতদিন মেশিনগান, কামান ও ট্যাঙ্কের ছায়াতলে জীবন অব্যাহত রাখতে চাইবে ততদিন সে 'মানুষ' হতে পারবে না এবং মানবিক লক্ষ্য-আদর্শেও পৌছতে সক্ষম হবে না।

❑ মানুষের স্বাভাবিক গঠন কৌশলই এমন যে কোন সমাজ ও জাতির ভেতর যতবেশী জুলুম

অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচার তুঙ্গে উঠবে ততই সে জাতির ভেতর প্রতিরোধ সংগ্রামের ক্ষমতা বিকশিত হবে।

❑ যুদ্ধে যে বিষয়টি গণ্য নয় তা হচ্ছে সংখ্যা, যা ধর্তব্য তাহলো মানুষের চিন্তা ক্ষমতা।

সভ্যতা-সংস্কৃতি

❑ জাতিগুলোকে যে বিষয়টি গড়ে তুলে তা হচ্ছে সংস্কৃতি।

❑ সংস্কৃতি সকল সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দের উৎস।

❑ যদি সংস্কৃতি ঠিক হয়ে যায় তাহলে গোটা জাতিই সংশোধিত হয়ে যায়।

❑ সংস্কৃতি যদি সঠিক সংস্কৃতি হয় তাহলে আমাদের যুবকরা সঠিকভাবে গড়ে উঠবে।

❑ দেশের কল্যাণের চাহিদা মাফিক যদি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত সমস্যাদির সমাধান হয় তাহলে অন্যান্য সমস্যা সহজেই সমাধা হয়ে যাবে।

❑ মূলতঃ প্রত্যেক সমাজের সংস্কৃতি ওই সমাজের পরিচিতি ও অস্তিত্বগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। কোন সমাজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, কারিগরি ও সামরিক দিক দিয়ে যত উন্নত ও শক্তিশালীই হোক না কেনো তার সংস্কৃতি যদি বিপথগামী ও ভ্রান্ত হয় তাহলে সে সমাজতো অন্তঃসারশূন্য, ফাঁকা ও খোলসমাত্র।

❑ যদি আমরা সাংস্কৃতিকভাবে পরমুখাপেক্ষী হই তাহলে সাথে সাথে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাও আসবে, সামাজিক নির্ভরশীলতাও দেখা দেবে এবং রাজনৈতিক নির্ভরতাও বটে। এসব পরনির্ভরতা তখন অবশ্যম্ভাবী।

❑ যাবতীয় সংস্কার ও সংশোধনের ঊর্ধ্বে হচ্ছে সাংস্কৃতিক সংস্কার ও পরিশুদ্ধি। পাশ্চাত্যের উপর এ নির্ভরতা অবসানের মাঝেই আমাদের যুবকদের নাজাত নিহিত রয়েছে।

❑ ইউরোপ ফেরত চিন্তাবিদ ও আধুনিকতাবাদীদের কাছ থেকে ইরান যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে আর কারো কাছ থেকেই তেমনটি ঘটেনি।

❑ এটা চূড়ান্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশ ইসলামী অধিকার-কর্তব্য বিধি, ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও ইসলামী সংস্কৃতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এসবের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে ও পাশ্চাত্যের পেছনে ছুটে গেছে।

❑ যে পর্যন্ত না আমরা এসব উপনিবেশবাদী মগজগুলোকে বদলাবো এবং স্বাধীনচেতা ও স্বকীয়তাপূর্ণ মগজকে স্থলাভিষিক্ত করবো সে পর্যন্ত এ দেশকে পরিচালনা করতে পারবো না।

❑ উপনিবেশবাদী সংস্কৃতি দেশকে উপনিবেশবাদী (সাম্রাজ্যবাদী) যুবক সরবরাহ করে।

❑ সাংস্কৃতিক বিপথগামিতার সাথে সাথে দেশও বিপথগামী করে।

❑ কোন দেশকে সংশোধনের পথ হচ্ছে ওই দেশের সংস্কৃতির সংশোধন। সংস্কার ও শুদ্ধি অভিযান সংস্কৃতি থেকেই শুরু হতে হবে।

❑ কোন দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব ওই দেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে।

❑ আমরা সভ্যতার বিরোধী নই, আমরা আমদানীকৃত সভ্যতার বিরোধী। আমদানীকৃত সভ্যতাই আমাদেরকে এহেন দুর্গতিতে নিপতিত করেছে।

❑ আমরা এমন সভ্যতা চাই যা ভদ্রতা, মান-সম্মান ও মানবতার (ইনসানিয়াত) উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাস

❑ ইতিহাস মানুষের শিক্ষক।

❑ ইতিহাস থেকে নিশ্চয়ই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

❑ আমাদের জাতি ইতিহাসকে নয়া ইতিহাসে পরিণত করেছে এবং ইতিহাসের গতিধারাকে বদলে দিয়েছে।

❑ যদি রুহানী নেতৃবৃন্দ, জাতি, খতিবগণ, ওলামা, লেখকরা ও কর্তব্যনিষ্ঠ চিন্তাবিদগণ আলস্য করেন এবং সাংবিধানিক আন্দোলনের প্রথম দিকের ঘটনা প্রবাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করেন তাহলে এ বিপ্লবের উপর তা-ই আসবে যা সাংবিধানিক বিপ্লবের উপর এসেছিল।

❑ ইতিহাসবেত্তারা সব সময় বিপ্লবগুলোর লক্ষ্য আদর্শসমূহকে তাদের স্বীয় স্বার্থ কিংবা প্রভুদের স্বার্থে বলী দিয়ে থাকেন।

❑ অধঃপতিত শাহের অপরাধযজ্ঞ এমন কিছু নয় যে জাতির স্মৃতি থেকে মুছে যাবে কিংবা বিস্মৃত হওয়ার অবস্থা লাভ করবে।

❑ ইরানের শাহেনশাহী ব্যবস্থা এর জন্মের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসের চেহারাকেই কালিমাযুক্তকরেছে।

❑ ইতিহাস ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোর আলোকবর্তিকা।

প্রচার (তাবলিগাত)

❑ জেনে রাখুন প্রচারকার্য সব কাজের উর্ধ্বে।

❑ বর্তমানে বিশ্ব প্রচারের উপরই চলছে।

❑ লক্ষ্য রাখবেন যে, সর্বোত্তম যে বিষয়টি ইসলামী বিপ্লবকে এখানে ফলপ্রসূ এবং বিদেশে রফতানী করতে পারে তাহলো প্রচারকার্য তথা সঠিক প্রচার।

❑ বিশেষতঃ দেশের বাইরে প্রচারকে শক্তিশালী ও বিস্তৃত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

❑ প্রচার কার্যটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, বলা হয়ে থাকে দুনিয়াতে তা সকল কাজের উপর স্থান পেয়েছে আর এও বলা যায় যে, দুনিয়া প্রচারণারই কাঁধে ভর দিয়ে চলছে।

❑ পশ্চিমারা, বিশেষ করে অতীতে বৃটেন এবং বর্তমানে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ এ লক্ষ্যপানে ছিল ও রয়েছে যে, নিজেদের বিরামহীন প্রচারণার মাধ্যমে দুর্বল দেশগুলোকে বিশ্বাস করানো যে এদের দিয়ে কিছু হবে না (এরা অক্ষম)।

❑ সকল যুগের বিশেষ করে বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ইসলামী সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, বাতিলের বিরুদ্ধে সত্য প্রচারে ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সত্যিকার চেহারা প্রকাশে সচেষ্ট হবেন।

❑ ইসলাম, সাধারণ নৈতিকতা ও দেশের কল্যাণ বিরোধী প্রচারণা, প্রবন্ধ-প্রতিবেদন, বক্তৃতা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা বিলকুল হারাম। এসব বিষয় ঠেকানো ও প্রতিহত করা আমাদের ও সকল মুসলমানের উপরফরজ।

❑ সঠিক প্রচার কাজের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার ও বাস্তব রূপ জগতে তুলে ধরবেন।

গণমাধ্যম

❑ সকল গণমাধ্যমই একটি দেশের মুরুব্বী (অভিভাবক)। তাদের উচিত দেশকে সুশিক্ষা দেয়া।

❑ আজকের যুগে রেডিও-টেলিভিশনের ভূমিকা অন্য সকল দিক বিভাগ ও সংস্থার উর্ধ্বে।

❑ রেডিও টেলিভিশনকে অবশ্যই আমাদের যুবকদের এবং দেশবাসীর মুরুব্বী হতে হবে।

❑ আমরা রেডিওর বিরোধী নই, আমরা অশ্লীলতার বিরোধী আমরা টেলিভিশনের বিরোধী নই, আমরা বরং বিদেশীদের সেবায় নিয়োজিত ওসব বিষয়ের বিরোধী যা আমাদের যুবকদের পশ্চাদপদ করে রাখতে ও আমাদের জনশক্তিকে বিনাশ করতে চায়।

❑ রেডিও-টেলিভিশনের দায়িত্ব হলো এমনসব সংবাদ পরিবেশন করা যার সত্যতা শতকরা একশো ভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনমনে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য সংবাদকে অবিশ্বাস্য উৎস থেকে গ্রহণকরবেননা।

❑ টেলিভিশনের উচিত দিক নির্দেশনা দেয়া, রেডিওর উচিত দিক নির্দেশনা দেয়া, পত্র-পত্রিকার উচিত দিক নির্দেশনা দেয়া। পত্র-পত্রিকার উচিত নয় জনগণকে উত্তেজিত ও বিপথগামী করতে পারে এমনসব বিষয় লেখা।

❑ সংবাদ মাধ্যমগুলোর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিষয়বস্তুর গুণগত মান। কেননা যে মাধ্যম সত্য ও বাস্তবতার নিকটবর্তী হবে মানুষের শুনার আগ্রহও তার প্রতি অধিক হবে।

❑ প্রকৃত বিষয় এই যে, নগ্নপদ সর্বহারারা রেডিও-টেলিভিশনের উপর যে অধিকার রাখে আমাদের তানেই।

❑ পত্র-পত্রিকার উচিত দিক নির্দেশনার এজেন্সী হওয়া।

❑ পত্র-পত্রিকার উচিত একটি ভ্রাম্যমান বিদ্যালয় হওয়া যাতে জনগণকে সব ব্যাপারে, বিশেষতঃ দৈনন্দিন বিষয়ে অবগত করাতে পারে।

❑ আমার মতে, পত্র-পত্রিকা সকল জনতার সম্পদ এবং সকল মানুষই এগুলোর উপর অধিকার রাখে। এটাও বলা চলে যে, মাঝে মাঝে কারো কারো অধিকার গ্রাস করা হয়ে থাকে।

❑ লক্ষ্য করুন। যদি চান যে দেশ ইসলামী হোক তাহলে দেশের পত্র-পত্রিকাকেও ইসলামী হতে হবে।

❑ পত্র-পত্রিকাগুলোর উচিত নয় কারো সাথে শত্রুতাও প্রতিহিংসা রাখা বরং এর উচিত সরল দিকনির্দেশনা দেয়া।

❑ পত্র-পত্রিকাগুলো তৃতীয় শ্রেণী তথা সাধারণ জনতার সম্পত্তি, প্রথম শ্রেণীরও (অভিজাত, ধনিক ও বণিক) নয়। আর এটাও হতে পারে যে, এদের সব কিছুই সরকারের।

❑ পত্র-পত্রিকার উচিত দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকা। দেশসেবা হচ্ছে প্রশিক্ষণ দান, যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া, মানুষ গড়ে তোলা, বীরপুরুষ তৈরী করা এবং চিন্তাশীল মানুষ বানানো যাতে দেশের জন্য উপকারী হতে পারে।

❑ সকল সেবার সেরা সেবা হচ্ছে আমাদের জনশক্তিকে বিকশিত করা আর এটি পত্র-পত্রিকার উপর ন্যস্ত। প্রকাশনার গুরুত্ব রণাঙ্গনে ঢেলে দেয়া রক্তের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

কলমের দায়িত্ব

❑ সে কলমেরই উপকারিতা আছে যা গণমানুষকে জাগিয়ে তুলে।

❑ কলমই শহীদদের নির্মাণ করে এবং কলমই শহীদদের লালন করে।

❑ শহীদদের খুন যদিও অত্যন্ত মূল্যবান এবং গঠনকারী তথাপি কলমসমূহ আরো অধিক সংগঠক হতেপারে।

❑ কলম নিজেই একটি অস্ত্র। এ কলমকে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ ও আদর্শ লোকদের হাতে ন্যস্ত থাকতে হবে।

❑ কলমধারী লোকদের এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের কলম ও ভাষা আল্লাহর সামনে উপস্থিত রয়েছে।

❑ নিজেদের কলম ও কথাকে ইসলাম, দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথে কাজে লাগানোর হিম্মত প্রদর্শন করুন।

❑ দুনিয়াতে কলমগুলো যদি আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের জন্যে কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে অস্ত্রশস্ত্র বিদায় নেবে।

❑ কলম ও কথা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রকে উৎখাত করার চেষ্টা করুন এবং ময়দানকে কলম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দিন।

❑ দুনিয়াতে কলমগুলো যদি আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের কাজে নিয়োজিত হয় তাহলে অস্ত্রশস্ত্র বিদায় নেবে আর যদি আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের জন্যে না হয় তাহলে তা কেবল অস্ত্রশস্ত্র গড়ে তুলবে।

❑ তার কলমই মানুষের কলম যে ইনসাফপূর্ণ লেখা লিখে থাকে।

❑ সে কলমই মুক্ত ও স্বাধীন যা চক্রান্তকারী নয়।

❑ মানবজাতি সঠিক কলমগুলো থেকে যত উপকার পেয়েছে অন্য কিছু থেকে তা পায়নি এবং দুষ্ট কলমসমূহ থেকেই যত ক্ষতির শিকার হয়েছে অন্য কিছু থেকে তা হয়নি।

❑ যারা কলমধারী ও যারা বক্তা তাদের চেষ্টা করা উচিত জনগণকে একতার দিকে আহ্বান করা।

❑ আজ আপনাদের বড় দায়-দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের হস্তগত কলমগুলো।

শিল্পকলা

❑ ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শিল্প হচ্ছে ন্যায়বিচার, শরাফতী ও ইনসাফের সুস্পষ্ট প্রকাশনা এবং ক্ষমতা ও ধনসম্পদের যাঁতাকলে পিষ্ট ক্ষুধার্ত মানবতার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের চিত্র প্রদর্শন।

❑ কুরআন একমাত্র ওই শিল্পকলাকেই অনুমোদন করে যা সত্যিকার মুহাম্মদী (সাঃ) ইসলামই ঐশী পথে পরিচালিত ইমামগণের ইসলাম, দুর্দশাকবলিত দরিদ্রের ইসলাম, নগ্নপদ সর্বহারাদের ইসলাম এবং ইতিহাসের তিক্ত ও লজ্জাপূর্ণ বঞ্চনার কষাঘাত খাওয়া মানবতার ইসলামকে শান দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলে।

❑ আমরা ওইসব সিনেমার বিরোধী যার পরিকল্পনাগুলো আমাদের যুবকদের চরিত্রকে নষ্ট করে দেয় ও ইসলামী সংস্কৃতির বিনাশ ঘটায়। কিন্তু যে সব পরিকল্পনা শিক্ষামূলক ও সমাজের সচ্চরিত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় আমরা সে সবের সমর্থক।

❑ আমরা সিনেমার বিরোধী নই, আমরা চরিত্রহীন ও অশ্লীলতার কেন্দ্রের বিরোধী।

❑ শিল্পকলার প্রকৃত অবস্থান হচ্ছে ওখানেই যেখানে ওইসব রক্তচোষাদের চেহারা চরিত্রকে ফাঁস করে দেয় যারা ইসলামের মৌলিক সংস্কৃতি এবং ন্যায় বিচার ও ইনসাফের সংস্কৃতির মূলসত্তাকে বিনাশ করেদেয়।

ব্যায়াম

❑ প্রাচীনকাল থেকেই ইরানের ক্রীড়াবিদরা আল্লাহর যিকির ও আলী (আঃ)–এর নাম নিয়ে ক্রীড়া শুরু করতেন। এটা ছিলো তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

❑ আমি নিজে ব্যায়ামবিদ নই তবে ব্যায়ামবিদদের পছন্দ করি।

❑ আমি আশা করবো আপনারা চরিত্রের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ হবেন। আলহামদুলিল্লাহ, ক্রীড়াবিদদের মাঝে সচ্চরিত্র লোক অনেক দেখা যায়।

❑ আশা করি আমাদের বীর ক্রীড়াবিদরা সব জায়গায় উন্নতশির হবে এবং সর্বত্র ইসলামী মন, মানবিক চরিত্র ও পবিত্র অন্তর নিয়ে কাজ করবে আর যেখানেই যাবে সেখানেই ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পাশাপাশি আখলাক, আদব ও মানবিকতার ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

❑ ক্রীড়াবিদরা ইনশাআল্লাহ যেমনি করে দৈহিক ব্যায়াম করছেন তেমনি আত্মিক ব্যায়ামও করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

❑ যে কোন সংস্কার ও পরিশুদ্ধির শুরুই হচ্ছে স্বয়ং মানুষ।

❑ মানুষ যদি ঠিক হয় দুনিয়ার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

❑ এ মানুষ, এ দ্বিপদ প্রাণী দুনিয়ার বুকে যত ফেৎনা ও ফ্যাসাদ করে থাকে অন্য কোন সৃষ্টি তা করে না। এ দ্বিপদ প্রাণীর জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ যত প্রয়োজন অন্য কোন প্রাণীর তত প্রয়োজন নেই।

❑ প্রতিটি লোক যেমনি তার নিজ থেকে সংশোধন শুরু করার দায়িত্ব বহন করে তেমনি অন্যদের সংশোধনের দায়িত্বও প্রাপ্ত।

❑ আম্বিয়া কেরামের ওপর যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে সব এজন্যেই নাযিল হয়েছে যে, এই যে সৃষ্টি (মানুষ) একে খোদায়ী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অধীনস্থ করবে যাতে সে সর্বোত্তম সৃষ্টি ও সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে। কেননা একে তার নিজের উপর ছেড়ে দেয়া হলে সে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে।

❑ বিশ্বটাই একটি পাঠশালা আর এ পাঠশালার শিক্ষক হচ্ছেন আম্বিয়া ও আউলিয়া।

❑ ইসলামে সকল বিষয়ই মানুষ গড়ার পটভূমি।

❑ মানুষের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমেই দুনিয়া সংশোধিত হয়ে যাবে।

❑ জগতের ভিত্তিই মানুষের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপর নির্ভর করে।

❑ শুধুমাত্র শিক্ষার কোন ফায়দা নেই, কখনো বা এতে ক্ষতি রয়েছে।

❑ দেশের উপর যে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি আপাতত হয় তার বেশীর ভাগই এসমস্ত অপরিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ও অপবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এসে থাকে। এরা জ্ঞান ঠিকই অর্জন করে তবে তাকওয়ার (খোদাভীতি) অধিকারী হয় না।

❑ বিদেশী শত্রুর সাথে সংগ্রামের সর্বোত্তম ও কার্যকরী পথ হচ্ছে দীন ও দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাংকারও অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া। এই বাংকারকে খালি করা ও এ অস্ত্র ত্যাগের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ও ইসলামী দেশের প্রতি খেয়ানত করা।

❑ দীনি প্রশিক্ষণ দান করুন। এ প্রশিক্ষণই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে ফায়দা নেই। শুধু জ্ঞানে ক্ষতি রয়েছে।

❑ দীনি প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির (তাযকিয়া) স্থান শিক্ষা লাভের আগে।

❑ জনগণকে যে শিক্ষাদান করছেন তা যেনো লক্ষ্যসম্পন্ন হয় সে চেষ্টা করবেন।

❑ যারা জনগণকে নির্দেশদান ও পরিচালনা করতে চায় তাদের উচিত কথা ও কাজে এক হওয়া।

❑ আপনারা যারা শিক্ষক প্রশিক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের সবারই জানা উচিতঃ প্রথমতঃ এ পেশা হলো খোদায়ী পেশা। খোদা তায়ালা হচ্ছেন আসল শিক্ষক তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের মুরুব্বী। তাই এ পেশা হচ্ছে খোদায়ী পেশা। দ্বিতীয়তঃ তরবিয়ত বা দীনী প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধি শিক্ষার অগ্রজ।

❑ শিক্ষা ও দীনী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে উদাসীনতা ও অবহেলা প্রদর্শন ইসলাম, ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং জাতি ও দেশের প্রতি খেয়ানত করার শামিল। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

❑ দুনিয়াতে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা হচ্ছে একটি বাচ্চাকে বড় করে তোলা এবং সমাজকে একজন মানুষ (আদর্শ) উপহার দেয়া।

❑ আজকের শিশুদের মধ্য থেকেই আগামীকালের জ্ঞানী-গুণী মানুষ গড়ে উঠবে।

❑ এমন কেউ দাবী করতে পারে না যে, আমার শিক্ষা লাভের প্রয়োজন নেই এবং আমার নৈতিক প্রশিক্ষণের কোন আবশ্যকতা নেই। রাসূলে খোদারও শেষ দিন পর্যন্ত এ প্রয়োজন ছিল। অবশ্য রসূলের প্রয়োজন আল্লাহ পাক মিটিয়েছেন। আমাদের সবারই এ প্রয়োজন রয়েছে।

❑ মজলিসে শুরা, জাতি ও দীনদার চিন্তাশীলদের এ সত্য মেনে নেয়া আবশ্যক যে, সাংস্কৃতিক শুদ্ধি অর্জন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সংস্কার সাধন ও পরিশুদ্ধি অনিবার্য বিষয়। তাদের উচিত সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিপথগামিতা ঠেকানো।

❑ লক্ষ্য রাখবেনঃ বিদ্যালয়ের সময়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা, এ সময়ই শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে থাকে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশোধন তখনই সহজ হয়ে যাবে যখন আমরা আমাদের সন্তানদের স্কুল জীবনেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

❑ স্কুলের প্রচার পরিকল্পনার ভেতরে 'ভাষাকেও' রাখতে হবে, বিশেষ করে পৃথিবীতে অধিক প্রচলিত ভাষাসমূহ।

❑ দেশের মুক্তির জন্যে দরদী প্রাণ দীনদার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর উচিত প্রিয় শিশু ও যুবকদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। কেননা এদের সঠিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের উপরই দেশের ভবিষ্যত স্বাধীনতা ও আজাদী নির্ভর করে।

জ্ঞান ও জ্ঞানী

❑ সত্যিকারের জ্ঞান হচ্ছে আসমানী পথ নির্দেশক আলোকবর্তিকা, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের সোজা পথ এবং তার কাছে মর্যাদা লাভের স্থান অধিকার।

❑ যে জ্ঞান পরোয়ারদেগারের নামে শুরু হয় তা-ই হেদায়েতের নূর।

❑ জ্ঞানচর্চার বাংকারও একটি প্রতিরক্ষামূলক বাংকার অর্থাৎ সমগ্র ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা।

❑ জ্ঞান-প্রজ্ঞার ছায়াতলে যে জীবন তা এতই মধুর এবং বই-পুস্তক, কলম ও অভিজ্ঞতাসমূহ এতই স্মৃতিপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী যে জীবনের সকল দুঃখ-যাতনা ও ব্যর্থতাকে বিস্মৃত করে দেয়।

❑ আমাদের দেশ যদি জ্ঞান শিক্ষা করে, সভ্যতা-সংস্কৃতি শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের ও ব্যবহারিক দিক নির্দেশ লাভ করে তাহলে কোন শক্তি-ই একে শাসন করতে পারবে না।

❑ মানুষ তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং একইভাবে শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতি। এমন কোন মানুষ নেই যার জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন এবং শিক্ষা-দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

❑ কুরআনের ভাষায় জ্ঞানের অনেক প্রশংসা এসেছে। তবে এর সাথে সাথেই তাকওয়ার কথা এসেছে।

❑ মূল্যবোধের মাপকাঠি দু'টিঃ জ্ঞান ও তাকওয়া (খোদাভীতি)

❑ যার মাঝে জ্ঞান ও তাকওয়া সন্নিবেশিত হয়েছে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান।

❑ শুধু জ্ঞানে ক্ষতিকর কিছু না থাকলেও কোন ফায়দা নেই।

❑ আপনারা ও আমরা যদি মনে করি যে, জ্ঞানই সৌভাগ্যের উৎস, সে যা-ই হোক না কেনো, তাহলে বিরাট ভুল হবে।

❑ জ্ঞান যদি কোন দুষ্ট অন্তরে বা মগজে প্রবেশ করে, বিশেষতঃ চারিত্রিক দিক থেকে, তাহলে এর ক্ষতিসমূহ অজ্ঞ লোক থেকেও অধিক হবে।

❑ পরিতাপ ওই জ্ঞানপিপাসীর (তালেবে ইল্ম্) যার অন্তরে জ্ঞান নোংরামী ও অন্ধকার নিয়ে আসে।

❑ আপনারা জেনে রাখুনঃ যে কোন ধরনের জ্ঞানী যদি চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জন না করে এবং ইসলামী আখলাকের অধিকারী না হয় তাহলে সে ইসলামের জন্য উপকারী তো নয়ই বরং ক্ষতিকারক।

❑ জ্ঞানী যদি পূতপবিত্র না হয়, হোক না সে ইসলামী হুকুম-আহকামের আলেম (জ্ঞানী), হোক না সে তাওহীদ বিষয়ক আলেম, সে তার নিজের, নিজ দেশের, জাতির ও ইসলামের জন্য উপকারী তো নয়ই বরং ক্ষতিকারক।

❑ যদি ভাড়াটে সরকারী আলেমরা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় ও আমাদের একতাকে বিনষ্ট না করে ইনশাআল্লাহ আমরা বিজয়ী হবই-এবং ইসলামী সরকার ও রাষ্ট্রগুলো বিজয়ী হবেই।

❑ ইসলামের প্রতি অসাধু জ্ঞানীর অনিষ্টতা অন্য সব অনিষ্টতার চেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিস্তর।

❑ যদি আলেম (জ্ঞানী) অসাধু হয় তাহলে বিশ্বটাই বিপর্যস্ত হবে।

❑ বহুলোক আছে যারা জ্ঞানী, অতিজ্ঞানী! কিন্তু যেহেতু ইসলামী প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা নেই সেহেতু তাদের অস্তিত্ব দেশের এবং ইসলামের জন্য অনিষ্টকর।

❑ আমাদের জ্ঞানীরা যেন পাশ্চাত্যকে ভয় না পায়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা যেন পাশ্চাত্যকে ভয় না পায়, আমাদের যুবকরাও যেন ভয় না পায়। তাদের সংকল্প করা উচিত যে, তারা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

❑ মানব জাতি যতদিন মেশিনগান, কামান ও ট্যাঙ্কের ছায়ায় জীবন যাপন করতে চাইবে ততদিন মানুষ হতে পারবে না ও মানবিকতা সমুন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না। মানব জাতি তখনই ইসলাম ও মানবিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে পারবে এবং জ্ঞান প্রজ্ঞার পূর্ণতায় আরোহণ করবে যখন মেশিনগানের উপর কলম বিজয়ী হবে। তখন মানব জাতির ভেতর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এতোই উন্নত হবে যে, মেশিনগানগুলো পরিত্যাজ্য হবে এবং কলমেরই হবে রাজত্ব ও জ্ঞানেরই হবে সর্বাঙ্গন।

ওলামা ও দীনী শিক্ষাকেন্দ্রের মর্যাদা

❑ আলেম সমাজ জাতির অবস্থার উন্নতি ও দেশের স্বাধীনতা বৈ অন্য কিছু চায় না।

❑ আলেমরা জনগণের পিতা। তারা সন্তানদের প্রতি আকৃষ্ট ও স্নেহপরায়ণ।

❑ রুহানী আলেমরা ইসলামী আইন-কানুনের বাস্তবায়ন চায়।

❑ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যদি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত না থাকতো তাহলে এতদিনে দীনের চিহ্নই মুছে

যেতো। ভবিষ্যতেও যদি তারা না থাকেন তাহলে বিদেশী শত্রুদের মুকাবিলায় এই যে বিশাল বাধ তা ভেঙ্গে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের সামনে রাস্তা সর্বাধিক প্রসারিত হবে।

❑ প্রিয় ফকীহরা (ইসলামী ফেকাহ শাস্ত্রবিদ মুজতাহিদ আলেমগণ) যদি না থাকতেন তাহলে মা'লুম ছিল না যে, সাধারণ জনগণকে কুরআন, ইসলাম ও আহলে বাইত(৪৮) এর ইমামদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে কি জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হতো।

❑ আলেম ছাড়া ইসলাম চিকিৎসক ছাড়া চিকিৎসার মত।

❑ তারা (আলেমরা) ইসলামের মূর্তপ্রতীক, তারা কুরআনের নিদর্শন এবং নবী আকরামের প্রতিভূ।

❑ রুহানী আলেমগণ মানব জাতির মুরুব্বী হিসাবেই আম্বিয়া কেরামের জায়গায় বসেছেন এবং আম্বিয়াদের পক্ষ থেকেই অধিষ্ঠিত, সনদপ্রাপ্ত।

❑ কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম ও শিয়াদের দীর্ঘ ইতিহাসে দীনী মাদ্রাসাগুলো ও দীনদার আলেমরাই ছিলেন আগ্রাসন, বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তির মুকাবিলায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণতম মজবুত ঘাঁটি।

❑ আলেম সমাজই তাদের ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞার ভিত্তিতে সবসময় সামাজিক তৎপরতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর পুরোভাগে ছিলেন।

❑ ইসলামের সংগ্রামী আলেমরাই সব সময় বিশ্ব লুটেরাদের বিষমাখা তীরগুলোর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন এবং ঘটনার প্রথম তীরগুলো এদের হৃদপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করেছে।

❑ গৌরব ও প্রশংসা আলেম সমাজ ও দীনী মাদ্রাসার ওসব শহীদের প্রতি যারা যুদ্ধের সময় লেখাপড়া, বাহাছ-বিতর্ক ও মাদ্রাসার আকর্ষণীয় রশিকে ছিঁড়ে ফেলেছেন, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণের বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানের প্রকৃত সত্তার পায়ে ঢেলে দিয়েছেন এবং হালকা পাখায় ভর করে আরশবাসীদের মেহমান হয়েছেন ও আসমানবাসীদের সমাবেশে কবিতা (খোদাপ্রেমের) শুনিয়েছেন।

❑ আলেম সমাজের চিরন্তন বীরত্বগাঁথা রচয়িতাদের প্রতি সালাম, যারা তাদের জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক কিতাবকে (রেসালা) শাহাদতের দম্ (ফুৎকার) ও খুনের কালি দিয়ে লিখে গেছেন এবং জনগণকে হেদায়েত, ওয়াজ ও খুৎবা দানের মিম্বরে নিজেদের জীবন প্রদীপ দিয়ে শবচেরাগ মুক্তা (রাতে আলো দেয় যে মুক্তা) নির্মাণ করে গেছেন।

❑ যারা দীনী মাদ্রাসাসমূহ ও পীর মাশায়েখদের শেষ রাতের দোয়া-মুনাজাত ও আরেফ-অলীদের যিকিরের হল্কা (সমাবেশ) হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন তারা ও সমস্ত মনীষীর অস্তিত্বের নিগূঢ়ে শাহাদাতের আরজু ও পিপাসা বৈ অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করেননি।

❑ আলেম সমাজ এক বিশাল শক্তি। খোদা না খাস্তা এদের হস্তচ্যুত করা হলে ইসলামের স্তম্ভগুলো ধসে যাবে আর দুশমনের অত্যাচারী ক্ষমতা বাধাহীন হয়ে উঠবে।

❑ পীর-মাশায়েখ ও আলেম সমাজ এক খোদায়ী শক্তি। এদের হারাবেন না।

❑ ওলামায়ে কেরামের চেষ্টা-প্রচেষ্টাতেই ইসলাম এ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

❑ আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলেম সমাজ ব্যতীত অন্যরা যদি বিপ্লবী তৎপরতা ও সিদ্ধান্তের পুরোধায় থাকতো তাহলে আজ আমেরিকা ও বিশ্ব লুটেরাদের মুকাবিলায় জিল্লতি, অবমাননা ও লাঞ্ছনা ছাড়া এবং ইসলামী ও বিপ্লবী মতবিশ্বাস পাল্টানো বৈ আমাদের হাতে আর কিছুই থাকতো না।

❑ যে কোন খোদায়ী ও গণ আন্দোলন এবং বিপ্লবের অগ্রভাগে প্রথমেই এসেছেন ইসলামের আলেম সমাজ যাদের কপালে খুন ও শাহাদাতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

❑ কোন্ গণআন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবকে খুঁজে পাবে না যাতে দীনী মাদ্রাসাগুলো ও আলেম সমাজ শাহাদাত বরণে অগ্রগামী ছিলেন না, ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেননি এবং খুন রাঙা ঘটনা প্রবাহের শহীদানের কবরগুলোর আস্তরণের নীচে স্বীয় পবিত্র দেহগুলোকে বিছিয়ে দেননি?

❑ একমাত্র আলেম সমাজ ব্যতীত জনগণকে কোন বিষয়ে মনোযোগী করা যাবে না। দীর্ঘ ইতিহাসে অবদান যা কিছু রয়েছে সবই আলেম সমাজ ও জনগণের। যখনই এ দু'টিকে ময়দান থেকে তাড়ানো হয়েছে তখনই এসেছে কেবল দুর্নীতি ও অশান্তি।

❑ প্রকৃতই ইসলাম ও শিয়া সমাজের সত্যিকার আলেমদের কাছ থেকে এছাড়া ভিন্ন কিছু প্রত্যাশা করা যায় না যে, আল্লাহর সত্য পথের ডাকে ও জনগণের খুন রাঙা সংগ্রামের পথে তারাই প্রথম কোরবানী দেবেন এবং জীবন পাতার শেষ সীলমোহর এঁকে দেবেন শাহাদতের।

❑ আলেম সমাজ হামেশা শক্তিমদমত্তদের বিরুদ্ধে ছিলেন।

❑ কর্তব্যপরায়ণ আলেম সমাজ ও পীর মাশায়েখ জোঁক-প্রবৃত্তির পুঁজিপতিদেরই রক্ত পিপাসু এবং কোন কালেই ওদের সাথে আপোষ রফা করেনি আর করবেও না।

❑ ইরানের সম্মানিত জনগণের জানা উচিত, সাধারণতঃ আলেমদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত প্রচারণা রয়েছে তার উদ্দেশ্য বিপ্লবী আলেমদের ধ্বংস করা।

❑ বিদেশী শত্রুদের লক্ষ্য কুরআন ও আলেমদের ধ্বংস করা।

❑ আলেম সমাজ ও অন্যান্য মুসলমানের অপরাধ এটাই যে তারা কুরআন, ইসলামের মান-সম্মান ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রতিরক্ষা করছেন এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধী।

❑ আলেম সমাজ না থাকলে কেউ-ই ইসলামকে রক্ষা করতে পারবে না।

❑ আলেম সমাজের পরাজয় ইসলামেরই পরাজয়।

❑ যদি আলেমদের পরাজিত করা হয় তাহলে তা ইসলামেরই পরাজয়।

❑ আলেম সমাজ যদি পরাজিত হয় তাহলে ইসলামী প্রজাতন্ত্রই পরাজিত হবে।

❑ আপনারা দেশকে সংশোধন করতে চাচ্ছেন অথচ মোল্লা-মৌলভী ছাড়া তা সংশোধিত হবে না।

❑ আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখ ছাড়া ইসলামের অর্থ হচ্ছে আমরা ইসলামকেই চাই না।

❑ যুবকদেরই কর্তব্য হলো মহা সম্মানিত আলেম সমাজ ও পীর-মাশায়েখদের প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট থাকা।

❑ চেষ্টা করবেন যাতে আপনাদের ইসলাম আলেম সমাজ থেকে জুদা না হয়।

❑ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই আলেমদের প্রতি ইসলামের প্রয়োজন রয়েছে। এই আলেমরা যদি না থাকে তাহলে ইসলামই উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

❑ জাতির কর্তব্য হলো আলেমদের আনুগত্য করা এবং আলেম বিরোধী কথাবার্তা ও প্রচারণা যা হচ্ছে তাতে কান না দেয়া।

❑ পীর-মাশায়েখদের মাদ্রাসাগুলোর সমাজ ও জনগণেরই অংশ।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলো যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে ইরানই ঠিক হয়ে যাবে।

❑ গুণ-জ্ঞান, সংগ্রাম, বীরত্ব এবং সত্য ও দীনের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠার দাবীদারদের সংখ্যা প্রচুর ছিল ও আছে কিন্তু প্রকৃত গুণী-জ্ঞানী, মুজাহিদ এবং সত্য ও বাস্তবতার প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠরা খুবই অল্প।

❑ যখন কলমগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, মুখগুলোকে সেলাই করা হয়েছিল এবং কণ্ঠনালীগুলোকে চেপে ধরা হয়েছিল তখন তিনি (আয়াতুল্লাহ শহীদ সাইয়্যেদ হাসান মুদাররেস)[৪৯] হক কথা বলা ও মিথ্যা-বাতিলকে প্রত্যাখ্যানে মোটেও বিরত থাকেননি।

❑ যে মুতাহহারী (আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তজা মুতাহহারী)[৫০] রুহের পবিত্রতা ঈমানের বলে ও বাগ্মিতা শক্তিতে ছিলো বিরল-সে চলে গেলো এবং উর্ধ্বজগতে আরোহণ করলো (শহীদ হলেন)। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের জানা উচিত যে, তার চলে যাওয়ার সাথে সাথে তার ইসলামী, জ্ঞানপূর্ণ ও দর্শন-প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব চলে যাবে না।

❑ এই সৎসাহস বীর সন্তান ও চিরঞ্জীব আলেমের (মুতাহহারী) শাহাদতের ফলে প্রিয় ইসলামের বিরাট ক্ষতি হলো যা কোন কিছুতেই পূরণ হবে না।

❑ আমি অতীব প্রিয় সন্তানকে (শহীদ মুতাহহারী) হারিয়েছি এবং তার শোকে বসেছি। সে এমন সব ব্যক্তিত্বের একজন ছিল যারা আমার সারা জীবনের ফসল।

❑ আমি এমনসব সন্তান লালন-পালন করতে পারায় মহান ইসলাম, মানবকুলের মুরুব্বীগণ ও ইসলামী উম্মাহর প্রতি মুবারকবাদ জানাচ্ছি। এরা এদের অস্তিত্বের অনির্বাণ আলোতে মৃতদের দিয়েছেন প্রাণ এবং অন্ধকারকে করেছেন আলোকময়।

❑ যদি মনে করে থাকেন যে, সমগ্র দুনিয়ায় প্রেসিডেন্ট, রাজা-বাদশা ও এদের মত সরকার প্রধানদের ভেতর জনাব খামেনেয়ীর (ইসলামী বিপ্লবের বর্তমান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ খামনেয়ী)[৫১] মত ইসলামের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ ও জনগণের সেবার অন্তর ভরপুর একজনকেও খুঁজে পাবেন তাহলে তা হবেঅবাস্তব।

❑ কোম এমন এক শহর যেখানে ঈমান, জ্ঞান ও তাকওয়া প্রতিপালিত হয়েছে।

❑ কোম থেকেই সারা বিশ্বে জ্ঞান রফতানী হয়েছে ও হচ্ছে।

❑ কোম আহলে বাইতের (পবিত্র নবীবংশ) হারাম শরীফ; কোম জ্ঞানের কেন্দ্র, কোম তাকওয়ার কেন্দ্র এবং কোম শাহাদত ও বীরত্বের (শাহামত) কেন্দ্র।

পীর মাশায়েখ ও আলেম সমাজের দায়িত্ব কর্তব্য

❑ আজ পীর-মাশায়েখ ও আলেম সমাজ এবং যারা এ পবিত্র পোশাকে ভূষিত হয়েছেন তাদের দায়-দায়িত্ব এতোই যে-দীর্ঘ ইতিহাসে আলেম সমাজের উপর তা অর্পিত হয়নি।

❑ সম্মানিত আলেমদের উপর দায়িত্বের যে বোঝা তা অন্যদের উপর নেই।

❑ ইসলাম ও কুফরীর এ সংঘর্ষে জাতির সবারই দায়িত্ব রয়েছে। তবে আলেমদের দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী।

❑ ইসলামের আলেমদের কর্তব্য হলো যখনি ইসলাম ও কুরআনের জন্য বিপদ অনুভব করবেন তখনি তা মুসলমান জনগণকে জানানো যাতে আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে দায়ী না হন।

❑ ইসলামের আলেমদের দায়িত্ব হচ্ছে অত্যাচারীদের একচেটিয়াবাদ ও অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তাদের এ অনুমতি দেয়া উচিত নয় যে, বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষুধার্ত ও বঞ্চিত থাকবে আর এদের পাশে লুটেরা অত্যাচারী ও হারামখোরের দল ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্যে জীবন কাটাবে।

❑ ফকীহদের (মুজতাহিদ) উচিত স্বীয় জিহাদ ও সংগ্রাম এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের

প্রতিরোধের মাধ্যমে অত্যাচারী শাসকদের লাঞ্ছিত ও নড়বড়ে আর জনগণের সজাগ-সচেতন করা যাতে সজাগ মুসলমানদের গণআন্দোলন অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটাতে ও ইসলামী শাসন প্রবর্তন করতে পারে।

❑ আমাদের সবার, আলেম সমাজ, জাতি সকল ও ইতিহাসের সমস্ত অত্যাচারিতের উচিত সংগ্রামে নামা এবং এই শয়তানের সামনে দাঁড়ানো।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলো এবং আলেম সমাজের উচিত সবসময় সমাজের চিন্তা-ভাবনা ও ভবিষ্যত প্রয়োজনের নাড়িকে স্বীয় হাতের মুঠোয় রাখা এবং সদা সর্বদা ঘটনাসমূহের কয়েক কদম আগেই অবস্থান করা আর প্রতিক্রিয়া দেখানোর শক্তি-সামর্থ্যও সাথে রাখা।

❑ একজন ফকীহের উচিত একটি মহান ইসলামী সমাজ এবং এমন কি অনৈসলামী সমাজকেও পরিচালনার বুদ্ধিমত্তা, ধীশক্তি ও বিচক্ষণতার অধিকারী হওয়া। একজন মুজতাহিদের (ফকীহ) যা উচিত তাকে সেই ইখলাছ (নিষ্ঠা), তাকওয়া ও দুনিয়াবিমুখতার অধিকারী হওয়া ছাড়াও প্রকৃতপক্ষেই পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হতে হবে।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলোতে মুত্তাকী ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবগত শিক্ষকদেরই উচিত ছাত্রদের গড়ে তোলা।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলোতে যে সমস্ত শিক্ষক রয়েছেন তাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে মাদ্রাসাগুলো পবিত্র থাকে।

❑ আপনারা যদি এটা চান যে, আপনাদের দেশের ভবিষ্যত একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত হোক তাহলে দীনী মাদ্রাসায় যারা রয়েছে (ছাত্রগণ) এদের গড়ে তুলুন।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলো যদি পবিত্র ও কর্তব্যপরায়ণ হয় তাহলে একটি দেশকেই নাজাত দিতে সক্ষম।

❑ স্কুলসমূহ ও মাদ্রাসাসমূহের ব্যাপারে বারবার আরজ করেছি যে, তাকওয়াবিহীন (পরহেজগারীহীন) জ্ঞানের অপকারিতা না থাকলেও উপকারিতা মোটেও নেই।

❑ আপনারা যারা জনগণকে আখেরাতের দিকে ও বিভিন্ন গুণাবলী অর্জনের দিকে দাওয়াত করছেন তাদের উচিত প্রথমে নিজেদেরই পদক্ষেপ নেয়া যেন আপনাদের দাওয়াত হয় সত্যনিষ্ঠ দাওয়াত।

❑ আমি প্রায়ই হয়তো বা বেশীর ভাগ সময়ই এ আশঙ্কা পোষণ করি এবং এ আশঙ্কা থেকে কখনো বা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি যে, এমন আবার হয়ে যায় কিনা যে, আমাদের কারণেই জনগণ যাবে বেহেশতে আর আমরা যাবো জাহান্নামে।

❑ আমার এ আশঙ্কা হয় যে, আমাদের উপর তথা আলেম সমাজের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে তা হয়তো সঠিকভাবে পালন করতে পারবো না।

❑ খোদা না খাস্তা এমনটি যেন কখনো না হয় যে, তারা (আলেম সমাজ) ছাত্র-সমুচিত অবস্থা (সহজ সরল ও সাদাসিধে) থেকে বের হয়ে আসেন আর যদি বের হয়ে আসেন তাহলে জনগণের আকিদা-বিশ্বাসই নড়বড়ে হয়ে যাবে।

❑ আমরা যদি খোদা না খাস্তা আলেমসুলভ পরিবেশ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসি এবং বৈষয়িক দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি অথচ এরপরও আলেম বলে নিজেদের জাহির করি তাহলে এতে হয়তো শেষ পর্যন্ত আলেম সমাজেরই পরাজয় ঘটবে।

❑ আপনাদের আলেম সমাজকে আল্লাহ্তায়ালা শক্তিশালী করুন। খোদা না খাস্তা আপনাদের

কার্যকলাপ যদি এমন হয় যে, আপনারা জনগণের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হবেন, যদিওবা দীর্ঘসময় পর, তাহলে সেদিন আর ফ্যান্টমের (বোমারু বিমান) প্রয়োজন হবে না, স্বয়ং জনগণই আপনাদের অপসারণ করবে।

❑ এমন যেন না হয় যে, জুমা নামাজের ইমাম যখন রাস্তায় বের হবেন তখন তার জন্য রাস্তা খালি করা হবে (ট্রাফিক পুলিশ লাগিয়ে) এবং প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালানো হবে। এ ধরনের বিষয়াদি সমাজে তাদের মান-সম্মানকে নষ্ট করে দেবে।

❑ খোদা না খাস্তা জনগণ যদি দেখে যে মহোদয়গণ (আলেম সমাজ) তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, ইমারত বানিয়েছেন এবং তাদের চলাফেরা আলেমদের মত নয়, তাহলে আলেমদের সম্পর্কে তাদের অন্তরে যে ধারণা রয়েছে তা শেষ হয়ে যাবে। আর এ ধারণা বদলে যাওয়ার অর্থ ইসলাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস হওয়া।

❑ আলেম সমাজের জন্য এবং তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য এর চেয়ে অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক কিছু আর নেই যে তারা ভোগবিলাসে মন দেবে এবং দুনিয়ার পথে পা বাড়াবে।

❑ আলেমদের জন্য দুনিয়ার প্রতি মোহের মত আর কোন নোংরা বিষয় হতে পারে না এবং দুনিয়া পূজার মত অন্য কোন ব্যবস্থাই আলেমদের নষ্ট করতে পারে না।

❑ যখন আড়ম্বর বেড়ে যাবে তখন অন্তঃসারশূন্য হবে।

❑ আলেমরা সে সময় মজলুম ছিলেন। মজলুমদের চেহারা খুবই জনপ্রিয়। ওই শাহী সরকারের আমলে আপনারা যত মজলুম হয়েছেন ততই জনপ্রিয় হয়েছেন।

❑ আলেমদের উচিত হেদায়েত ও নসিহতমূলক ভূমিকা পালন করা, শাসকের ভূমিকা যেন না হয়।

❑ জনগণ যদি আমাদের মাঝে ত্রুটি দেখতে পায় এবং আমাদের কারো কারো ভুলের জন্য যদি জনগণ আলেম সমাজ থেকেই মন ফিরিয়ে নেয় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব কারো ব্যক্তিগত নয় বরং তা হবে ইসলামী দায়-দায়িত্ব (সংশোধনের)।

❑ কোন আলেম যদি বাঁকা পথে পা বাড়ায় তাহলে বলে বেড়াবে ঃ "আলেম সমাজই এ ধরনের।" এটা বলবে না ঃ "অমুক খারাপ"।

❑ আলেম সমাজ সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও আলেমদের পরাজয় হবে ইসলামেরই পরাজয়।

❑ আমার উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বিপ্লবী সন্তানদের বলুন ঃ উগ্রপন্থার পরিণতি ভালো হয় না।

❑ মহান পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের প্রতি আমার আবেদন ঃ যুব সমাজের প্রতি স্নেহশীল ও পিতৃপ্রতিম হোন।

❑ দুশমনেরা দীর্ঘকাল থেকেই আলেমদের ভেতর অনৈক্য সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে গাফেলতী সব কিছুকে বরবাদ করে দেবে।

❑ আলেমদের অনৈক্য জাতির অনৈক্য ডেকে আনে, ব্যক্তিগত অনৈক্য নয়।

❑ আমি আলেমদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি যে, খোদা না খাস্তা আপনাদের ভেতর যদি কেউ ইসলামী বিধি-বিধানের বিপরীতে কাজ করে তাহলে তাকে নিষেধ করুন আর যদি মান্য না করে তবে তাকে আলেম সমাজ থেকে বের করে দিন।

❑ কোম জ্ঞান ও ইসলামের শহর। তাই কোমে যদি কোন ত্রুটি প্রকাশিত হয় তাহলে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

❑ আলেম সমাজের যে বিষয়টি মোটেও পরিত্যাগ করা এবং প্রচারণার কারণে ময়দান ছেড়ে দেয়া উচিত নয় তাহলো বঞ্চিত ও নগ্নপদ জনতার প্রতি সমর্থন দান। কেননা, যারাই এ বিষয় পরিত্যাগ করবে

সে ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচারই পরিত্যাগ করলো।

❑ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, আলেমদের উচিত সাদাসিধা জীবন যাপন করা।

❑ "জাওয়াহের" গ্রন্থ প্রণেতার জীবনের সাথে আজকের আলেমদের জীবনের তুলনা করা প্রয়োজন।[৫২] তখনই ভালো করে বুঝবো যে, আমরা নিজ হাতেই নিজেদের কত অনিষ্ট করছি।

সনাতন ফেকাহ ও জাওয়াহেরী ইজতেহাদ

❑ আমি সনাতন ফেকাহ ও জাওয়াহেরী ইজতহাদে (ছাহেবে জাওয়াহের মুতাবেক ইজতেহাদ) বিশ্বাসী এবং এ থেকে সরে যাওয়া জায়েজ মনে করি না।

❑ সনাতন ফেকাহ্ থেকে যদি বিপথগামী হই তাহলে ফেকাহই উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

❑ শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমাদের মাশায়েখ যেভাবে ও যে শক্তিতে ফেকাহ্কে হেফাজত করেছেন আপনারাও তদ্রুপ হেফাজত করুন।

❑ আমি বারবার সবাইকেই তাগিদ দিয়েছি যে, দীনী মাদ্রাসাগুলোর লেখাপড়াকে এর সনাতন পদ্ধতিতেই সংরক্ষণ করা উচিত। ফেকাহ্কে আমাদের মধ্যে যেমনটি আছে তেমনই থাকতে হবে।

❑ শিক্ষা-দীক্ষার পুরোভাগে হলো ফেকাহ। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ এবং করণীয়।

❑ বিপ্লব ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি সবসময় এ দাবীই করে যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফিকাহ ও ইজতেহাদগত দৃষ্টিভঙ্গি মুক্তভাবে উপস্থাপন করতে হবে, হোক না সে সব সাংঘর্ষিক।

❑ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইজতেহাদের দরজা সব সময় খোলা থাকতে হবে।

❑ ইজতেহাদের দরজাকে আমরা বন্ধ রাখতে পারি না। ইজতেহাদ সব সময় ছিল, আছে ও থাকবে।

কূপমণ্ডূক ও নামধারী আলেম

❑ আপনাদের এই বৃদ্ধ পিতা এই কূপমণ্ডূক শ্রেণীর কাছ থেকে যে মনঃকষ্ট ও দুঃখ পেয়েছে অন্য কোন শ্রেণীর চাপ ও যাতনা থেকে কখনো তা পায়নি।

❑ নামধারী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদের হাতে ইসলাম যে মার খেয়েছে অন্য কোন শ্রেণী থেকে তা খায়নি। এর উৎকৃষ্ট নমুনা হচ্ছে ঃ হযরত আলী (আঃ)-এর মজলুম ও নিঃসঙ্গ অবস্থা যা ইতিহাসে সুস্পষ্ট।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলোতে নির্বোধ, কূপমন্ডূক ও নামধারী পীরদের বিপদাপদ কম নয়। প্রিয় তালাবাদের উচিত মুহূর্তের জন্যও এসব সুদর্শন ও রঙ্গীন সাপগুলো সম্পর্কে অসতর্ক না হওয়া।

❑ মনে করবেন না যে, কেবল শত্রুরাই সত্যিকার আলেমদের বিরুদ্ধে পরমুখাপেক্ষিতা ও বেদীন হওয়ার দুর্নাম রটিয়েছে। মোটেও না। সচেতন অথচ ভাড়াটে ও অজ্ঞ আলেমদের আঘাত শত্রুদের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী কার্যকর হয়েছে ও হচ্ছে।

❑ তাকওয়াহীন আলেমদের কাছ থেকে ইসলাম যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ লোকদের থেকে তদ্রুপ ক্ষতির শিকার হয়েছে কিনা জানা নেই।

❑ ভাড়াটে মোল্লা মৌলভী এবং ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ সম্পর্কে বেখবর জাতীয়তাবাদীদের নিজেদের মধ্য থেকে তাড়িয়ে দিন। কেননা ইসলামের প্রতি এদের আঘাত বিশ্ব লুটেরাদের আঘাতের চেয়ে কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষিত সমাজ

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ই সকল পরিবর্তনের উৎস।

❑ দেশের সকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনা এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাতে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

❑ কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যদি সংশোধিত হয় তাহলে দেশটি সংশোধিত হয়ে যাবে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জানা উচিত তারা যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে সব সময়ের জন্যই তাদের দেশের বীমা করে ফেললো।

❑ আমাদের সব সময় এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী হতে হবে যাতে তা দেশের জন্য উপকারী হয়।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে সব কিছুর আগে ইসলামী হতে হবে। তা এ জন্যেই যে, দেশ যত মার খেয়েছে এর সবই ওই লোকদের হাতে যারা ইসলামকে জানতো না।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলামী হওয়ার অর্থ স্বাধীন-স্বতন্ত্র হওয়া, নিজেকে পাশ্চাত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও প্রাচ্যের (সমাজতন্ত্রী ব্লক) কাছ থেকে স্বীয় মুখাপেক্ষিতা বিচ্ছিন্ন করা যাতে আমরা একটি স্বাধীন দেশ, স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাধীন কৃষ্টি-সংস্কৃতির অধিকারী হতে পারি।

❑ প্রিয় ছাত্ররা। পাশ্চাত্যমুখিতা থেকে বের হয়ে আসতে আপনারা নিজেরাই চেষ্টা করুন, আপনাদের এ হারানো বিষয়কে খুঁজে বের করুন আর আপনাদের হারানো বিষয় তো স্বয়ং আপনারাই (স্বাতন্ত্র্য ও স্বমুখিতা)।

❑ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়কে আল্লামুখী করুন, আধ্যাত্মিকতার দিকে নিয়ে যান এবং সকল শিক্ষাই গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে সকল শিক্ষাই আল্লাহ্‌র জন্য গ্রহণ করতে হবে।

❑ আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়বাসীরা মানুষ তৈরী করার চেষ্টা করুন। যদি মানুষ গড়ে তুলতে সক্ষম হন তাহলে নিজেদের দেশকেই নাজাত দিতে পারবেন।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে নৈতিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র করুন। জ্ঞানার্জন ছাড়াও এ প্রশিক্ষণ আবশ্যক। যদি কোন পণ্ডিত লোকের নৈতিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা না থাকে তাহলে সে হবে ক্ষতিকারক।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে মানুষ গড়ার কেন্দ্র হওয়া উচিত।

❑ বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রকৃতপক্ষেই বিশ্ববিদ্যালয় হয়, বিশ্ববিদ্যালয় যদি ইসলামী হয় অর্থাৎ পড়াশুনার সাথে সাথে সেখানে আত্মিক পবিত্রতাও বাস্তবায়িত হয়, নৈতিক নিষ্ঠা থাকে তাহলে এরা যে কোন দেশকেই সৌভাগ্যে পৌঁছাতে পারে।

❑ ভালো বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতিকেই সৌভাগ্যবান করতে পারে আর কোন অনৈসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও অসৎ বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতিকেই পিছিয়ে দিতে পারে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সমস্ত মানুষ বের হয় তারা দেশের জন্য হয় অনিষ্টকারী নয় উপকারী।

❑ কোন জাতির জন্য যত কল্যাণ আসে বা অনিষ্টতা আসে ; স্বাধীনতা বা অধীনতা, স্বৈরাচার বা মুক্তি, মুখাপেক্ষিতা ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি ইত্যাদি নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিতদের আত্মিক প্রশিক্ষণেরউপর।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের সব কিছু চালায় ; বিশ্ববিদ্যালয়ই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রশিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লুটেরাদের ইখতিয়ারে থাকে তবে দেশই ওদের ইখতিয়ারভুক্ত হয়ে যায়।

❑ বিশ্ববিদ্যালয় সকল বিষয়ের পুরোভাগে রয়েছে এবং দেশের শক্তি-সামর্থ্য ও সহায়-সম্পদ এরই উপর নির্ভরশীল। তাই আপনারা কঠিন পরিশ্রম করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দিক থেকে এগুলোর মুখ ফেরান।

❑ বক্তা, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের উচিত আমাদের আসল দুশমন আমেরিকাকে নিরাশকরণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হলে কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ আবশ্যক।

❑ আশা করি, এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারী হবেন যা জাতির উপকারে আসবে।

❑ ইনশাআল্লাহ্ এমন দিন আসুক যখন বিভিন্ন দেশ থেকে ইরানে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য লোকজন আগমন করবে।

❑ আমি আশা করি, আপনারা এটা অনুধাবন করে থাকবেন যে, ইরানের সকল সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শুরু হয়েছে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচিত সজাগ হওয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উচিত পাশ্চাত্য পূজা থেকে মুক্ত হওয়া। প্রাচ্য অঞ্চলকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

❑ যদি আমাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিক না হয় তাহলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশা আমাদের নিরাশায় পরিণত হবে।

❑ ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অপকর্মের বিরোধী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছিয়ে রাখার বিরোধী এবং উপনিবেশবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যদি আমরা অবহেলা প্রদর্শন করি ও তা যদি আমাদের হাত থেকে ফসকে যায় তাহলে আমাদের সব কিছুই হারাবো।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি শান্তি না থাকে ও সেখানে শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ বজায় না থাকে তাহলে কেমন করে চিন্তাবিদগণ তাদের চিন্তাদর্শনকে আমাদের যুব সমাজের মাঝে ছড়াতে পারবেন এবং এদের বুদ্ধিমত্তাকে চিন্তাশীল ও বিশেষজ্ঞ করে গড়ে তুলতে পারবেন?

❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি জ্ঞানী-পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ শূন্য হয় তাহলে স্বার্থসন্ধানী বিদেশী সমগ্র দেশে ক্যান্সারের মত শিকড় ছড়িয়ে বসবে এবং আমাদের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক লাগামসমূহে হস্তক্ষেপ করবে আর আমাদের অভিভাবক সেজে বসবে।

❑ জনগণ যে সমস্ত মারাত্মক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে তার বেশীর ভাগই এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে যারা সব সময় নিজেদের বড় মনে করতেন ও করছেন।

❑ সকল প্রজন্মের প্রতি আমার অসিয়ত এই যে, নিজেকে, প্রিয় দেশকে ও "মানব গঠনকারী ইসলামকে" নাজাত দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিপথগামিতা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-পূজা থেকে রক্ষা করুন এবং পাহারা দিন।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কখনো বিপথে গমনের অনুমতি দেবো না এবং যেখানেই বিপথগামিতা দেখবো সেখানেই দ্রুত তা ঠেকানোর চেষ্টা করবো। আর এ জীবনদায়ক বিষয়টি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের যুবকদের শক্তিধর হাতে সম্পন্ন হতে হবে।

❑ জ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রতি সালাম। এরা জাতির পথ চলা ও নির্দেশনার আলোকবর্তিকা এবং উন্নতি, সৌভাগ্য, মাহাত্ম্য ও ফজিলতের পথে অগ্রসরমান।

❑ সে কৃতি যুবকদের প্রতি সালাম যারা তাদের জ্ঞানের অস্ত্র নিয়ে প্রিয় ইসলামী দেশের উন্নতি ও সম্মানের জন্য সচেষ্ট রয়েছেন এবং মানবিক ও ইসলামী লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের কষ্ট সহ্য করা থেকে পিছপা হননি।

❑ স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ ও পুনর্গঠনের জন্য সব গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ, সুযোগ-সুবিধাগুলোর কেন্দ্রীকরণ ও সঠিক পথে পরিচালনা এবং উদ্ভাবক, আবিষ্কারক, কর্তব্যনিষ্ঠ ও অভিজ্ঞদের সার্বজনীন উৎসাহ দান যারা মূর্খতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে স ৎসাহসী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানগত একচেটিয়াবাদের ধূম্রজাল ভেদ করতে পেরেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে, দেশকে নিজ পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে যাতে পশ্চিমা জ্ঞানের আর প্রয়োজন না হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সম্পর্ক

❑ আমাদের দেশের স্বাধীনতা-স্বকীয়তা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোর স্বাধীনতা স্বকীয়তার উপর নির্ভরশীল।

❑ মনে রাখবেন বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা যদি সংশোধিত হয় আপনাদের দেশও এর স্বাধীনতাকে বীমা করতে সক্ষম হবে।

❑ যেমনি দীনী শিক্ষার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় তেমনি আধুনিক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়েই একটি জাতির সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে। আর এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই একটি জাতির অধঃপতন ও দুর্গতি এসে থাকে।

❑ দীনী মাদ্রাসাগুলো থেকে এমন আলেম বেরিয়ে আসতে হবে যে সার্বিক অর্থেই দীনদার ও কর্তব্যনিষ্ঠ এবং মানুষ গড়ার কেন্দ্র বলে পরিগণিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও মানুষ গড়ার কেন্দ্র হতে হবে।

❑ শিক্ষক সমাজ ও প্রিয় বীর ছাত্রদের উচিত আলেম সমাজ ও দীনী মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সমঝোতামূলক সম্পর্ক যত বেশী গড়ে তোলা ও দৃঢ়তর করা এবং বিশ্বাসঘাতক দুশমনদের চক্রান্ত ও প্রতারণা সম্পর্কে উদাসীন না হওয়া।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীনী দিবা বিভাগকে ব্যাপকতরকরণে সচেষ্ট হোন।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ফায়েজিয়ার (দীনী মাদ্রাসা) সাথে সম্পর্ক মজবুত করা আর ফায়েজিয়ারও উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার বন্ধনকে শক্তিশালী করা।

শিক্ষক

❑ শিক্ষকতার পেশা নবীদেরই পেশা। পয়গাম্বর আকরাম সকল মানুষের শিক্ষক। তারপরই সকল মানুষের শিক্ষক হচ্ছে হযরত আমীর (আলী আঃ)

❑ শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর দিকে সমাজকে পরিচালনা করা।

❑ আপনারা শিক্ষকগণ এতো বেশী সম্মানজনক পেশার অধিকারী যা কিনা আল্লাহরই পেশা।

❑ শিক্ষক হচ্ছেন এমন এক আমানতদার যিনি অন্যান্য আমানতদার থেকে ভিন্ন। কেননা, তার আমানতের বিষয় হচ্ছে স্বয়ং মানুষ।

❑ একটি জাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নিহিত রয়েছে শিক্ষকদের হাতে।

❑ আপনারা খুবই লক্ষ্য রাখবেন যে, আপনারা কোন সাধারণ লোক নন। বরং আপনারা এমন এক প্রজন্মের শিক্ষক যাদের উপর দেশের ভবিষ্যত ক্ষমতা ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে দেয়া হবে।

❑ আপনাদের পেশা হলো শিশুদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাওয়া।

❑ সকল শিক্ষককে এ চিন্তা করতে হবে যে, তাদের আত্মশুদ্ধ হতে হবে। নিজেদের অবশ্যই পবিত্র করতে হবে যাতে তাদের কথা অন্যদের উপর প্রভাব ফেলে।

❑ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষকরা নিজেরাই যদি আত্মসংশোধিত না হন এবং একটি সঠিক শিক্ষার অধিকারী না হন তাহলে যুবকদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন না।

❑ কোন সমাজের কল্যাণ ও অধঃপতন ওই সমাজের শিক্ষকদের (মুরুব্বী) উপর নির্ভর করে।

❑ সকল কল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের উৎস হলো বিদ্যালয় আর এসবের চাবি হচ্ছে শিক্ষকরা।

❑ ইসলামী দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসাস্বরূপ এই কিশোর শ্রেণী হচ্ছে শিক্ষকদের হাতে আমানত।

সাক্ষরতা

❑ নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আমরা সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করবো।

❑ সকল নিরক্ষরকে সাক্ষরতা লাভে ও সকল স্বাক্ষর ভাই-বোনকে শিক্ষা দানে উঠে পড়ে লাগতে হবে।

❑ যে দেশ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার এবং যে দেশ ইসলামের ছায়াতলে পরিচালিত হচ্ছে সে দেশের জন্য এটা লজ্জাকর বিষয় যে, এ দেশ লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। কেননা, ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণকে ফরজ করে দিয়েছে।

❑ ইতিহাসের দীর্ঘ এ সময়ে আমাদের উপর যত সমস্যা সংকট নেমে এসেছিল সবই জনগণের অজ্ঞতার সুযোগে ঘটেছিল। ওরা জনগণের অজ্ঞতাকে হাতিয়ার হিসাবে কাজে লাগায় এবং এ জনতাকেই গণস্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে। যদি এদের জ্ঞান থাকতো, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান বিরাজ করতো তাহলে এদেরকে এদেরই কল্যাণ বিরোধী পথে সংঘবদ্ধ ও পরিচালিত করতে পারতো না।

ইসলামী সমিতিবর্গ

❑ আশা করি যে, সমগ্র ইরানটাই একটি ইসলামী সমিতিতে পরিণত হবে।

❑ সমগ্র ইরান ও সকল ইসলামী দেশই একটি ইসলামী সমিতি (আঞ্জুমান) আর সে সমিতি হলো খোদায়ী সমিতি।

❑ ইসলামী সমিতিগুলোর প্রতিটি হলো সেই মহা ইসলামী সমিতির শাখা যার নেতৃত্বে রয়েছেন হযরত ইমাম মাহদী সালামুল্লাহি আলাইহে।

❑ জনগণের কাছে ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করুন। ইসলামী সমিতিগুলোর (ইসলামী

ইরানের সকল কর্মস্থলে মুত্তাকীদের নিয়ে গঠিত ইসলামী আঞ্জুমান) উচিত আমাদের হাতে যে অমূল্য রত্ন রয়েছে এবং যা অন্য কারো হাতে নেই সেই কুরআন শরীফ এবং আমাদের হাতে অপর যে মানিক রয়েছে যা দুনিয়ার আর কারো হাতে নেই সেই সুন্নাহকে সর্বত্র পরিচিত করানো।

❑ ইসলামী সমিতিগুলো যেখানেই থাকুক না কেন, প্রত্যেকের প্রতি আমার আহ্বান পারস্পরিক সম্পর্ককে যত বেশী মজবুত করুন এবং যে সমস্ত সন্দেহভাজন লোক এদের মাঝে অনৈক্য ও ফাটল ধরাতে চায় তাদের উৎখাত করুন এবং জনসমক্ষে তাদের চেহারা ফাঁশ করে দিন আর ইসলাম ও এর মুক্তিদায়ক বিধি-বিধানকে নিজেদের কর্মসূচী ও পরিকল্পনায় সর্বাগ্রে স্থান দিন।

❑ এই ইসলামী সমিতিগুলো আপনাদের জন্য খুবই উপকারী। যদি কেউ বলে বসে যে, এই ইসলামী সমিতিগুলো অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াশীল তবে বুঝতে হবে যে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল অথচ তারা আমাদের সবাইকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে বেড়াচ্ছে।

❑ আপনারা নিজেরাই যদি নিজেদের সংশোধন না করেন এবং ইসলামী সমিতি বলে নিজেদের নামকরণ করে যদি নিজেরাই ইসলামী না হোন তাহলে অন্যদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে সক্ষম হবেননা।

❑ আপনাদের (ইসলামী সমিতির সদস্যবর্গ) দু'টি দায়িত্ব রয়েছে ঃ প্রথমতঃ নিজেদের ইসলামী করা আর দ্বিতীয়তঃ যেখানেই ইসলামী সমিতি রয়েছে সেটাকে ইসলামী করা।

❑ ইসলামী সমিতিগুলোকে অবশ্যই ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের অধিকারী হতে হবে।

❑ আমি অবশ্য ইসলামী সমিতিগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছি যাতে তারা ইসলামী হওয়ার প্রতি দৃষ্টিদান করে এবং কোন ব্যাপারেই যেন হস্তক্ষেপ না করে।

তৃতীয়অধ্যায়

সমাজে নারীর ভূমিকা

❑ সমাজে নারীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নারী মানবজাতির আশা–আকাঙক্ষা বাস্তবায়নের প্রতীক।

❑ নারী মানব জাতির মুরুব্বী।

❑ নারীর কোল থেকেই পুরুষ মে'রাজে গমন করেছেন।

❑ নারীই একমাত্র সৃষ্টি যে তার কোল থেকে এমন সব মানুষ সমাজের হাতে তুলে দিতে পারে যাদের বরকতে একটি সমাজ শুধু নয় বরং বহু সমাজ অটল সংগ্রামী ও সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধগুলোর অধিকারী হতে পারে।

❑ সমাজে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়েও উর্ধ্বে। আর তা এ কারণে যে, নারী সার্বিক দিক থেকে একটি সক্রিয় শ্রেণী হওয়া ছাড়াও অন্য সব সক্রিয় শ্রেণীকে নিজেদের কোলে লালন–পালন করে থাকে।

❑ আমি নারী সমাজের ভেতর এমন এক বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করছি যা পুরুষদের ভেতরকার পরিবর্তনের চেয়েও ব্যাপক।

❑ ইরানের গৌরবোজ্জ্বল নারীদের জন্য আমি গর্ববোধ করছি। কারণ তাদের মাঝে এমন পরিবর্তন এসেছে যে, পঞ্চাশ বছর ধরে বিদেশী চক্রান্তকারীরা থেকে শুরু করে এদের পা চাটা স্বদেশী ভাড়াটেরা এবং নোংরা চরিত্রের কবি, লেখক ও ভাড়াটে প্রচার সংস্থাগুলো যে শয়তানী ষড়যন্ত্র এঁটেছিল সবই নস্যাৎ করে দিয়েছে।

❑ আমাদের যুগে নারীরা প্রমাণ করেছে যে, সংগ্রামে তারা পুরুষদের সমগামী, বরং তাদের চেয়েও অগ্রগামী।

❑ আমরা গৌরবান্বিত যে, আমাদের নারীরা কি ছোট কি বড়, কি যুবতী কি বৃদ্ধা সকলেই সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ময়দানে উপস্থিত রয়েছে এবং পুরুষদের পাশাপাশি ও এদের চেয়েও উত্তমভাবে ইসলামের অগ্রগতির পথে আর কুরআনে করীমের লক্ষ্য–উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে খেটে যাচ্ছে।

❑ আমি যখনই দেখতে পাই যে, সম্মানিতা নারীরা অটল অবিচল ইচ্ছা ও মনোবল নিয়ে লক্ষ্যপথে সব ধরনের দুঃখকষ্ট, এমন কি শাহাদাতবরণেও তৈরী তখন আমি নিশ্চিত হই যে, এ পথ বিজয়ের দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছে।

❑ নারীরা আমাদের আন্দোলনের নেতা।

❑ আপনারা নারীগণ পুরুষদের পাশাপাশি থেকে ইসলামের জন্য বিজয়কে সুনিশ্চিত (বীমা) করেছেন।

❑ আপনারা বোনের দল এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

❑ প্রিয় বীরাঙ্গনা বোনেরা! আপনারা পুরুষদের পাশাপাশিতে অবস্থান নিয়ে ইসলামের বিজয়কে সুনিশ্চিত করেছেন।

❑ আমাদের পুরুষেরা আপনাদের মতো সিংহী হৃদয় নারীদের বীরত্বের কাছে ঋণী।

❑ আমরা আমাদের বেশীর ভাগ সাফল্যকে আপনাদের মতো নারীদের খেদমতের কাছে ঋণী বলে মনে করি।

❑ পুরুষদের সেবাগুলোর বেশীরভাগই নারীদের সেবার কাছে ঋণী।

❑ ইরানের নারীগণ এ আন্দোলনে ও বিপ্লবে পুরুষদের চেয়েও বেশী ভূমিকার অধিকারী।

❑ আমাদের প্রিয় নারীদের কারণেই পুরুষরা শক্তি ও সাহস পেয়ে গেছে।

❑ এ বিজয় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের কারণেই অর্জিত হয়েছে।

❑ ইরানে সংঘটিত সব পরিবর্তনের সেরা পরিবর্তন ছিল নারীদের মধ্যকার পরিবর্তন।

❑ নারী ও যুবকদের ভেতরকার পরিবর্তন ছাড়া এ আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবের যদি আর কিছুই না থাকতো তাহলে এটাই আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট ছিল।

❑ ইসলামী লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে জাতির নারীরা সামনের সারিতে রয়েছে সে জাতির কোনবিপদ নেই।

❑ এর চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে যে, আমাদের মহীয়সী নারীরা অতীতে অত্যাচারী শাহ সরকারের বিরুদ্ধে এবং এ সরকারের পতনের পর পরাশক্তিবর্গ ও এদের ভাড়াটেদের বিরুদ্ধে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে এমন সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করেছে যে, কোনকালেই পুরুষেরা এ পর্যন্ত এমন প্রতিরোধ ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছে বলে লিপিবদ্ধ হয়নি।

❑ মহান সমাজকে শিক্ষা–দীক্ষা দান ও গড়ে তোলার জন্য নারীদের অগ্রণী হওয়া উচিত।

❑ যদি মানুষ গড়ার মিস্ত্রী নারীদেরকে জাতিগুলোর কাছ থেকে দূর করা হয় তাহলে জাতিগুলো পতন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

❑ কোন সমাজের কল্যাণ বা অধঃপতন নির্ভর করে ওই সমাজের নারীদের কল্যাণ ও অধঃপতনের উপর।

❑ আপনারা ইতিহাসের নর–নারীগণ বিশ্ববাসী ও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোকে শিক্ষা দিন কেমন করে অত্যাচারীদের পদোন্নতি ও সত্যকে প্রতিরক্ষা করার পথে অবিচল সংগ্রাম করতে হয়।

নারীর অধিকার

❑ ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা দান করেছে।

❑ ইসলাম নারী স্বাধীনতার প্রতি কেবল সমর্থনই দেয়নি বরং নিজেই নারী অস্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতার গোড়াপত্তন করেছে।

❑ শিয়া মাজহাব সমাজ জীবনের অঙ্গন থেকে নারীদের দূর তো করেইনি বরং তাদেরকে সমাজে উচ্চতম মানবিক মর্যাদায় আসীন করেছে।

❑ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সেই অধিকারই রয়েছে যে অধিকার পুরুষের রয়েছে। আর এ অধিকারগুলো হলোঃ শিক্ষা লাভের অধিকার, কাজের অধিকার, মালিকানার অধিকার, ভোট দানের অধিকার ও ভোট পাওয়ার অধিকার।

❑ মানবিক অধিকারের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন ফারাকই নেই, কেননা উভয়েই মানুষ। পুরুষের মত নারীও তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী।

❑ ভাগ্য ও কর্মতৎপরতা নির্বাচনে পুরুষের মত নারীও স্বাধীন।

❑ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হিসেবে নারীও ইসলামী সমাজ নির্মাণে পুরুষের সাথে অংশগ্রহণ করতেপারে।

❑ জাহেলিয়াতের মাঝে যা ছিল তা থেকে ইসলাম নারীদের নাজাত দিয়েছে। ইসলাম নারীদের প্রতি যে খেদমত করেছে, আল্লাহ্ মা'লুম পুরুষদের প্রতি সে খেদমত করেনি।

❑ ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে নারীর সংবেদনশীল ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম নারীকে এত উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছে যাতে সে সমাজে তার মানবিক মূল্যকে লাভ করতে সক্ষম হয় এবং "পণ্য হওয়া" থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামোতে এ ধরনের বিকাশই দায়-দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী হয়।

❑ আজ নারীদের কর্তব্য তাদের সামাজিক ও দীনী দায়-দায়িত্ব পালন করা, সাধারণের শুচি ও পবিত্রতা রক্ষা করা আর এই গণ শুচিতা ও পবিত্রতার ভিত্তিতেই সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া।

❑ ইসলাম যে কাজের বিরোধী এবং যা হারাম তা হলো অপকর্ম ও দুর্নীতি, তা নারীর পক্ষ থেকেই হোক বা পুরুষের পক্ষ থেকেই হোক এতে কোন তফাৎ নেই। যে সমস্ত অশ্লীলতা ও বিপর্যয় নারীদের হুমকি প্রদর্শন করে থাকে তা থেকে আমরা এদের মুক্ত করতে চাই।

❑ আমরা চাই নারী তার সুউচ্চ মানবিক মর্যাদায় আসীন থাকুক, পণ্য হিসেবে নয়।

❑ ইসলাম চায় না যে, নারীরা পুরুষের হাতে পণ্য বা পুতুল হিসেবে থাকুক। ইসলাম নারীর ব্যক্তিত্বকে প্রতিরক্ষা করতে ও তাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় মানুষ হিসেবে পেতে চায়।

❑ ইসলাম চেয়েছে নারী ও পুরুষ তাদের মানবিক পদমর্যাদা সংরক্ষণ করুক।

❑ ইসলামে নারীর অবশ্যই হেজাব (পর্দা) থাকতে হবে, তবে চাদর (ইরানী পর্দা) জরুরী নয়। বরং যে কোন পোষাক তার পর্দার (হেজাব) কাজ চালাবে নারী সে পোষাকই পরিধান করতে পারে।

নারী দিবস

❑ যদি কোন দিবসকে নারী দিবস হতে হয় তাহলে হযরত ফাতেমা যাহরা সালামুল্লাহে আলাইহার পবিত্র জন্ম দিবসের চেয়ে আর কোন্ দিন উত্তম ও গৌরবোজ্জ্বল হতে পারে।

❑ ইরানের আজিমুশ-শান জাতি, বিশেষ করে মহান নারীদের প্রতি নারী দিবসে মুবারকবাদ জানাই, যে দিবস হলো সেই জ্যোতির্ময় সম্মানিতা সৃষ্টির জন্ম দিবস যিনি সকল মানবিক গুণাবলী ও বিশ্বে আল্লাহ্'র খলিফার সুউচ্চ মূল্যবোধগুলোরই অবকাঠামো।

মায়ের মর্যাদা

❑ মাতৃত্বের সম্মানের মত আর কোন পেশাই নেই।

❑ সমাজের প্রতি মায়ের যে সেবা তা শিক্ষকের সেবার চেয়েও বড়, বরং সকলের সেবার উর্ধ্বে।

❑ শিশুর প্রথম বিদ্যালয়ই হচ্ছে মাতৃকোল।

❑ শিক্ষকের সান্নিধ্যের চেয়ে মায়ের কোলেই শিশুরা উত্তম শিক্ষা লাভ করে থাকে।

❑ মায়ের কোলই হচ্ছে বৃহত্তম শিক্ষা নিকেতন যেখানে শিশু শিক্ষা-দীক্ষা পায়।

❑ উত্তম মাতা উত্তম সন্তান গড়ে তোলে।

❑ মায়েরা যদি পবিত্র গুণের অধিকারী মা হয়ে থাকে তাহলে তদ্রুপ গুণের সন্তানদেরকেই উপহার দিতে পারে।

❑ খোদা না খাস্তা মা যদি বিপথগামী হয় তাহলে তার কোলেই সন্তান বিপথগামী হিসাবে বড় হবে।

❑ আপনারা নারীগণ মাতৃসম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এ সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে আপনারা পুরুষদের চেয়েও বড়।

❑ দেশ ঠিক হওয়াটা আপনাদের উপর নির্ভরশীল, মায়েদের প্রতি নির্ভরশীল ও ঋণী। দেশের ধ্বংস কিংবা গঠন উভয়ই আপনাদের ওপর নির্ভর করছে।

❑ সে সব মায়ের প্রতি আল্লাহ্'র করুণা বর্ষিত হোক যারা তাদের বীর যুবকদের সত্য ও ন্যায় প্রতিরক্ষার রণাঙ্গনে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উচ্চ মর্তবাপূর্ণ শাহাদাত লাভে ফখর করছেন।

❑ যে জাতির সিংহী হৃদয় বোন ও মায়েরা তাদের বীর যুবকদের শহীদী কাফেলায় মৃত্যুবরণে ফখর করছে সে জাতির বিজয় নিশ্চিত।

❑ ইসলামী সন্তানদের বীর মায়েরা সুদীর্ঘ ইতিহাসের নারীকূলের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের স্মৃতিকেই পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

❑ মূলতঃ মায়ের পবিত্র কোল ও বাবার পরশ থেকেই শিক্ষা-দীক্ষা শুরু হয়ে যায় এবং এদের ইসলামী ও সঠিক শিক্ষা-দীক্ষার উপরই দেশের স্বাধীনতা, মুক্তি ও কল্যাণের ভিত্-রচিত হয়।

বিপ্লবের পরম বন্ধুরা

(শহীদ, পঙ্গু ও যুদ্ধবন্দী পরিবারবর্গ)

❑ আমরা সবাই আল্লাহ্'র থেকে এসেছি। সমগ্র জগৎটাই আল্লাহ্'র কাছ থেকে এসেছে, সব কিছুই আল্লাহ্'র তাজাল্লী (প্রকাশ)। আর সমগ্র জগৎ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। তাই কতই না উত্তম হবে যে এ প্রত্যাবর্তনটা যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও নির্বাচিত হয় ; মানুষ আল্লাহ্র পথে তার শাহাদাতকে বেছে নেবে, মানুষ আল্লাহ্র জন্যই তার মউতকে গ্রহণ করে নেবে এবং ইসলামের জন্যই শাহাদাতবরণ করবে।

❑ আপনারা শহীদ পরিবারবর্গ এ দেশের গৌরব সৃষ্টিকারীদের শাহাদাতের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন যে, ইসলামের পক্ষে সকল প্রিয়জনকেই উৎসর্গ করতে পারেন।

❑ (শহীদ পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যেঃ) আপনারা এ জাতির চোখ ও আলো।

❑ আশা করি তোমরা, হে প্রিয় শিশুরা যারা মহান আল্লাহ্তায়ালা ও প্রিয় ইসলামের পথে আত্মত্যাগীদের সন্তান! তোমাদের মহান পিতাদের মতই মহান ইসলাম ও প্রিয় দেশের প্রতিরক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবে।

❑ শহীদ, যুদ্ধবন্দী, যুদ্ধে নিখোঁজ ও যুদ্ধে পঙ্গুদের পরিবারবর্গ নিজেরাই শাহাদাত ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যবোধের হেফাজতকারী ও প্রহরী ছিলেন এবং এরপর থেকেও আল্লাহ্'র সহায়তায় প্রহরী হয়ে থাকবেন।

❑ আপনারা শহীদ, পঙ্গু ও আহতদের পরিবারবর্গ প্রমাণ দিয়েছেন যে, আপনাদের দেশের ক্ষমতা ও

সহায়-সম্পদের উপর সাম্রাজ্যবাদীরা ছায়া বিস্তার করুক সে অনুমতি কখনো দিবেন না।

❑ মহান বিপ্লবের শহীদগণ ইসলামের প্রথম যমানার শহীদানের মতই পবিত্র প্রতিপালকের দরবারে সম্মানিত এবং আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত আর ইসলামের আউলিয়া কেরামের সামনে মর্যাদাপূর্ণ হবেন।

❑ শহীদ পরিবারবর্গের প্রতি সেবা নবী আকরাম ও আম্বিয়া কেরামের প্রতি সেবারই শামিল।

❑ (শহীদ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করেঃ) আপনাদের সেবাকর্ম অতীব মূল্যবান সেবাকর্ম বলে গণ্য।

❑ আমি যখনই এই সম্মানিত প্রিয়জনদের (শহীদ পরিবারবর্গ) সম্মুখীন হই কিংবা কোন শহীদের মানব গঠনকারী ওসিয়তনামা লক্ষ্য করি তখন নিজেকে খুবই ছোট ও নগণ্য বলে অনুভব করি।

❑ শহীদানের মাজারগুলো এবং পঙ্গুদের দেহই হচ্ছে এমন স্বব্যক্ত ভাষা যা তাদের চিরঞ্জীব আত্মার মাহাত্ম্যেরই সাক্ষ্য দেয়।

❑ (শহীদানের সন্তানদের উদ্দেশ্যেঃ) তোমরা সত্যবাদীদের স্বাক্ষী, লৌহকঠিন পণ ও দৃঢ় ইচ্ছাসমূহের স্মৃতিচিহ্ন এবং আল্লাহতায়ালার একনিষ্ঠতম বান্দাদের সর্বোত্তম নমুনা।

❑ আমার ঐকান্তিক আগ্রহ এই যে, আপনাদের প্রত্যেকে (শহীদদের সন্তানরা) নির্ভেজাল মুহাম্মদী ইসলামের জন্য একনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ও আলেম, আমেরিকান ইসলাম ও ভোগবিলাসীদের ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামী এবং স্বীয় আত্মত্যাগী শহীদ পিতাদের জন্য নিষ্ঠাবান পতাকাবাহী হবেন আর জ্ঞান ও তাকওয়ার আলোকবর্তিকার সাহায্যে ইসলামের ভেতর থেকে মুনাফেকী ও বিকৃত চিন্তার অন্ধকার, প্রতিক্রিয়াশীল মূর্খতা ও ভাড়াটে পীর-আলেমদের দূর করতে পারবেন।

❑ আপনাদের প্রিয়জনদের শাহাদাত ও আত্মত্যাগের জ্যোতির্ময় আমলনামাই তাদের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদা ও আধ্যাত্ম লাভের সনদপত্র যা আল্লাহতায়ালার রেজামন্দীর স্বাক্ষরযুক্ত হয়েছে এবং আপনাদের কর্তব্যসমূহ আপনাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের উপর নির্ভরশীল।

❑ আজকের দুনিয়ায় জীবন ইচ্ছা-ইরাদারই জীবন এবং প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সে মানুষের ইচ্ছার মাঝেই নিহিত।

❑ যুদ্ধে নিখোঁজ প্রিয় যোদ্ধারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার কূল কিনারাহীন দরিয়ারই গতিধারা আর তাদের সুউচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার সামনে এ অধম দুনিয়ার নিঃস্ব বাসিন্দারা বিস্ময়ে হতবাক ও ঈর্ষান্বিত।

❑ আমার উষ্ণ সালাম ও খাস ভালোবাসাকে বিপ্লবের অমূল্য পুঁজিগুলোর (শহীদানের সন্তান) কাছে পৌঁছে দিবেন। কেননা, এরাই প্রেম ও শাহাদাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর শিক্ষকদের (শহীদ) স্মৃতিচিহ্ন।

❑ সাবধান! কখনো যেনো শহীদানের এসব সন্তান ও বংশধর আর পঙ্গুদের প্রতি কোন প্রকার কটু কথা বলা না হয়।

❑ আহত ও পঙ্গুরা নিজেরাই দিক নির্দেশনার আলোকবর্তিকা হয়ে এদেশের আনাচে কানাচে দীনে বিশ্বাসীদের আখেরাতের সৌভাগ্যে পৌঁছার পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

❑ পঙ্গু ও আহতদের প্রতি দরুদ বর্ষিত হোক যারা কুরআনে করীমের বাস্তবায়নের পথে নিজেদের সত্তা ও সুস্থতা উৎসর্গ করেছেন।

❑ আপনারা নিজেরাই গৌরবের ও ইসলামের স্বব্যক্ত ভাষা।

❑ ওরা যারা নিজেদের জন্য ও নিজেদের ক্ষমতার জন্য আপনাদের মত যুবকদের খুন ও আপনাদের মত পঙ্গুদের ব্যবহার করছে ওরা প্রকৃতপক্ষে মানবিক সত্তা থেকেই বহিষ্কৃত।

❑ ইসলামী বিপ্লবের যা কিছু আছে সবই শহীদান ও আত্মত্যাগীদের সংগ্রামের বরকতে।

❑ হে শহীদান! আল্লাহতায়ালার রহমতের পরশে শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারুন! কেননা আপনাদের জাতি আপনাদের অর্জিত বিজয়কে হাতছাড়া করবে না।

❑ খুনে সিক্ত শহীদানের হে পরিবারবর্গ! হে প্রিয় পঙ্গুরা যারা নিজেদের সুস্থতার বিনিময়ে চিরন্তন জীবনকে নিশ্চিত করেছেন, আপনারা নিশ্চিত থাকুন যে, আপনাদের জাতি আল্লাহর শাসন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এবং হযরত ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমন না ঘটা পর্যন্ত এ বিজয়ের পাহাড়ায় নিয়োজিত থাকবেই।

কিশোর ও যুবা শ্রেণী

❑ আমাদের জন্য প্রয়োজন হলো আমাদের যুবকদেরকে মানবিক তথা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলা।

❑ যুবকদের পবিত্রতা শিক্ষা দিন ও জ্ঞান দান করুন। জ্ঞানের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা আবশ্যক।

❑ এই যুবকরাই ভবিষ্যতে দেশকে রক্ষা করবে ও দেশ পরিচালনা করবে। তাই এদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন।

❑ আমাদের যুবকদের ও সন্তানদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামের যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা রয়েছে অন্য কোন ব্যাপারে সে চেষ্টা-প্রচেষ্টা নেই।

❑ এখনই যখন যুবক আছেন ও যৌবন শক্তির অধিকারী রয়েছেন তখনই নিজেদের অভ্যন্তর থেকে নফসানী খায়েশ ও কামনা-বাসনাকে দূর করার চেষ্টা চালান।

❑ তাওবার বসন্তকাল (মোক্ষম সময়) যৌবনকালই। কেননা, এ সময় গুনাহের ভার কম থাকে, হৃদয়ের ময়লা ও অভ্যন্তরীণ অন্ধকার অপূর্ণ থাকে এবং তাওবার পরিবেশ সহজ ও সাধারণ থাকে।

❑ যুবকদের ও ছেলে-মেয়েদের কাছে আমার আবেদন, যদিও স্বাধীনতা, আজাদী ও মানবিক মূল্যবোধগুলো সংরক্ষণ খুবই কষ্টকর তথাপি সে সবকে পাশ্চাত্য ও দেশ বিক্রয়কারীরা আপনাদের সামনে যে সমস্ত ভোগ বিলাস, অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা ও পতিতাবৃত্তির কেন্দ্র খুলে দিয়েছে তাতে লুটিয়ে দেবেন না।

❑ যারা আমাদের লুটতরাজ করতে চেয়েছিল ওরা দীর্ঘ ইতিহাসে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল ধরে এমন চেষ্টা চালিয়েছিল যাতে আমাদের যুবকরা ভ্রান্ত পথে গড়ে উঠে।

❑ হে মুসলমান যুবক শ্রেণী! আপনাদের জন্য আবশ্যক হলো গবেষণা ও পর্যালোচনায় ইসলামের সত্যতা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতিগুলোর প্রতি দৃষ্টিদান করা এবং যে সমস্ত অনন্য বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলামকে উচ্চাসন দিয়েছে সে সবকে ভুলে না যাওয়া।

❑ আমাদের যুবকদের অবশ্যই জানা উচিত ঃ কারো ভেতর যতক্ষণ না আধ্যাত্মিকতা, তাওহিদ ও আখেরাতে বিশ্বাস বিরাজ করবে ততক্ষণ আত্মত্যাগ করে উম্মতের চিন্তা করা তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

❑ আপনারা বীর যুবকরা এবং আপনারা সম্মানিত ছাত্ররাই আমার আশা-ভরসা! আপনারা ইরানের যেখানেই থাকুন না কেনো অবশ্যই সাবধান ও সতর্ক থাকবেন এবং সচেতন থেকেই নিজেদের অধিকারের প্রতিরক্ষা করবেন।

❑ আমাদের যুবক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ ও শিশুদের উচিত ইসলামের পথে, ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে, স্বদেশের সম্মান রক্ষার্থে ও কুরআনে করীমের ইজ্জত রক্ষার্থে আত্মত্যাগ করা।

❑ হে প্রিয় যুবকরা। হতাশ হবেন না। সত্য নিশ্চয়ই বিজয়ী।

❑ হে যুবক শ্রেণী! আপনাদের শক্তিতেই এ দেশ সংশোধিত হবে।

❑ কতই না গর্বের বিষয় যে, আমাদের দেশে বীর যুবকরা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে!

❑ আমাদের যুবকদের ভেতর ও নিষ্ঠাবান লোকজনের ভেতর এই যে পরিবর্তন এসেছে তা দেশে আগত পরিবর্তনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

❑ আপনারা যুবক সমাজ যারা আমার আশা-ভরসা তারা একতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।

❑ ইসলামের হে মূল্যবান যুবকবৃন্দ! আপনারাই মুসলমানদের আশা-ভরসা! আপনাদের উচিত জাতিগুলোকে জাগ্রত করা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রগুলোকে প্রকাশ করে দেয়া।

❑ আপনারা চিন্তাশীল যুবকদের উচিত মৃত্যুতুল্য নিদ্রায় অচেতন লোকদের না জাগানো পর্যন্ত বিরত না হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী ও এদের অসভ্য ভাড়াটেদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধযজ্ঞকে ফাঁস করে দিয়ে ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোলা।

❑ আপনারা যুব সমাজের উচিত পাশ্চাত্য পূজারীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা এবং এদের অমানবিক সরকারগুলোর বিপর্যয় ও অপকীর্তিগুলোকে ফাঁস করে দেয়া।

❑ আমাদের কোন কোন যুবক এদের জাতীয় মান-সম্মানকে পাশ্চাত্যের হাতে সঁপে দিয়েছিল আর এ ধরনের আত্মিক পরাজয়ই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পরাজয় ছিল।

❑ আমাদের যুবকদের এটা ধারণা করা উচিত নয় যে, যা কিছু আছে সব পাশ্চাত্যে, তাদের নিজেদের কিছুই নেই!

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক ন্যায়—ইনসাফ

❑ ইরানী জাতি ন্যায়বিচার, আজাদী ও স্বাধীনতা চায় এবং বিশ্বাস করে যে, ইসলামের আশ্রয় ও ইসলামী আইন-কানুন বৈ সে সব হস্তগত করতে পারবে না।

❑ ন্যায়-ইনসাফ বাস্তবায়ন করুন, অন্যদের বেলায়ই কেবল ন্যায়বিচার চাইবেন না, নিজেদের মাঝেও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করুন।

❑ ন্যায়-বিচার যেই করুক না কেনো তা ন্যায় বিচারই আর অন্যায় -অত্যাচার যে-ই করুক না কেনো তা অন্যায়-অবিচারই।

❑ খোদায়ী ন্যায়-ইনসাফ ও ভারসাম্যতা এবং সিরাতুল মুস্তাকিমের বাইরে গমন হচ্ছে বিপথগামিতা আর তা থেকে বিরত থাকাই খোদায়ী দায়-দায়িত্ব।

❑ বিশ্ববাসীকে বলে দিন, সত্য পথে চলা, খোদায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও যুগের মুশরিকদের হাত খাটো করে দেয়ার প্রচেষ্টা থেকে মোটেও বিরত থাকা উচিত নয় এবং এ পথে যে কোন প্রিয় বস্তুকে হযরত ইসমাইল যবিহুল্লাহর মতই কুরবান করতে হবে। কেননা হকই চিরন্তন।

মজলুম মুস্তায়য়াফ ও বঞ্চিতদের প্রতি সমর্থন

❑ ইসলামের পথই হচ্ছে মজলুম মুস্তাযয়াফদের সমর্থন দেয়া।

❑ আমরা মহান ইসলামের অনুসরণ করেই সকল মজলুম মুস্তাযয়াফকে সমর্থন দিচ্ছি।

❑ আমার মনে হয় না যে, বঞ্চিতদের খেদমত করার চেয়ে বড় কোন ইবাদত-বন্দেগী থাকতে পারে।

❑ প্রিয় বন্ধুরা। ইসলাম ও বঞ্চিত জাতির সেবা করার জন্যে নিজেদের তৈরী করুন! আল্লাহর বান্দাদের খেদমতের জন্য কোমর বেধে লাগুন। কেননা এদের খেদমত আল্লাহরই খেদমত।

❑ সবার প্রতি আমার অসিয়ত হলো বঞ্চিত মানুষদের সুখ-শান্তির চেষ্টা করুন। কেননা সমাজের বঞ্চিতদের অবস্থা উন্নত করার মাঝেই আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

❑ কতই না নেককাজ যে বিত্তবানেরা স্বেচ্ছায় নিঃস্ব বস্তীবাসীদের জন্যে ঘরবাড়ি তৈরী করবে ও সুখ শান্তির ব্যবস্থা করে দেবে। তারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ও কাজেই তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নিহিত। এটা ইনসাফ বহির্ভূত যে, একজন গৃহহারা থাকবে আবার একজন বহুতল বাড়ির অধিকারী থাকবে।

❑ সেদিনই আমাদের ঈদের (আনন্দের) দিন যেদিন আমাদের অভাবীরা ও মজলুম মুস্তাযয়াফরা সুখ-শান্তির জীবন ফিরে পাবে এবং ইসলামী-মানবিক সুশিক্ষা লাভ করবে।

❑ যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো মজলুম মুস্তাযয়াফদের প্রতি বেশী বেশী নজর দেয়া।

❑ আল্লাহ সেদিন না আনুক যেদিন আমাদের নীতি অবস্থান ও আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের নীতি-অবস্থান হবে বঞ্চিতদের প্রতি সমর্থন দান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা আর পুঁজিপতিদের প্রতি সমর্থন দান।

❑ ইসলাম মজলুম মুস্তাযয়াফদের জন্যেই এসেছে এবং প্রথম দৃষ্টিই দান করে এদের প্রতি।

❑ এ শতাব্দী আল্লাহর মর্জিতে জালিম-অহংকারীদের উপর মজলুম মুস্তাযয়াফদের ও বাতিলের উপর হকের বিজয়ের শতাব্দী।

❑ আমাদের নেয়ামত সমূহের প্রকৃত মালিক যে মজলুম মুস্তাযয়াফ, অভাবী ও বস্তীবাসী তাদের প্রতি সেবা করুন।

❑ বস্তিবাসী নিঃস্বদের প্রতি খেদমতের মত খুব কম খেদমতই আল্লাহ তায়ালার কাছে ফায়দাজনক বলে গণ্য।

বস্তিবাসী ও প্রাসাদবাসী

❑ আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত যাতে এদেশ থেকে প্রাসাদবাসীদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য দূর হয়।

❑ বেশীর ভাগ নীতিবিগর্হিত চরিত্রই বিলাসী অভিজাত শ্রেণী থেকে জনগণের মাঝে ছড়িয়েছে।

❑ প্রাসাদবাসীসুলভ স্বভাব-চরিত্র সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা ও ধার্মিকতার বিরোধী এবং উদ্ভাবন-আবিষ্কার, রচনা ও শ্রমের বিরোধী।

❑ আমরা যখন আমাদের নিজস্ব মাজহাবের দিকে তাকাই তখন বিস্মিত হই যে, এর ফেকাহ এতো সমৃদ্ধ এবং আমাদের দর্শন এতো সমৃদ্ধশালী। আরো বিস্মিত হই যখন দেখি যে যারা এ ফেকাহকে এতো সমৃদ্ধ করেছেন এবং দর্শন-প্রজ্ঞাকে এতো সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছেন তারা প্রাসাদবাসী ছিলেন না, বরং বস্তিবাসী-দরিদ্র ছিলেন।

❑ প্রাসাদবাসী অভিজাতদের ভেতর যে অশান্তি ও নড়বড়ে অবস্থা বিরাজ করে তা বস্তিবাসী দরিদ্রদের মোটেও নেই। এ বঞ্চিত শ্রেণীর মনে যে শান্তি তা ওই তথাকথিত উপর তলার লোকদের মোটেও নেই।

❑ আমরা সাংবিধানিক আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ে এই প্রাসাদবাসীদের (অভিজাত শ্রেণী) হাতে অনেক মার খেয়েছি। তখন আমাদের সংসদ ছিলো প্রাসাদবাসীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। এদের ভেতর কমই ছিলো যারা দরিদ্র শ্রেণীর। আর এই কমসংখ্যক বস্তিবাসীই বহু বিপথগামিতাকে ঠেকিয়েছিল।

❑ আলহামদুলিল্লাহ। আজ আমাদের দায়িত্বশীলদের ভেতর প্রাসাদবাসী কেউ নেই। আমাদের সরকার প্রাসাদবাসী সরকার নয়। যেদিন আমাদের সরকার প্রসাদের প্রতি দৃষ্টি দেবে সেদিনই সরকার ও জনগণের শেষকৃত্যের জন্যে আমাদের ফাতেহা পাঠ করতে হবে।

❑ যেদিন আমাদের প্রেসিডেন্ট খোদা নাখাস্তা বস্তিসুলভ চরিত্র বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে যাবে এবং প্রাসাদ সুলভ আচরণের প্রতি মুখ ফেরাবে সেদিনই তার ও তার সাথে যোগাযোগকারীদের পতন ঘনিয়ে আসবে।

❑ হায়! প্রাসাদবাসীরা যদি দুঃস্থ -ভাবীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করতো। হয়তো বা এতে অত্যাচারী আমেরিকান সরকারের অপরাধযজ্ঞে ইন্ধন যোগাতো না।

❑ আপনারা বস্তিবাসী বীর যুবা শ্রেণী প্রাসাদবাসীদের উপর সম্মানের অধিকারী আর আপনারাই ইসলামকে হেফাজত করেছেন।

❑ এই বস্তিবাসী ও শহীদ পরিবারবর্গের মাথার একটি চুলও দুনিয়ার সকল প্রাসাদ ও প্রাসাদবাসীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানের অধিকারী।

❑ তোমাদের কথা মতো এই বস্তিবাসীরা ও এই নগ্নপদ সর্বহারারাই আমাদের সকল নেয়ামতের মালিক।

❑ যদি এই বঞ্চিত সর্বসাধারণ সমর্থন না করতো তাহলে সরকার টিকে থাকতে পারতো না।

❑ যদি এই বঞ্চিত জনতা, গ্রামবাসী ও দরিদ্র শ্রেণীর হিম্মত না থাকতো, চেষ্টা-প্রচেষ্টা না থাকতো তাহলে শাহী সরকারের জুলুম অত্যাচারেরও অবসান হতো না; যাবতীয় সমস্যা সংকটের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও আমরা টিকতে পারতাম না।

❑ তারাই শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে রয়েছেন যারা দারিদ্র্য বঞ্চনা ও শোষণের তিক্ততা ভোগ করেছিলেন।

শ্রম ও শ্রমিক

❑ একটি জাতির জীবন শ্রম ও শ্রমিকের কাছে ঋণী।

❑ মানব সমাজের বিশাল চাকা শ্রমিকদের শক্তিশালী হাতেই ঘুরছে ও চালু রয়েছে।

❑ শ্রমিক দিবস পরাশক্তিবর্গের আধিপত্যকে কবর দেয়ার দিবস।

কৃষি

❑ ইরান এমন এক দেশ যার কৃষিকে সমৃদ্ধশালী হতে হবে।

❑ আপনারা কৃষকরা জাতির বৃহত্তম পৃষ্ঠপোষক হিসাবে স্বীয় কৃষিকাজ অব্যাহত রাখুন।

❑ আপনারা জানেন যে, এখন আমরা খাদ্যশস্যের দিক দিয়ে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। আমাদের নিজেদের উচিত এ অভাবকে মেটানো। আর এটা আমাদের কৃষকদের হিম্মতের উপর নির্ভর করে।

❑ যে কোন দেশে শ্রমিক ও কৃষক ওই দেশের মূল ভিত্তি। কোন দেশের অর্থনীতির ভিত্তি শ্রমিক ও কৃষকের পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল।

❑ কৃষক ও শ্রমিকরা দেশের স্বাধীনতার ভিত্তি।

❑ আমরা যে কৃষি সংস্কার চাই তাতে কৃষক তার পরিশ্রমের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবে এবং যেসব মালিক ইসলামী আইন-কানুন বিরোধী কাজ করেছে তারা শাস্তি ভোগ করবে।[৫৩]

❑ কৃষকদের জিহাদ এটাই যে তারা তাদের কৃষিকে শক্তিশালী করবে।

বাজার ও পুঁজি

❑ আজ যেহেতু বাজার বাহ্যতঃ দীনদারদের হাতে রয়েছে এবং যেহেতু বর্তমানে চাপ সৃষ্টি করার ও দাম বেঁধে দেয়ার কেউ নেই সেহেতু বাড়াবাড়ি করা চলবে না। সমকালীন দায়িত্বশীলের উচিত বাড়াবাড়ি ঠেকানো।

❑ ইসলাম অত্যাচারী, বেহিসাবী এবং মজলুম জনগণকে বঞ্চনাকারী পুঁজিবাদের সমর্থন করে না বরং একে কুরআন ও সুন্নাহ সাংঘাতিকভাবে নিন্দা করেছে ও সমাজিক ন্যায় বিচারের বিরোধী বলে জানে। তেমনি ইসলাম, কম্যুনিজম ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সরকারেরও বিরোধী যারা নাকি ব্যক্তিমালিকানার বিপক্ষে ও অভিন্ন মালিকানার সপক্ষে।

বিশেষজ্ঞদের দেশে প্রত্যাবর্তন

❑ যারা খেদমত করতে ও দেশে ফিরতে চায় তাদের প্রতি দেশ ও বিপ্লবের বুক উন্মুক্ত রয়েছে, তবে তাদের খেয়াল খুশীমত নীতি-আদর্শের বিনিময়ে নয়।

চতুর্থ ভাগ

ইমাম খোমেনী সালামুল্লাহ আলাইহে

❑ আমাকে যদি খাদেম বলুন তাহলে নেতা বলার চেয়ে উত্তম হবে; নেতৃত্বের কোন ব্যাপার নেই, খেদমতগুজারী হলো বড় কথা; ইসলাম আমাদের খেদমত করতে নির্দেশ দিয়েছে।

❑ ইসলামে ও আমার কাছে নেতৃত্বের প্রশ্ন নেই, ভ্রাতৃত্বই বড় কথা।

❑ আমি ইরানী জনগণের ভাই। আমি নিজেকে তাদের খাদেম ও সৈনিক বলে জানি।

❑ আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে সবার তৌফিক কামনা করি। আমি বিদেশ থেকে আপনাদের খেদমত করার জন্যেই এসেছি। আমি আপনাদের খাদেম, আমি আপনাদের জাতিরই খাদেম।

❑ আমি আপনাদের মত প্রিয়জনদের সাথে খেদমতের সম্পর্ক ঘোষণা করার জন্যেই বিদেশ থেকে এসেছি। যতদিন হায়াত পাবো আমি সবারই খেদমতগুজারী করবো। ইসলামী জাতিগুলোর, ইরানের মহান জাতির বিশ্ববিদ্যালয় ও আলেম সমাজের, দেশের সকল শ্রেণীর, সকল ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বশ্রেণীর ও বিশ্বের সকল মজলুম মুস্তাযয়াফদের আমি খাদেম।

❑ আমি মহান আলেম সমাজ ও ইসলামী জাতির খাদেমদেরই একজন। বিপজ্জনক সময়ে ও ইসলামের মহাস্বার্থে আমি ক্ষুদ্রতম লোকদের সামনেও মাথানত করতে ও খাটো হতে পারবো, সেখানে মহান ওলামা, কেরাম ও পীর–মাশায়েখের সামনেতো কথাই ওঠে না। আল্লাহ তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

❑ আমি সবার জন্যে দোয়া করি, আমি সমগ্র জাতির খাদেম। আমি আশা করি যে, আমার খেদমত পুরো করতে পারবো এবং এ খেদমত পুরো করে যাওয়ার সুযোগ পাবো।

❑ খোমেনী আপনাদের প্রত্যেকের হাত চুম্বন করছে ও আপনাদের প্রত্যেককে সম্মান দেখাচ্ছে, আপনাদের প্রত্যেককে স্বীয় নেতা বলে জানে এবং বার বার বলেছি যে আমি আপনাদের সাথে একাত্ম।

❑ আমি আপনাদের মাহাত্ম্য হেফাজত করতে এসেছি এবং আমি এসেছি আপনাদের দুশমনদের ধরাশায়ী করতে।

❑ আমার আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

❑ আমি একটি কলম ও এক টুকরো কাগজ নিয়েই শাহের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। আর কখনো যদি সাহায্যের প্রয়োজন মনে করি তখন আমার জাতিই আমাকে সাহায্য করবে।

❑ আমার কাছে বিশেষ কোন স্থানের প্রশ্ন নেই। আমার কাছে যা বড় তাহলো জুলুমের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যেখানেই এ সংগ্রাম উত্তমরূপে সম্পন্ন হবে আমি সেখানেই থাকবো।

❑ আমার কাছে নির্দিষ্ট স্থান বড় কথা নয়, বরং খোদায়ী দায়–দায়িত্ব পালনই বড় কথা, ইসলাম ও মুসলমানদের সুমহান কল্যাণ সাধনই বড় কথা।

❑ আমি এখন নিজের হৃদপিন্ডকে তোমাদের (শাহী সরকার) সৈন্যদের বেয়নেটের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি কিন্তু তবু তোমাদের জোর জবরদস্তি মেনে নেয়া ও তোমাদের অত্যাচারের সামনে মাথা নত করার জন্যে মোটেও হাজির নই।

❑ আমি কয়েকদিনের ঘৃণ্য ও কলঙ্কিত জীবন যাপনের প্রতি দাম দেই না।

❑ খোমেনীকে যদি ফাঁসীতেও লটকানো হয় তবু আপোষ করবে না।

❑ খোমেনীও যদি তোমাদের সাথে আপোষ করে তবু ইসলামী জাতি আপোষ করবে না।

❑ ইরানী জনগণের জানা উচিত যে, আমি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাদের পাশে থেকে ইসলামের বিধিবিধান ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হেফাজতের জন্যে স্বীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।

❑ আল্লাহ মা'লুম যে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজের কোন নিরাপত্তা, অধিকার ও সুযোগে বিশ্বাস করি না। যদি আমার কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তবে শাস্তি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত।

❑ আশা করি যে, খোমেনী ইসলামের সোজা রাস্তা (সিরাতুল মুস্তাকীম), যা হলো অত্যাচারী শক্তিগুলোর সাথে সংগ্রাম করা, তা থেকে কখনো বিপথগামী হবে না।

❑ যারাই আমাকে চিনেছেন তারা জানেন যে, আমার যে কাজ করতেই হবে সে কাজে কোন কিছুতেই প্রভাবিত হবো না, তা সম্পন্ন করবোই।

❑ আমি বারবার ঘোষণা করেছি যে, আমি কারো সাথেই সে যে কোন পদমর্যাদারই হোক না কেনো ভ্রাতৃত্বের চির বন্ধনে আবদ্ধ হইনি। আমার বন্ধুত্বের মাপকাঠি হলো প্রত্যেকেরই সঠিক পথ চলা।

❑ আমি ঘোষণা করছি যে, যে কেউ আমার নামে কোন কথার উদ্ধৃতি দেবে তা যদি ইসলামের বিরোধী হয় তাহলে ওই উদ্ধৃতি নিশ্চয় মিথ্যা।

❑ যদি আমি কখনো দেখি যে, ইসলামের কল্যাণে কখনো কোন কথা বলতে হবে তাহলে তা বলবো ও তা বাস্তবায়নের পথ ধরবো এবং এতে কোন কিছুতেই ভীত হবো না। আল্‌হামদুলিল্লাহে তায়ালা, আল্লাহর কসম আমি এ যাবৎ মোটেই ভয় পাইনি। সেদিনও যখন আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন ওরাই বরং ভয় পাচ্ছিল; উল্টো আমিই ওদের (শাহী সৈন্য) সান্ত্বনা দিয়েছি যেনো ভয় না পায়।

❑ আমি সে সমস্ত লোকদের মত নই যে, যদি কোন সময় কোন নির্দেশ দান করি তাহলে বসে বসে দেখবো যে সে নির্দেশ নিজে নিজেই এগিয়ে যাক। না, আমি এর পিছু নেবোই।

❑ আমি পোপ নই যে কেবল রোববারগুলোতে অনুষ্ঠান করে বেড়াবো আর বাকী সময় নিজেকে রাজা ভেবে বসে বসে তামাশা দেখবো এবং বিভিন্ন (গর্হিত) কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করবো না।

❑ এই যে আমি আমার পেশাগত কাজ থেকে হাত গুটিয়েছি (পড়াশুনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা) এবং এখানে একাজে হাত দিয়েছি (সংগ্রাম) তা এ কারণে যে, আমাদের কোন কল্যাণকর সরকার ছিল না ও কোন কল্যাণকামী শক্তির উপস্থিতি ছিল না।

❑ আমি সকল ইসলামী জাতি, বিশ্বের সকল মুসলমান এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যেখানেই মুসলমানরা থাকুক না কেনো সবার প্রতি ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়াচ্ছি।

❑ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মূলোৎপাটনে, ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা অর্জনে ও গোলামীর শিকলসমূহ ভাঙ্গায় নিয়োজিত সকল ইসলামী জনতা ও বিশ্বের স্বাধীনতাকামীদের হাতে আমি হাত মিলাচ্ছি।

❑ যে সব প্রিয়জন সারা বিশ্বে সংগ্রামের বোঝা পিঠে বহন করছে এবং আল্লাহর রাস্তায় ও মুসলমানদের ইজ্জত-সম্মান প্রতিষ্ঠায় অটল পণে জিহাদ করছে আমি তাদের হাত ও বাজুতে চুমু খাচ্ছি এবং স্বাধীনতা ও উন্নতি অগ্রগতির পথের সকল তরুণদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিকতম সালাম ও দরুদ।

❑ আমি এই শেষ বয়েসে ওই সমস্ত দলের প্রতি বিনীতভাবে হাত বাড়াচ্ছি ও সাহায্য কামনা করছি যারা ইসলামকে প্রতিষ্ঠা ও এর বিধি-বিধান কায়েমের জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে ও আত্মত্যাগ করে চলেছে। কেননা এটাই কল্যাণের ও সৌভাগ্যের একমাত্র পথ আর নব্য ও প্রাচীন উপনিবেশবাদীদের হাত থেকে ইরানের স্বাধীনতা ও আজাদীর নিশ্চয়তা বিধায়ক।

❑ আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলিম জাতির সকল শ্রেণীর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করেছি ও করছি।

❑ আমি ইরানের জনগণের প্রতি সুপারিশ করছি যদি কোন পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও কিছু আমাকে দোষারোপ করে ও গালমন্দ দেয় তাহলে কারো হক নেই টু শব্দ করার। আমি জবাবদানকে আপনাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছি। কেননা এটা হচ্ছে ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রকে নীরবতার মাধ্যমে নস্যাৎ করে দিন। তবে যদি ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পায় তাহলে মুষ্ঠাঘাতে নস্যাৎ করে দেবো।

❑ আমি যদিও আমার দেহের টুকরোস্বরূপ প্রিয় সন্তানকে হারিয়েছি তথাপি গর্বিত যে, ইসলামে এ ধরনের আত্মত্যাগী সন্তানরা ছিলো ও আছে।

❑ আমি সবসময় গণবাহিনীর সদস্যদের ইখলাছ ও আন্তরিকতায় হাবুডুবু খাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে কামনা করি গণবাহিনীর সাথে যেনো আমার হাশর-নশর হয়। কেননা এ দুনিয়ায় আমার গৌরব এটাই যে আমিও গণবাহিনীর একজন সদস্য।

❑ খোদাপ্রদত্ত ফরজ-কর্তব্য ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা করার মত ফরজ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে আমি আমার নগণ্য খুন ও জানকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রেখেছি এবং শাহাদাতের মহা সৌভাগ্য লাভের জন্যে দীক্ষা নিচ্ছি।

❑ আমি যখন বুক কুরবানকারী নারী ও পুরুষদের মনোবল অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করি যে কি বীরত্বের সাথেই না এরা মুছিবতকে বরণ করেছে ও করছে তখন লজ্জিত হয়ে পড়ি।

❑ আমাদের ভাইয়েরাও যেমন ইসলামের সৈনিক বোনেরাও তেমন ইসলামের সৈনিক। আমি আশা করি যে, যে পুস্তকে সৈনিকদের নাম লেখা হয় সেখানে আমাদের নামও সৈনিক হিসাবে লেখা হবে।

❑ আমি আশা করি যে, দুই সৌভাগ্যের একটির অধিকারী হবোঃ হয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এগিয়ে নেয়া ও সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিজয়ী হবো নয়তো আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করবো।

❑ শক্তিগুলো, পরাশক্তিবর্গ ও এদের গোলামদের অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, খোমেনী যদি একাও হয় সে তার পথ - তথা কুফরী, জুলুম, শেরেক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর পথে চলা অব্যাহত রাখবেই এবং আল্লাহর সহায়তায় ইসলামী বিশ্বের গণবাহিনী তথা স্বৈরাচারী একনায়কদের ক্রোধের শিকার নগ্নপদ সর্বহারাদের পাশে অবস্থান করে বিশ্ব লুটেরার দল ও এদের ভাড়াটে গোলামদের আরামের ঘুম ছিনিয়ে নেবো যারা স্বীয় জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেতে জেদ ধরে রয়েছে।

❑ এটা একান্তই অসম্ভব ও কলঙ্কজনক যে কুরআনে করীম, রাসুলে খোদার বংশধর, উম্মতে মুহাম্মদী এবং তৌহিদবাদী ইব্রাহীমের অনুসারীদের প্রতি দানব-প্রকৃতির শক্তি, মুশরিক ও কাফেরদের সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচারের সামনে খোমেনী নীরব ও নির্বিকার বসে থাকবে কিংবা মুসলমানদের যিল্লতি ও অবমাননার দৃশ্যকে তামাশা দেখবে!

❑ আমাদের আন্দোলন ব্যক্তিনির্ভর নয়, আমাদের আন্দোলন সর্বসাধারণের। সমগ্র জাতিই নেতা আর সবাই জেগে উঠেছে।

পরিশিষ্ট ও টীকা

১। হযরত ইমাম খোমেনী সালামুল্লাহি আলাইহে উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও ফেকাহ, দর্শন, ইরফান ও আখলাকের উপর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। "দিওয়ানে ইমাম" নামে তাঁর ইরফানী (আধ্যাত্মিক) কাব্যগ্রন্থ কিছুকাল আগে ইমাম খোমেনীর রচনাবলী সংকলন ও প্রকাশনা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এ মহান ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে ১০২৬টি ভাষণ, ৩১৯টি বাণী, ২০৩টি পত্র, ১১৮টি সাক্ষাৎকার ও ১৯৭টি নির্দেশনামা রয়ে গেছে। এসবের কিছু কিছু অংশ "সহীফায়ে নূর" (২২ খণ্ড) ও "কাউসার" (৪ খণ্ড) নামক গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

২। ইমাম খোমেনী সালামুল্লাহি আলাইহে ১৩৬৮ ফার্সী সনের তেরই খোরদাদ দিবাগত রাত, মুতাবিক ১৪০৯ হিজরীর ২৮ শাওয়াল এবং ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের তেসরা জুন তারিখে ইন্তেকাল ফরমান এবং আলোকময় উর্ধ্বতম জগতে গমন করেন।

৩। তাকিয়া হচ্ছে আর্থিক, প্রাণগত বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনায় ব্যক্তি কর্তৃক তার ব্যক্তিগত ধর্মীয় মতবিশ্বাস প্রকাশ থেকে বিরত থাকা। শিয়া মাজহাবে তাকিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার অনুসরণ নির্ভর করে কতিপয় পরিস্থিতির উপর। তাকিয়া করা কখনো ওয়াজিব, কখনো মুস্তাহাব আবার কখনো মাকরূহ এবং কখনো হারাম।

৪। ইরানের প্রাক্তন শাহ মুহাম্মদ রেজা ছিলেন পাহলভী খান্দানের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ শাহানশাহ। তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইউরোপীয় মিত্রশক্তি কর্তৃক (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে) ইরান জবর দখল ও তার পিতা রেজা খানকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর রাজকীয় সিংহাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ৩৭ বছর ধরে রাজতন্ত্রী শাসন চালানোর পর ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইরানের মুসলমান জনতার সর্বব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের ফলে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী তারিখে ইরান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৭৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয় লাভ করায় বিদেশনির্ভর মুহাম্মদ রেজার শাহানশাহী রাজতন্ত্রের যবনিকাপাত ঘটে।

৫। যে কোন মূর্তি বা লোক মানুষকে সৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং বিপথগামিতা ও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তাকেই তাগুত বলা হয়। "তাগুত" পরিভাষাটি কুরআনে আটবার এসেছে। এছাড়া ইসলাম আসার আগে কুরাইশ গোত্রের একটি মূর্তির নামও ছিল তাগুত। শয়তানকেও এ নামে অভিহিত করা হয়। তাগুত অর্থ উত্তম মূল্যবোধগুলোর বিরুদ্ধে যে তুগিয়ান বা বিদ্রোহ করে অর্থাৎ সৎ পথের বিরুদ্ধবাদী।

৬। আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (আঃ) ও হযরত মা ফাতেমার পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) ছিলেন শিয়া মাজহাবের তৃতীয় ইমাম। তিনি হিজরী চতুর্থ বছরে (৬২৫ খৃঃ) মদীনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের মহানবীর (সাঃ) কোলেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এছাড়া তাঁর মহান পিতার হাতে তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইসলামের প্রথম যামানার সকল সামরিক ঘটনায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বকে আরো ফুটিয়ে তোলে। তিনি ৬১ হিজরীতে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ইয়াজীদের হাজার হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে এ লড়াই অনুষ্ঠিত হয় ইরাকের অন্তর্গত কারবালা মরু প্রান্তরে। এই খুনরাঙা বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে ইমাম হুসাইন (আঃ) তার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ও সঙ্গী-সাথীদের বাহাত্তর জনসহ শাহাদতবরণ করেন। তাঁর পরিবারের বাকী সবাই ইয়াজীদের সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। ইসলামের ইতিহাসের এই মহাবিপর্যয়ের শহীদদের বলা হয় "কারবালার শহীদান"। সে সময় একদিকে খলিফা ও তাঁর প্রশাসনের বিপথগামিতার কারণে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি, কুফরী ও বেদীনী ছড়িয়ে পড়ে এবং অন্যদিকে ইমাম হুসাইন তাঁর তাকওয়া, বীরত্ব ও অটল পণ নিয়ে ওই বিপথগামিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধেসংগ্রামেনেমেছিলেন।

৭। জা'ফরী মাজহাব ঃ বিশ্বের শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জা'ফর ছাদেকের প্রতিষ্ঠিত মাজহাব। ইমাম জা'ফর আস-ছাদেকের নামের সাথে মাজহাবের নাম এ কারণেই জড়িয়ে পড়ে যে, এই মহান ইমাম অন্যান্য ইমামের তুলনায় দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি সর্বাধিক তৎপরতা চালানোর সুযোগ পেয়েছিলেন, বিশেষ করে উমাইয়া ও আব্বাসী বংশের ভেতর সংঘর্ষের ফলে যে গোলযোগ ও দুর্বলতা দেখা দেয় তাতে ইমাম অধ্যাপনা, বিতর্ক এবং নিষ্ঠাবান ও ঈমানদারদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিক সুযোগ পেয়ে যান এবং ইসলামের বাণী প্রকাশ ও প্রচার করেন।

৮। আমীরুল মুমেনিন হযরত আলী (আঃ) শিয়াদের প্রথম ইমাম। তিনি ৬০০ খৃষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ফাতেমা ও পিতার নাম আবু তালেব (মহানবীর চাচা)। তিনি ছয় বছর বয়স থেকেই পয়গাম্বরের (সাঃ) ঘরে বড় হতে থাকেন। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবীজীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। মহানবী

(সাঃ) নবুয়্যত প্রাপ্তির প্রথম দিকে আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আত্মীয়-স্বজন ও স্বীয় গোত্রকে এক স্থানে সমবেত করেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ "আমার প্রচারিত দীনে যে প্রথম ঈমান আনবে সে-ই আমার ওফাতের পর আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।" তিনি তিনবার এ কথা উচ্চারণ করেন আর প্রতিবারই একমাত্র হযরত আলী (আঃ) ঈমান আনার কথা ব্যক্তকরেন।

যে রাতে পয়গাম্বর মক্কা ছেড়ে মদীনার পথে হিজরত করেন সে রাতে তাঁকে হত্যার বিষয়ে কুরাইশ নেতাদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হযরত আলী পয়গাম্বরের বিছানায় শুয়ে থাকেন ও কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন এবং রাসূলের প্রতি স্বীয় নিষ্ঠা ও ঈমানের প্রমাণ রাখেন। যেদিন পয়গাম্বরের নির্দেশে মুসলমানগণ পরস্পর ভ্রাতৃত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হন সেদিনও তিনি হযরত আলীকে স্বীয় ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। বিদায় হজ্জের পর গাদীর নামক স্থানে নবী আকরাম হযরত আলীকে নিজের অবর্তমানে মুসলমানদের অভিভাবক ও নেতা বলে ঘোষণা দেন।

পয়গাম্বরের একাকীত্বের দিনগুলোতে এবং তাঁর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের সময়গুলোতে তিনি তাঁর পাশে ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আঃ) বিভিন্ন কারণে প্রায় ২৫ বছরকাল পর্যন্ত সরকার পরিচালনা ও নেতৃত্ব দান থেকে বিরত ছিলেন। এ সময় তিনি অনেকটা পর্যবেক্ষকের ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে বহু বিপথগামিতা ঠেকান। তৃতীয় খলিফার নিহত হওয়ার পর সাহাবীগণ ও একদল জনতা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন ও তাকে খলিফা হিসাবে মেনে নেন।

প্রথম ইমামের শাসনকাল প্রায় চার বছর নয় মাস স্থায়ী হয়। পয়গাম্বরের ইন্তেকালের পর ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নবীজীর সুন্নতে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল হযরত আলী (আঃ) তা প্রথম অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। বিরুদ্ধবাদী শক্তি ইসলামের পুনরুত্থানে নিজেদের স্বার্থ বিপদাপন্ন দেখতে পেয়ে সর্বদিক থেকে খলিফার বিরুদ্ধে ময়দানে নামে এবং রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। এ সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ হযরত আলীর পুরো শাসনকালব্যাপী অব্যাহত থাকে। আর শেষ পর্যন্ত তাকওয়া, ন্যায়-ইনসাফ ও বীরত্বের নমুনা হযরত আলীকে নামাজের মেহরাবে ওরা শহীদ করে।

তাঁর জীর্ণ শীর্ণ পর্ণ কুটিরেই হযরত হাসান, হযরত হুসাইন ও হযরত যয়নাবের (আঃ) মত সন্তানেরা লালিতপালিত হন যারা ইসলামের ইতিহাসে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন এবং সমকালীন অন্ধকারে মানবতার উজ্জ্বল মশালকে হাতে ধারণ করেন ও সত্যানুসন্ধানী মানবগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন।

৯। অষ্টম টীকা দ্রষ্টব্য।

১০। নাহ্‌জুল বালাগার অর্থ বাগ্মিতার সুস্পষ্ট পথ। প্রকৃতপক্ষে নাহ্‌জুল বালাগা হচ্ছে আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (আঃ)-এর বক্তৃতা-বিবৃতি ও পত্রের সংকলন গ্রন্থ যা শরীফ রাজী মুহম্মদ বিন আল হুসাইন (মৃতঃ ৪০৬ হিঃ ও ১০১৬ খৃঃ) সংগ্রহ ও সংকলন করেন। মনীষীরা নাহ্‌জুল বালাগাকে "কুরআনের ভাই" বলে অভিহিত করেছেন। এ গ্রন্থের বক্তব্য তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌, জগৎ ও মানুষ। এর বিষয়বস্তুতে রয়েছে ঃ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, চরিত্র ও রাজনীতি। কুরআন ও রাসূলুল্লাহর হাদিসের পর নাহ্‌জুল বালাগার মত এত উন্নত ও সুস্পষ্ট ভাষার কোন গ্রন্থই রচিত হয়নি। এ পর্যন্ত একশ' একটি ব্যাখ্যা (তাফসির) এ নাহ্‌জুল বালাগার উপর রচিত হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিতরা একে কত গুরুত্ব দিয়েছেন যুগে যুগে।

১১। সাংবিধানিক আন্দোলন ঃ উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইরানের দুরবস্থা এবং স্বৈরাচারী শাহী সরকার ও সরকারের সীমালংঘনকারী কর্মচারীদের অত্যাচার, উৎপীড়নে জনগণের প্রাণান্তকর অবস্থা, দেশ পরিচালনায় তৎকালীন বাদশাহ মুজাফবর উদ্দিন শাহের দুর্বলতা, উদাসীনতা ও অযোগ্যতা, জনগণের ক্রমবর্ধমান জাগরণ এবং আলেম ও পীর-মাশায়েখের অভ্যুত্থান প্রভৃতি সম্মিলিতভাবে সাংবিধানিক আন্দোলন নামে এক বিপ্লবের জন্ম দেয়। জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম ও জিহাদের পর অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সাংবিধানিক আন্দোলন (নেহ্‌যাতে মাশরুতাহ্‌) বিজয় লাভ করে।

এ আন্দোলন যদিও সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি তথাপি ইরানের সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, শ্রেণী প্রাধান্যের অবসান, শাহী দরবারের লোকজন ও বড় বড় মালিকের ক্ষমতার প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়া এবং আইন-কানুন ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় এক আমূল পরিবর্তন আসে। কিন্তু পাশ্চাত্য পূজারীদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অঙ্গন থেকে আলেমদের দূরে হটিয়ে দেয়ার কারণে সাংবিধানিক আন্দোলন তার বাঞ্ছিত সুফল লাভ করতে পারেনি। অবশেষে ইরানের প্রাক্তন শাহের পিতা রেজা খানের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুনরায় ইরানে পারিবারিক রাজতন্ত্রী ব্যবস্থা কায়েম হয়।

১২। ১৮৮৯-৯২ খৃষ্টাব্দে এক বৃটিশ কোম্পানীকে তামাক সংক্রান্ত একচেটিয়া অধিকার দানের বিরুদ্ধে ইরানে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় এরই নাম তামাক আন্দোলন। ইরানের নয়া ইতিহাসে এটাই ছিল জনগণের বিজয়সম্পন্ন প্রথম

আন্দোলন। এতে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের বিজয় অর্জিত হয় এবং সরকার বিদেশী কোম্পানীকে প্রদত্ত সকল একচেটিয়া অধিকার বাতিল করতে বাধ্য হয়।

তখনকার আধ্যাত্মিক-ধর্মীয় নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ মির্জা-ই-শিরাজী তামাক ব্যবসা ও সেবন নিষিদ্ধ করে যে ফতোয়া দান করেন তা জনগণকে আরো সংঘবদ্ধ ও জোরদার করে। তৎকালীন বাদশাহ নাছিরুদ্দীন শাহ জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদ লক্ষ্য করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হন ও কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

১৩। ইমাম খোমেনী (রহঃ) সূচিত আন্দোলনের বিস্তৃতি ঠেকানোর জন্য স্বৈরাচারী শাহ সরকার তার পাশ্চাত্য পৃষ্ঠপোষকদের শলা-পরামর্শে হযরত ইমামকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেয়। শাহী সৈন্যরা ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের পাঁচই জুন (পনেরোই খুরদাদ) ভোর রাত তিনটায় কোমে মহান ইমামের বাড়িতে হামলা চালায় এবং তাঁকে গ্রেফতার করে তেহরানে স্থানান্তরিত করে। ইমাম খোমেনী (রহঃ) গ্রেফতারের খবর স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ এ খবর শোনার সাথে সাথে পাঁচ জুন সকালেই রাস্তাঘাটে নেমে আসে ও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ শুরু করে দেয়। কোমে বৃহত্তম বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। এতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক লোক শহীদ হয়। শাহী সরকার তেহরানে সামরিক শাসন জারি করে ওই দিন ও পরের দিন নিষ্ঠুরভাবে জনগণের বিক্ষোভ দমন করে এবং সৈন্যরা হাজার হাজার বেগুনাহ লোককে পাইকারীভাবে হত্যা করে। পনেরো খুরদাদের (পাঁচই জুন) বিপর্যয় এতই ব্যাপক ছিল যে, এর খবর ইরানের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং শাহের কোটি কোটি ডলারের প্রচার-প্রপাগাণ্ডাও এই ভয়ানক বিপর্যয়ের সংবাদকে গোপন রাখতে পারেনি।

ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর হযরত ইমাম খোমেনী ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের পাঁচ জুন (পনেরো খুরদাদ) বার্ষিকী উপলক্ষে এক বিবৃতিতে ১৯৬৩ সালের পাঁচ জুন তথা পনেরো খুরদাদকে ইসলামী বিপ্লবের সূচনালগ্ন বলে অভিহিত করেন এবং পনেরো খুরদাদ দিবসকে চিরকালের জন্য সাধারণ শোক দিবস বলে ঘোষণা দেন।

১৪। কোম শহর হিজরী তৃতীয় শতক থেকেই ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার একটি কেন্দ্র বলে গণ্য হয়ে আসে এবং গত বারোশ' বছর ধরে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শিক্ষার্থী এবং ফিকাহ, হাদিস, তাফসির, ইরফান ও আখলাকের বড় বড় মনীষীকে গড়ে তোলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র এবং শিয়া মাজহাবের সপ্তম ইমাম হযরত মুসা বিন জা'ফর আলাইহিস সালামের কন্যা হযরত ফাতেমা মা'ছুমা আলাইহাস সালামের পবিত্র মাজার অবস্থিত থাকায় ১৩৪০ হিজরী সনে তৎকালীন ধর্মীয় নেতা ও অন্যতম ফকীহ হযরত আয়াতুল্লাহ হায়েরী ইয়াজদীর এ শহরে আগমন শহরের গুরুত্ব ও ইল্‌মী তৎপরতাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। অন্যান্য শহর থেকেও প্রখ্যাত আলেম ও বুযুর্গরা কোমে এসে সমবেত হন এবং অধ্যাপনা ও জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কোম নগরী তেহরানের ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত এবং তেহরান প্রদেশের অন্তর্গত।

১৫। হযরত মুহাম্মদ বিন হাসান আসকারী ওরফে ইমামে যামান (ইমাম মাহদী) ইমামিয়া শিয়াদের বারোতম ইমাম। তিনি ২৫৫ হিজরী সনে ইরাকের সামারা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পাঁচ বছর বয়েসেই তার পিতা ইমাম হাসান আসকারী ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর ইমামতির সময়কাল শুরু হয়। যমানার হাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ইমাম মাহদী গায়েব হয়ে যান। তার গায়েব হওয়ার সময়টা দু'ভাগে বিভক্ত। স্বল্পকালীন অন্তর্ধানকাল তথা উনসত্তর বছর। এ সময়ে ইমাম তার চারজন প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের সাথে পরোক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ সময়ের পর দীর্ঘকালীন অন্তর্ধান বা গায়বাতে কুব্‌রা শুরু হয় যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। বাতিলের উপর হকের বিজয়ের সময় আগত হলেই ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে।

ইসলামী চিন্তাদর্শনে ইমামে যামানের আগমন ও তাঁর বিরামহীন সর্বব্যাপী সংগ্রাম হচ্ছে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে হকপন্থীদের সর্বশেষ সংগ্রাম অর্থাৎ হকপন্থীদের সংগ্রাম ইতিহাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে এবং ওই সময় হকের বিজয় লাভের পটভূমি সৃষ্টি হবে। তখনি প্রতিশ্রুত মাহদীর অভ্যুত্থান ঘটবে এবং এই মহাসংস্কারক হকপন্থীদের সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছাবেন আর তখনি মানবতার আকাশে উদয় হবে হক ও ন্যায় ইনসাফের সূর্য। সেদিনই মানবতার চিন্তাদর্শন, অধ্যাত্ম ও সামাজিক বিকাশের পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে।

১৬। ইসলামের মহানবী (সাঃ)-এর দুলালী এবং আমীরুল মুমেনীন হযরত আলীর (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (আঃ) নবুয়্যতের পঞ্চম বছরে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিয়াদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইমাম হযরত ইমাম হাসান (আঃ) ও ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর জননী। ইসলামের এই অনন্যা মহীয়সী নারীর সুমহান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, পূতপবিত্রতার সীমা-পরিসীমা ও ঈমানের ব্যাপ্তি বর্ণনা করা এখানে অসম্ভব। মহান পিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও মহব্বত এতো প্রচণ্ড ও

ব্যাপক ছিল যে, পয়গাম্বর তাকে 'তার বাবার জননী' (উম্মে আবিহা) খেতাবে ভূষিত করেন। খোদায়ী সৃষ্টির দুই অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব তথা পয়গাম্বর আকরামের জীবনের স্বর্ণযুগে এবং আমীরুল মুমেনীন হযরত আলীর জীবনের ঘটনাবহুল সময়ে এই মহীয়সী নারী তাঁদের সাহচর্য লাভ করেন। পয়গাম্বর আকরামের ইন্তেকালের পর যে সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও ভোগান্তি এ নারীর উপর নেমে আসে তাতে তিনি যৌবন বয়সেই চিরন্তন জগতের পানে পাড়ি জমান।

১৭। ছয় নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮। এ মুনাজাতের সমৃদ্ধ সারবস্তু এবং ব্যাপক সুউচ্চ তাৎপর্যের কারণে হযরত আলী (আঃ), তাঁর সন্তানগণ ও অন্যান্য মা'সুম ইমামরা শা'বান মাসে একে বার বার পাঠ করতেন। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) তাঁর বরকতময় জীবনে বহুবারই এ দোয়া পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দোয়াটির গুরুত্ব সম্পর্কে এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, বলা হয়ে থাকে সকল ইমামই এ দোয়াটি পাঠ করতেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আরাধনা করতেন।

১৯। শবে কদর সম্পর্কে বহু রেওয়ায়াত এসেছে। শিয়া রেওয়ায়াত মুতাবিক রমজানুল মুবারক মাসের ১৯, ২১ ও ২৩-এ তিনদিনের যে কোন একদিন হলো শবে কদর। শবে কদরের (কদরের রাত) মান, মর্যাদা ও মর্তবা হাজার মাসের চেয়েও বেশী। এ রাতে আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী এক বছরের জন্য যাবতীয় ঘটনার ভাগ্য নির্ধারিত করেন। এ রাতে ফেরেশতাবৃন্দ ও রুহ (জিব্রাইল আঃ) পরোয়ারদেগারের নির্দেশে অবতরণ করেন এবং বিশ্বজগতের সকল বিষয়ে ভাগ্য নির্ধারিত করেন। যেহেতু শবে কদর হচ্ছে রহমতের রাত এবং আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুকম্পা দেখিয়ে থাকেন সেহেতু ঈমানদারদের প্রতি বলা হয়েছে এ রাতে যেনো সজাগ থাকে এবং দোয়া, মুনাজাত ও ইবাদত বন্দেগীতে কাটিয়ে দেয়। ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন এ রাতের জন্যে বিশেষ ধরনের দোয়া ও বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গেছেন।

২০। আরাফাত মক্কা শরীফ থেকে ২১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে ওকুফ বা অবস্থান করা হাজীদের অন্যতম ফরজ কাজ।

২১। হাজীরা যখন আরাফাত থেকে রওয়ানা হন তখন মাশআরুল হারাম বা মুযদালিফা নামক স্থানে রাত কাটান এবং মাগরেব, এশা ও পরদিনের ফজর নামাজ আদায় করেন।

২২। মক্কার প্রান্তে অবস্থিত মীনা। এখানে হাজীরা কোরবানী করেন ও তিন দিন থেকে শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ করেন।

২৩। ছাফা মসজিদুল হারামের পূর্ব দিকে আবু কুবাইস পাহাড়ের পাদদেশের একট টিলা। ছাফা থেকে মারওয়া নামক স্থানে সাতবার আসা ও যাওয়াকে বলা হয় সাঈ যা হজ্বের অন্যতম ফরজ কাজ।

২৪। মারওয়া হচ্ছে ছাফার উত্তরে অবস্থিত একটি টিলা।

২৫। হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর খানায়ে কাবার পূর্ব রুকনে অবস্থিত এবং মাটি থেকে প্রায় দেড় মিটার উঁচুতে কাবার কোণায় স্থাপিত। কা'বার দরজার পাশেই এর অবস্থান। হাজীরা কা'বাঘর তওয়াফ করার সময় একে স্পর্শ করে কিংবা চুমু খেয়ে অথবা হাত নেড়ে সালাম জানিয়ে (এস্তেলাম) তওয়াফের দৌড় বা চক্কর শুরু করেন।

২৬। বনী উমাইয়া বা উমাইয়া বংশের শাসকরা খোলাফায়ে রাশেদার পর ৪০ হিজরী (৬৬২ খৃঃ) থেকে ইসলামী জাহানের শাসনভার হাতে নেয় এবং ১৩২ হিজরী মুতাবিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে। বনী উমাইয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু সুফিয়ান পুত্র আমীর মুয়াবিয়া। তার সময় থেকেই ইসলামী আকিদা-বিশ্বাস বিরোধী অভিজাত প্রথা ও উত্তরাধিকারমূলক রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রচলিত হয়। ইসলামী জাহানে বনী উমাইয়ার শাসনামলে এমন সব বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে যায় যার একটি ছিলো মুয়াবিয়া পুত্র ইয়াজিদের ভাড়াটেদের হাতে নৃশংসভাবে নবীবংশের হত্যা, বন্দী ও নির্যাতন, বিশেষত ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাতবরণ।

২৭। এখানে ইমামের উদ্দেশ্য গণবাহিনীর সদস্য কিশোর হুসাইন ফাহমিদেহ। বিশ্ব শয়তানী চক্র, বিশেষত আমেরিকার উস্কানিতে ইরাক ইরানের উপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় এবং যা আট বছর স্থায়ী হয় হুসাইন ফাহমিদেহ ওতে বার বার অংশ নেয়। যদিও তখন তার বয়স মাত্র তের বছর ছিল তথাপি তার বার বার আকুল আবেদন ও অসাধারণ যোগ্যতার কারণে সামরিক অধিনায়করা তাকে যুদ্ধে গমনের অনুমতি দান করেন। শেষবার যখন সে রণাঙ্গনে যায় তখন দুশমনের ট্যাঙ্কবহরের আগ্রাসন ঠেকানোর জন্যে কয়েকটি গ্রেনেড কোমরে বেঁধে নেয় এবং হাতে আরেকটি গ্রেনেড নিয়ে দুশমনের একটি ট্যাঙ্কের নিচে লাফিয়ে পড়ে। গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরিত হওয়ায় ট্যাঙ্কের গায়ে আগুন ধরে যায় ও বিস্ফোরিত হয়। শাহাদাতবরণের পথে তার যে বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা তা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় এবং সকল মুজাহিদের আদর্শে পরিণত হয়। ইসলামী

প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকার তার স্মৃতি ও বীরত্বকে স্মরণ রাখার জন্যে ১০০ রিয়াল ও ১০০০ রিয়ালের ইরানী মুদ্রার গায়ে এই শহীদের ছবি মুদ্রণ করে।

২৮। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের পনেরো মার্চ তারিখে হযরত ইমাম খোমেনীর নির্দেশে শহীদ পরিবারবর্গ ও পঙ্গুদের অভিভাবকত্ব ও তাদের বিষয়াদি দেখাশোনার জন্য 'ইসলামী বিপ্লবের শহীদ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। হুজ্জাতুল ইসলাম মাহদী কাররুবীকে সম্বোধন করে এ ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত দশ দফাবিশিষ্ট নির্দেশনামায় হযরত ইমাম সম্মানিত শহীদ ও পঙ্গু পরিবারবর্গের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, চিকিৎসাগত ও চাকরি বিষয়ক যাবতীয় বিষয়াদির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ফাউন্ডেশন সমগ্র দেশব্যাপী তার ব্যাপক ও সুসংহত শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে উল্লিখিত পরিবারবর্গের সুখ-শান্তি ও তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে।

২৯। সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ মুজাহেদীনে খালক তার নেতা ও সদস্যদের কার্যকলাপের দরুন ইরানের মুসলমানদের কাছে মুনাফেকীনে খাল্ক্ তথা গণবিরোধী মুনাফিক দল বলে কুখ্যাত। সংগঠনটি শাহ সরকারের সাথে সংগ্রামের লক্ষ্যে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের নীতি, আদর্শ ও আকিদা বিশ্বাসের সাথে এ দলের নেতাদের পরিচিতি না থাকার কারণে সংগঠনটি বিপথগামী হয়ে পড়ে। আর এই অপরিচিতি ও অজ্ঞতার কারণে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের স্বল্পকাল পরেই দলের নেতারা ইসলামী বিপ্লব ও ঈমানদার শক্তির বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে বহু দীন-দরদী সেবক, আলেম ও ঈমানদার যুবককে হত্যা করে। এদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভেতর ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণ এবং বেগুনাহ যাত্রীদের বহনকারী বাসে ও বাড়ী-ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া। ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ থেকেই এ দলটি বিরত থাকেনি। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তি ও জনতা দলটিকে দমন ও ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ দলের কতিপয় নেতা দেশ থেকে পালিয়ে যায় এবং বর্তমানে তাদের শেষ দিনগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য আশ্রয়ে অতিবাহিত করছে।

৩০। ২৯নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৩১। সূরায়ে সাবার ৪৬ নং আয়াতের অংশবিশেষ যেখানে এরশাদ হয়েছেঃ 'হে পয়গাম্বর বলুনঃ আমি তোমাদের একটি উপদেশ দিচ্ছি আর তা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যে জোড়ায় জোড়ায় কিংবা এক এক করে কিয়াম করো (উঠো) ....''

৩২। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর ইরাকের নাজাফ শহরে হযরত ইমাম খোমেনীর মহান সন্তান আয়াতুল্লাহ আলহাজ্ব মোস্তফা খোমেনী স্বৈরাচারী শাহ সরকারের অনুচরদের হাতে শাহাদত বরণ করলে শাহ সরকারের বিরুদ্ধে ইরানের মুসলমান জনতা বিক্ষোভ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করা সত্ত্বেও জনগণ কুলখানি, খতম ও স্মৃতিসভার আয়োজন করতে থাকে এবং এই শহীদের সম্মানে আয়োজিত প্রথম অনুষ্ঠানেই কোম শহর গোলযোগপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সময় শাহ সরকারের অপরাধযজ্ঞ জনসমক্ষে প্রকাশ করার প্রতিক্রিয়ায় সরকারী কর্মকর্তারা প্রতিশোধ হিসাবে দেশের একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের সাতই জানুয়ারী তারিখে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর দুর্নাম ও কুৎসা রটিয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপায়।

পরদিন এ ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতিবাদে কোম নগরী ও এর হাট-বাজার এবং দীনি মাদ্রাসাগুলো একযোগে ধর্মঘট পালন করে। ঢলের বেগে প্রতিবাদী জনতা পীর-মাশায়েখ ও মুদাররেসগণের বাসভবনে সমবেত হয় এবং শাহ সরকার কর্তৃক আলেম সমাজ ও ইমামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রতি এ ধরনের অপবাদের মুকাবিলায় নীরব-নির্বিকার না থাকার আহবান জানায়। এ ধরনের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রতিবাদ ছাত্র সমাজ ও জনগণের পক্ষ থেকে নয়ই জানুয়ারীতেও অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেদিন বিকেলে স্বৈরাচারী শাহের সৈন্যরা বিক্ষোভ মিছিলের উপর হামলা চালিয়ে জনতার প্রতি গুলী বর্ষণ করে। এতে কোম নগরীর বহু ছাত্র ও জনতা শহীদ ও আহত হয়।

সরকারের এ বর্বর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে হযরত ইমাম খোমেনী সাল্লামুল্লাহি আলাইহে একটি বাণী প্রদান করেন এবং এতে তিনি ইরানে আমেরিকার হস্তক্ষেপ ও শাহের অপরাধযজ্ঞের কঠোর নিন্দা জ্ঞাপন করেন। নয়ই জানুয়ারীতে কোম নগরীর এ হত্যাকাণ্ড এবং এ উপলক্ষে ইমামের বিবৃতি ছিল ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এদিন থেকেই ইরানের মুসলমান জনতার একের পর এক গণঅভ্যুত্থান ঝঞ্ঝাবেগে ও প্রচণ্ডতার সাথে অব্যাহত থাকে এবং ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের এগারো ফেব্রুয়ারীতে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে তা পরিণতি লাভ করে।

৩৩। পুতুল শাহের স্বৈরাচারী সরকার ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর ইমাম খোমেনী সাল্লামুল্লাহি আলাইহে-কে ক্যাপিটিউলেশন বিল উত্থাপনের বিরোধিতা করার অপরাধে তুরস্কে নির্বাসন দেয়। এ ঘটনার ১৪ বছর পর ইসলামী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠার সময় ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর তেহরানের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইমাম খোমেনীকে

তুরস্কে নির্বাসন দানের প্রতিবাদে এবং ইরানে আমেরিকার হস্তক্ষেপ নীতি ও শাহী সরকারের অপরাধযজ্ঞের বিরোধিতায় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ও এর আশপাশের এলাকায় এক বিশাল সমাবেশে মিলিত হয় ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শাহী সৈন্যরা এ সমাবেশে বেপরোয়া গুলী বর্ষণ করে বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে শহীদ ও আহত করে।

ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার ৪ নভেম্বরের শহীদ ছাত্রদের স্মরণে এবং ছাত্রদের শাহবিরোধী আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে তেরোই আবান তথা ৪ নভেম্বরকে ছাত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়।

উল্লেখ্য, ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের প্রায় এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর ছাত্র দিবস পালন উপলক্ষে ইমাম খোমেনীর পথ অনুসরণকারী ছাত্ররা ইরানে আমেরিকার হস্তক্ষেপকারী নীতি :অবস্থান ও বিপ্লব বিরোধীদের প্রতি আমেরিকার সাহায্য প্রদানের প্রতিবাদে তেহরানস্থ আমেরিকার দূতাবাস নামক মার্কিন গুপ্তচর বৃত্তির খোয়াড়টি দখল করে নেয়।

৩৪। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের আটই সেপ্টেম্বর তথা সতেরোই শাহরিভার 'কালো শুক্রবার' হিসাবে প্রসিদ্ধ। এ দিনটি ইরানের মুসলমান জনগণের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ওই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর তথা তেরোই শাহরিভার তেহরানে পবিত্র ঈদুল ফেতরের দিনে নামাজের পর মুসল্লীরা ঐতিহাসিক ও নজীরবিহীন বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। সাতই সেপ্টেম্বর তথা ষোলই শাহরিভারও একই ধরনের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ঘোষণা দেয়া হয় যে, পরদিন শুক্রবার আটই সেপ্টেম্বর ভোরে তেহরানের ঝালেহ ময়দানে (পরবর্তীকালের ময়দানে শুহাদা) গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। কথামতো ভোর হতেই চতুর্দিক থেকে জনতা ঝালেহ ময়দানের দিকে ধাবিত হয়। সকাল প্রায় ছয়টার মধ্যে এক লাখের উপর জনতা ময়দানে এসে সমবেত হয়। স্বৈরাচারী শাহের সৈন্যরা ইতিমধ্যেই চতুর্দিক থেকে ময়দানে ঝালেহকে অবরোধ করে ফেলে এবং শত শত মেশিনগানের নল জনতার দিকে তাক করে ধরে। ঠিক এমনি সময় অপ্রত্যাশিতভাবে রেডিয়োতে ঘোষণা দেয়া হয় যে, তেহরান ও অন্য দশটি শহরে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে। আর কোন কথা নেই সৈন্যরা জনগণের প্রতি পাইকারী হারে গুলী বর্ষণ শুরু করে। এদিন ঝালেহ ময়দানে চার হাজারের বেশী বেগুনাহ নর-নারী শহাদাতবরণ করেন ও হাজার হাজার লোক আহত হন। স্বৈরাচারী শাহ সরকার লজ্জার মাথা খেয়ে শহীদদের সংখ্যা মাত্র ৫৮ ও আহতদের সংখ্যা ২৫ জন বলে প্রচার করে।

৩৫। ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর প্রথম সন্তান আলহাজ্ব আগা মোস্তফা (জন্ম ১৯৩০ খৃঃ শাহাদাতঃ ১৯৭৭ খৃঃ) পনেরো বছর বয়েসে ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং মাত্র ২৭ বছর বয়েসেই ইজতেহাদের দর্জা (ফকীহ) লাভ করেন। তিনি যৌবন বয়েসেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অধ্যাপকের পদ মর্যাদায় ভূষিত হন। তিনি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর শাহ সরকারের নির্দেশে বন্দী হন (একই দিনে হযরত ইমামকেও বন্দী করা হয়)। ৫৮ দিন বন্দী রাখার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হলেও পুনরায় বন্দী করে ১৯৬৫ সালের তেসরা জানুয়ারী তুরস্কে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জনাব মোস্তফা খোমেনী তার মহান পিতার মতই আপোষহীন মনোবলের অধিকারী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন পাহলভী স্বৈরশাসনের মূলোৎপাটনের জন্য সার্বজনীন গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে হবে। এ পথে তিনি ব্যাপক সংগ্রাম শুরু করেন। ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের এক বছর পূর্বে তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়েসে ইরাকের নাজাফ শহরে শাহ সরকারের সাভাক বাহিনীর অনুচরদের হাতে নিহত হন ও শাহাদাতের সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হন।

৩৬। এখানে ইমামের উদ্দেশ্য কালো শুক্রবারের ঘটনা। ৩৪ নম্বর টীকা দেখুন।

৩৭। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় দিবস।

৩৮। ৩৪ নং টীকা দেখুন।

৩৯। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া (২৬ হিজরীতে জন্ম ও ৬২ হিজরীতে মৃত্যু) তার পিতার মৃত্যুর পর ৬০ হিজরীতে খেলাফতের মসনদ অধিকার করে। সে ছিল জ্ঞানহীন ও গুণশূন্য এক যুবক এবং দুষ্কৃতি ও অপরাধ অপকর্মে কুখ্যাত। তার রাজত্বকাল ছিল সাড়ে তিন বছর। প্রথম বছরেই সে হযরত ইমাম হুসাইন বিন আলীকে (আঃ) হত্যা করে। দ্বিতীয় বছরে পবিত্র মদীনা নগরী (ইসলামী জাহানের রাজধানী ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহীর রওজা মুবারকের স্থান) লুটতরাজ ও ধ্বংস করে এবং তৃতীয় বছরে মক্কা শরীফে আক্রমণ চালায়। অধিক তথ্যের জন্যে ৬নং টীকা দেখুন।

৪০। কুর্দীরা ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাসকারী একটি গোত্র।

৪১। হযরত রাসূল আকরাম (সাঃ)-এর একটি হাদিস।

৪২। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সশস্ত্র বাহিনী প্রধানত দুইভাগে বিভক্তঃ সশস্ত্র সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র আইন-শৃংখলা রক্ষাবাহিনী। সশস্ত্র সামরিক বাহিনীও আবার প্রচলিত তিন বিভাগসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী, ইসলামী বিপ্লবের সেপাহে পাসদার বাহিনী (এতেও তিন বিভাগ রয়েছে) এবং গণবাহিনী নিয়ে গঠিত। সশস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীটি পুলিশ, জান্দার মেরী ও ইসলামী বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের মিলিয়ে কিছুকাল আগে একক বাহিনী হিসাবে গঠিত হয়েছে।

৪৩। বর্তমান সৌদী আরবের মক্কা, মদীনা ও তায়েফ নগরীসহ আশপাশের গ্রামাঞ্চলকে নিয়ে হেজাজ এলাকা গঠিত।

৪৪। ইরাকের একটি শহর যা ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত। এ শহর ছিলো হযরত আলী (আঃ)-এর খেলাফতকালে ইসলামী জাহানের রাজধানী। এ শহরেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

৪৫। ৪২ নং টীকা দেখুন।

৪৬। চতুর্থ হিজরীর (৬২৫ খৃঃ) তেশরা শা'বান হযরত ইমাম হুসাইনের (আঃ) পবিত্র জন্মদিবস। তিনি শিয়াদের তৃতীয় ইমাম। ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের খুনের বিনিময়ে যেহেতু ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়েছে সেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার ঐ মহান বুযুর্গের জন্ম দিবসকে 'পাসদার বাহিনী দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেয়। অধিক তথ্যের জন্য ৬নং টীকা দেখুন।

৪৭। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের আগে ইরানের বেশীর ভাগ জনতা, বিশেষত গ্রামবাসীরা ন্যূনতম আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধারও অধিকারী ছিল না। তারা অধিকাংশই দুঃখ-দুর্দশা ও ভোগান্তির ভেতর জীবন কাটাতো। ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পর দায়িত্বশীলদেরও বিপ্লবী শক্তিগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের একটি এই হয়ে দাঁড়ায় যে, মজলুম মুস্তাযয়াফ ও বঞ্চিতদের, বিশেষত গ্রামবাসীদের সাহায্য সহায়তা করা। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম খোমেনী সালামুল্লাহি আলাইহে ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে জনগণের প্রতি দেশ গড়ার আন্দোলনে (জিহাদে সাজান্দেগী) শরীক হওয়ার আহ্বান জানান। আর এ ভাবেই বিপ্লবী সংগঠন 'জিহাদে সাজান্দেগী'র কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর জনতা, বিশেষত যুবক শ্রেণী ও ছাত্ররা গ্রামাঞ্চল ও বঞ্চিত এলাকাগুলোর দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জনগণের খেদমতে আত্মনিয়োগ করে।

পরবর্তী বছরগুলোতে মজলিসে শুরায়ে ইসলামীর সদস্যদের অনুমোদন পেয়ে এ বিপ্লবী সংগঠন মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয় এবং জিহাদে সাজান্দেগী মন্ত্রণালয় নামে কাজ শুরু করে।

৪৮। শিয়া ও সুন্নী উভয় মজহাবের সুনিশ্চিত রেওয়ায়েত মুতাবিক 'আহলে বাইত' পরিভাষাটি পয়গাম্বর আকরাম (সাঃ), হযরত আলী, মা ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন আলাইহিমুসসালাম ও তাদের বংশধরদের বেলায় প্রযোজ্য। এদিক দিয়ে আহলে বাইত চৌদ্দজন মা'ছুমকে (বারো ইমামসহ) বোঝানো হয়। কুরআনে কারীমে রাসূলে করীমের আহলে বাইতের (বংশধর) প্রতি উম্মতের মহব্বত প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এতে পুরস্কার, সওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে।

৪৯। সাইয়েদ হাসান মুদাররেস (১২৭৮-১৩৫৭ হিজরী) ইরানের সমকালীন ইতিহাসের একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক-ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও নেতা। তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা ইস্পাহানে শুরু করেন এবং ইরাকের পবিত্র ধর্মীয় স্থানে আখুন্দ খোরাসানীর মতো প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের কাছে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ইজতেহাদের দর্জা (আয়াতুল্লাহ বা ফকীহ ডিগ্রী) লাভের পর তিনি ইস্পাহান ফিরে আসেন এবং ফেকাহ ও উছুল শিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ করেন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের (১৩২৭ হিজরী) পর সংসদের আইন-কানুনের প্রতি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নাজাফের পীর মাশায়েখরা যে পাঁচজন মুজতাহিদ নির্বাচন করেন মুদাররেস ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি সংসদের তৃতীয় মেয়াদকালেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রেজা খান (শাহের পিতা) ইরানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে আয়াতুল্লাহ মুদাররেস বন্দী ও নির্বাসিত হন। তবে মুক্তি লাভের পর পুনরায় জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচনে সংসদ সদস্য হন। সংসদের (মজলিস) চতুর্থ মেয়াদকালে তিনি রেজাখানবিরোধী সংখ্যাগুরু দলের নেতা মনোনীত হন। সংসদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মেয়াদকালে রেজা খান দেশকে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা থেকে মনগড়া প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থায় পরিবর্তন করতে চাইলে মুদাররেস এর কঠোর বিরোধিতা করেন ও সংসদে তা পাশ হতে দেননি। তিনি রেজা খানের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অটল হয়ে দাঁড়ান। রেজা খান শেষ পর্যন্ত মুদাররেসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটে। কিন্তু ওই সন্ত্রাসবাদী পদক্ষেপে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এরপর গোঁয়াড় রেজা খান তাকে প্রথমে খাওয়াফ শহরে ও পরে কাশমার শহরে নির্বাসনে পাঠায়। এগারো বছর পর রেজা শাহের নির্দেশে তার কর্মকর্তারা ১৩৫৭ হিজরীর ২৭ রমজান তারিখে আয়াতুল্লাহ মুদাররেসকে বিষপান করায়। আর এভাবেই ইরানের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হকের পথে শাহাদাতবরণ করলেন। তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তার

অতুলনীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্বেও তিনি অতিশয় সাদাসিধে ও দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) অত্যন্ত সম্মানের সাথে তাকে স্মরণ করতেন। ইসলামী বিপ্লবের নেতা শহীদ মুদাররেসের মাজার পুনঃনির্মাণ উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে লিখেনঃ 'যে যামানার কলমগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিলো, মুখসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং কণ্ঠনালী চেপে ধরা হয়েছিল তখনও তিনি সত্য প্রকাশে ও বাতিলের বিরোধিতায় বিরত হননি। দুর্বল ও শীর্ণ দেহের অধিকারী আলেম বিশাল রুহ এবং ঈমান, সত্যনিষ্ঠা ও সততার দিক দিয়েছিলেন সদানন্দ ও উজ্জ্বল। তার জিহ্বা ছিলো হযরত আলী (আঃ)-এর তলোয়ারের মত যা দিয়ে তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান ও ফরিয়াদ উচ্চকিত করেন। তিনি হক কথা বলেছেন ও অপরাধযজ্ঞকে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং গোঁয়াড় রেজা খানের আরাম-আয়েশকে সংকীর্ণ ও বরবাদ করে দেন। আর শেষ পর্যন্ত পবিত্র দেহকে প্রিয় জাতি ও ইসলামের রাহে উৎসর্গ করেন এবং অত্যাচারী শাহের জল্লাদদের হাতে শহীদ ও তার পবিত্র পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হন।'

৫০। শহীদ অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মূর্তজা মুতাহহারী (১৯২০ খৃঃ-১৯৭৯ খৃঃ) ১৯২০ খৃষ্টাব্দের দুশরা ফেব্রুয়ারী মাশহাদের অদূরে ফারিমানে এক আলেম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২ বছর বয়সে মাশহাদ গমন করেন ও ওখানে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা লাভ করেন। এরপর কোম শহরে গমন করেন ও সেখানে প্রখ্যাত শিক্ষকদের কাছে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। শহীদ মুতাহহারী ১৯৩০ খৃঃ থেকে হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ও অন্যান্য মশহুর শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা করেন। তিনি নিজেও আরবী সাহিত্য, যুক্তি বিজ্ঞান, কালামশাস্ত্র, উছুল, ফেকাহ ও দর্শনের উপর বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা ও অধ্যাপনাকরেন।

আয়াতুল্লাহ মুতাহহারী ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে কোম থেকে তেহরান আগমন করেন এবং ১৯৫৫ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইসলামী বিজ্ঞান অনুষদে শিক্ষকতা করার জন্যে আহূত হন। তিনি ১৯৬৩ সালের পনেরোই খুরদাদ তথা পাঁচই জুনের মধ্যরাতে গ্রেফতার হন এবং ৪৩ দিন কারাগারে কাটান। ইমাম খোমেনী প্যারিসে হিজরত করলে মুতাহহারীও সেখানে গিয়ে ইমামের সাথে যোগদান করেন। তখন ইমাম তাকে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠনের দায়িত্ব দান করেন।

অধ্যাপক মুতাহহারী ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের কয়েক মাস পরই ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের পয়লা মে দিবাগত রাতে (দুসরা মে) ফুরকান নামক একটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের গুলীতে শাহাদতবরণ করেন। শহীদ মুতাহহারী পঞ্চাশের অধিক অমূল্য গ্রন্থ এবং শত শত প্রবন্ধ ও বক্তৃতা (বাণীবদ্ধ) রেখে গেছেন। হযরত ইমাম এ মহান শহীদের রচনাবলী সম্পর্কে বলেন, "তার কলম ও জিহ্বার অবদান ব্যতিক্রমহীনভাবে শিক্ষামূলক ও প্রাণ সঞ্চারকারী। আমি ছাত্র সমাজ ও দীনদার চিন্তাশীলদের প্রতি সুপারিশ করছি কখনো এ অনুমতি দেবেন না যাতে এই প্রিয় অধ্যাপকের বইপত্রগুলো ইসলামবিরোধীদের চক্রান্তে পড়ে বিস্মৃত হয়।"

৫১। এখানে ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ আলী হুসাইনী খামনেয়ীর প্রতিই হযরত ইমাম (রহঃ) ইঙ্গিত করেছেন। ইমামের ইন্তেকালের পর হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ও বিপ্লবের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি নেতৃত্বপদ ভূষিত করার আগে পর পর দুইবারের জন্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৫২। শেখ মুহাম্মদ হাসান নাজাফী (ওফাতঃ ১২৬৬ হিজরীর শা'বান মাস) "ছাহেবে জাওয়াহের" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন ইমামিয়া শিয়াদের একজন প্রখ্যাত আলেম ও পীর। "ছাহেবে জাওয়াহের" নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পেছনে কারণ হলো তিনি ছিলেন "জাওয়াহেরুল কালাম" বা সংক্ষেপে জাওয়াহের নামক গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি ফেকাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রণীত।

৫৩। ভূমি সংস্কার ছিল সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য কবলিত দেশগুলোতে নয়া উপনিবেশবাদীদের শোষণনীতি কার্যকর করার একটি মোক্ষম শ্লোগান। লাতিন আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশে ওসব দেশের সরকারগুলো কর্তৃক প্রায় একই সময় কার্যকর করা হয়। স্বৈরাচারী শাহও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে একদিকে আমেরিকার পুঁজিপতিদের আস্থা অর্জন এবং পাশ্চাত্যের নয়া স্ট্র্যাটেজীর সাথে স্বীয় সহযোগিতার প্রমাণ দান ও পাশ্চাত্য অর্থনীতির সামনে ইরানের বাজারের দরজা খুলে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ অবস্থার শোচনীয়তা হ্রাস ও সামাজিক বিস্ফোরণের দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যাপক গণঅসন্তোষকে ঠেকানোর জন্য ছয়দফাবিশিষ্ট তথাকথিত 'শাহ ও জনগণের বিপ্লবে'র প্রথম দফা হিসাবে দেশে ভূমি সংস্কারের কর্মসূচীতে হাত দেয় এবং ইরানের অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় বিদেশী তথা আমেরিকান পুঁজি বিনিয়োগের শর্তে ইরানে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী ইরানের কৃষির উপর ছিলো চরম আঘাত। এর ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই গম রফতানীকারক এ দেশটি প্রধান গম আমদানীকারক দেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে শহরের দিকে গ্রামবাসীদের ছুটে আসা এবং পরনির্ভর শিল্প-কারখানা ও সেবাকর্মে এদেরকে সস্তা শ্রমিক হিসাবে নিয়োগের ফলে এগারো বছরের (১৯৬৬ খৃঃ থেকে ১৯৭৭ খৃঃ পর্যন্ত) ভেতরই ইরানের বিশ হাজার গ্রাম জনশূন্য ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়।

পরিশিষ্ট ও টীকার তালিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা নং	ছত্র নং
১। হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলী	১১	২০
২। হযরত ইমামের ইন্তেকালের বছর	১১	২৫
৩। তাকিয়া	২১	৩১
৪। মুহাম্মদ রেজা (শাহ)	২৩	৯
৫। তাগুত	২৩	২০
৬। শুহাদায়ে কারবালা	২৬	৯
৭। জা'ফরী মাজহাব	২৮	২৩
৮। আমীরুল মুমেনীন (আঃ)	২৮	৩১
৯। গাদীর	২৮	৩৩
১০। নাহাজুল বালাগা	২৯	১
১১। সাংবিধানিক আন্দোলন	২৯	১১
১২। তামাক আন্দোলন	২৯	১১
১৩। কোম নগরী	২৯	১১
১৪। পনেরো খুরদাদের গণঅভ্যুত্থান	২৯	১৪
১৫। মহাসংস্কারক	২৯	২১
১৬। হযরত ফাতেমা সালামুল্লাহি আলাইহা	২৯	২৮
১৭। হযরত ইমাম হুসাইন (আঃ)	৩০	৯
১৮। মুনাজাতে শাবানিয়া	৩২	১০
১৯। শবে কদর	৩২	১৫
২০। আরাফাত	৩৩	৩১
২১। মাশআরুল হারাম	৩৩	৩১
২২। মীনা	৩৩	৩১
২৩। ছাফা	৩৪	১০
২৪। মারওয়া	৩৪	১০
২৫। হাজরে আসওয়াদ	৩৪	২৩
২৬। বনী উমাইয়া	৩৫	২
২৭। বারো বছরের কিশোর	৩৭	২১

বিষয়	পৃষ্ঠা নং	ছত্র নং
২৮। শহীদ ফাউন্ডেশন	৩৮	৩২
২৯। মুজাহেদীনে খালক	৪৯	৩
৩০। মুনাফেক গ্রুপ	৪৯	১২
৩১। কুরআনের আয়াত	৫০	৯
৩২। ১৯শে দেই	৫৯	১
৩৩। ১৭ শাহরিভার	৫৮	১৩
৩৪। আয়াতুল্লাহ আলহাজ্ব আগা মোস্তফা	৫৮	২৫
৩৫। শওয়ালের ঘটনা	৫৮	২৬
৩৬। তেরই আবান	৫৮	২৭
৩৭। ২২শে বাহমান	৫৯	১
৩৮। ময়দানে শুহাদা	৫৯	১৭
৩৯। ইয়াজিদ	৫৯	১৮
৪০। কুর্দ্‌	৫৯	৩০
৪১। হাদিস	৬০	৬
৪২। সশস্ত্র বাহিনীসমূহ	৬১	২২
৪৩। হেজাজ	৭০	১১
৪৪। কুফা	৭০	১২
৪৫। জান্দার মেরী	৯৩	২৯
৪৬। তেশরা শা'বান	৯৫	২৩
৪৭। জিহাদে সাজান্দেগী	৯৭	১
৪৮। আহলে বাইত	১০৭	৪
৪৯। মুদাররেস	১০৯	২
৫০। মুতাহহারী	১০৯	৪
৫১। খামনেয়ী	১০৯	১৬
৫২। ছাহেবে জাওয়াহের	১১২	৩
৫৩। ভূমি সংস্কার	১২৭	২০